LIFE

OF

MUHAMMAD

FOUNDED ON ARABIC AUTHORITIES.

TO WHICH IS ADDED,

A

HISTORY OF MUHAMMADANISM.

মহম্মদের জীবনচরিত

ও

মহম্মদীয় রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE SATYARNABA PRESS,

FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN TRACT

AND BOOK SOCIETY.

1858.

নির্ঘণ্ট।

মহম্মদীয় রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

ভূমিকা।

ইব্রীয় ভাষাতে "আরব" শব্দের অর্থ প্রান্তর; উক্ত নাম আরব দেশের উপযুক্ত বটে, যেহেতুক তাহার বালুকাময় স্থান সাগরের ন্যায় দেখায়।

ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে, যে আরব দেশের পূর্ব্বোত্তর দিগে অরাম-নহরিয়ম দেশে ফরাৎ নদীর সমীপে এদন নামে এক উদ্যান ছিল; আরব দেশের উত্তরভাগে আয়ূব নামক ভূম্যধিকারী বাস করিতেন, তিনি শয়তানহইতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; আরব দেশের পশ্চিমাংশে মূসা ও যিহুদীয় লোকেরা ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন; তাহার দক্ষিণ ভাগে শিবা দেশের রাণী বাস করিতেন, তিনি জ্ঞান লাভের জন্যে তথাহইতে যিরূশালম নগরে সুলেমানের নিকট গমন করিয়াছিলেন; এবং পৌল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আরব দেশে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। ইস্মায়েলের পশুপাল ও শিবির এবং কেদরের ও নিবায়োতের মেষগণ আরব দেশে ছিল, ইহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে *। যিশায়িয় ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থে ঐ দেশের বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

---

* যিশায়িয় ৬০। ৬, ৭।

বঙ্গ দেশে অনেক২ নদী আছে, কিন্তু আরব দেশে একটাও নদী নাই, প্রায় সর্ব্বস্থলে বালুকাময় প্রান্তর সাগরস্বরূপ দেখায়। তথাকার মরুভূমি ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার বালুকা সকল বায়ুদ্বারা তরঙ্গের ন্যায় চালিত হয়; এবং প্রবল ঝড়ের সময়ে তথায় যাত্রি লোকেরা বালুকাবৃত হইয়া মরিয়া যায়।

আরব দেশের বৃক্ষ ও জন্তুর ইতিহাসে নানা সন্তোষজনক উপাখ্যান পাওয়া যায়। ঐ দেশে প্রথমতঃ কাওয়া বৃক্ষ প্রকাশ পায়; আর দ্রুতগামি ঘোটক সকল পাওয়া যায়। কথিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন২ ঘোটক ২।।০ পলের মধ্যে অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ গমন করিতে পারে; ঐ অশ্বদের কর্ত্তা তাহাদের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। আরব দেশে অনেক উষ্ট্রও আছে, তাহাদিগকে প্রান্তরের নৌকা কহা যায়; তাহাদের পদতলে অতি কোমল মাংসপিণ্ড থাকে, একারণ তাহারা বালুকাময় স্থানে অনায়াসে গমন করিতে পারে; এবং তাহাদের উদরে চারি থলী আছে; উষ্ট্রগণ অনেক জল পান করিয়া সেই থলীর মধ্যে রাখে, একারণ মরুভূমিতে জল খাইতে না পাইলেও তাহারা অকাতরে অনেক দিন থাকিতে পারে।

অসভ্য ও অনুর্ব্বরা আরব দেশহইতে মুসলমান লোকেরা যাইয়া আফ্রিকা দেশের উত্তরাংশ জয় করিয়াছিল; তাহাদের নাম সারাসেন, অর্থাৎ প্রান্তরবাসী। সে দেশে পূর্ব্বে ৩০০ খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী ছিল। পরে সারাসেন লোকেরা ৬০০ বর্ষাবধি ইস্পানিয়া দেশে রাজত্ব করিয়াছিল। আরও তাহারা স্তাম্বুল নগর, ভারতবর্ষ, পারস্য, তাতার দেশ, ইত্যাদি আশিয়া খণ্ডের

তিন অংশ জয় করিল। তাহাদের রাজ্য খস্রুঃ ও সেকন্দর বাদশাহের রাজ্যের তুল্য ছিল। সারাসেনদিগের অধিকারে এক আশ্চর্য্য রীতি ছিল, অর্থাৎ ক্রীত দাসগণ সিংহাসনারোহণ করিত, ও চোরেরা বিচারক হইত, এবং মেষপালক ও বনিক লোকেরা রাজার বা সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইত। ঐ সারাসেনেরা বিদ্বান্ লোকদিগকে যদ্রূপ সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করিত, তদ্রূপ প্রায় কোন জাতির মধ্যে কেহ কখন করে নাই।

প্রথম অধ্যায়।

আরব দেশের স্থানাদির বৃত্তান্ত।

এই দেশের বিষয় প্রথম রাজাবলির ১০ অধ্যায়ের ১৫ পদে, ও যিরিমিয়ের ২৫ অধ্যায়ের ২৪ পদে লিখিত আছে।

আরব দেশের আকার প্রায় ত্রিকোণ। ইহার বিস্তার নীল নদীর পূর্ব্বমুখহইতে ফরাৎ নদী পর্য্যন্ত ৫০০ ক্রোশ, ও দীর্ঘতা আদন নগরহইতে পালমীরা পর্য্যন্ত ৭৫০ ক্রোশ। আশিয়া দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ বর্ম্মা এবং আরব, এই তিন মহা প্রায়দ্বীপ আছে। আরব প্রায়দ্বীপ দক্ষিণাংশে চৌড়া, কিন্তু অন্য দুই প্রায়দ্বীপ সেই মত নহে। আরব প্রায়দ্বীপ সমুদ্র দ্বারা তিন পার্শ্বে বেষ্টিত, এই হেতুঃ তাহার কোন২ স্থল সুশীতল এবং ভুমি উর্ব্বরা, কিন্তু অন্য স্থান সকল "গর্ত্তময় ও নির্জ্জল ও মৃত্যুচ্ছায়াস্বরূপ"। যিরিমিয় ২। ৬। প্রান্তরের মধ্যে কোন২ স্থান দ্বীপের ন্যায় সরস ও উর্ব্বরা, তাহা ওআসিস নামে খ্যাত। সেই স্থানে অনেক খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে।

ঐ সকল বৃক্ষ মেষপালকদিগকে আহার * দেয়, এবং তাহারা সেই বৃক্ষের ছায়ায় আপনাদের মেষগণ চরায়।

আরব দেশের নানা স্থানে বৃহৎ ২ কূপ † আছে, তাহা এক শত হস্ত গভীর। পথিকেরা গমন কালীন তাহার নিকট জল পানার্থ উপস্থিত হইয়া অনেক বিশ্রাম স্থান পায়। আরব দেশে ঐই সকল না থাকিলে পথিক লোকেরা প্রান্তর দিয়া যাইতে২ প্রাণত্যাগ করিত। আরও তাহারা ঐ কূপ দর্শন পূর্ব্বক নিজ২ পথ ও স্থান জানিতে পারে। সে সকল কূপ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তদ্দেশে কখন২ তিন বর্ষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় ‡ না, কিন্তু কোন২ স্থলে পর্ব্বতের উচ্চতা হেতুক বাস্প আকর্ষিত হইলে বৃষ্টি পড়ে। আদন দেশের পশ্চিমদিগে জুন মাসাবধি সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত, ও পূর্ব্বদিগে নোবেম্বর মাসাবধি ফেব্রুয়রি মাস পর্য্যন্ত, ও ওমান দেশে ফেব্রুয়রি মাসাবধি মার্চ মাস পর্য্যন্ত কেবল বায়ুর গতির অনুসারে নিয়মিত বর্ষণ হয়।

ঐ স্থানে অধিক মরীচিকা হয়, তাহাতে পক্ষিগণকেও উষ্ট্রের ন্যায় বড় দেখায়, এবং সকল ক্ষুদ্র২ দ্রব্য বড় বোধ হয়। পথিক লোকেরা তৃষিত হইয়া মরীচিকার প্রতি জল ভ্রমে শীঘ্র গমন করে; কিন্তু সেখানে কেবল বালুকাময় স্থান দেখিয়া হতাশ পূর্ব্বক প্রাণ ত্যাগ করে। মহম্মদ কোরানে নাস্তিক লোকের কর্ম্ম মরীচিকার সমান করিয়া লিখিয়াছেন।

---

* য়িশায়িয় ৩১ অধ্যায় ২০ পদ।

† আদি. পু. ২৩ অধ্যায়ে কূপের বিবরণ দেখ।

‡ যিরিমিয় ২ অ ৬ পদ।

রাজপুতানার পশ্চিম দেশ নিবাসিরা প্রান্তরে অনেকবার এই রূপ মরীচিকা * দেখিতে পায়।

আরব দেশের দক্ষিণে এক মহাপ্রান্তর আছে; সে ৩০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং ঐ পরিমাণে চৌড়া; ইহাতে কোন কূপ নাই। সেই প্রান্তরে সিমুম নামে প্রাণ নাশক এক বিশেষ বায়ু কখন২ বহে, তাহাতে অনেক বালুকা আকাশে উড়িলে যাত্রি লোক ও উষ্ট্রাদি পশুদের নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়, এই ভয়ে তাহারা তৎকালে বালুকাতে মস্তক নত করিয়া রাখে, তাহা করিলে রক্ষা পায়। যখন সিমুম বায়ু বহে তখন শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক হয়, ও সূর্য্যের কিরণ নীলবর্ণ দেখায়, আর মশকে জল থাকিলে তাহা একেবারে শুকিয়া যায়। বজ্রাঘাতে মৃত লোকের শরীর যে রূপ শীঘ্র পচিয়া যায়, সিমুম বায়ুতেও সেই রূপ হয়। মন্সুন্ নামক যে বায়ু ছয় মাস দক্ষিণ দিগে ও ছয় মাস উত্তর দিগে অন্যত্র বহে, সে ঐ প্রান্তরে নাই; এবং যাহাতে বৃষ্টি ও শিশির পতিত হয় এমন উচ্চ কোন পর্ব্বতশ্রেণীও নাই, একারণ সে দেশ অতিশয় উষ্ণ।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী তেহামা নামক ২০ ক্রোশ চৌড়া এক বালুকাময় স্থান আছে। ঐ প্রদেশ বঙ্গ দেশের ন্যায় পূর্ব্বে সমুদ্রের মধ্যে ছিল, পরে ক্রমে২ জলহইতে নির্গত হইল; যেমন ২০ বৎসর হইল কলিকাতার কিল্লার মধ্যে যন্ত্রদ্বারা ভূমি খনন করিলে ২০০ হস্তের নামোহইতে কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজন্তুর অস্থি উঠিয়াছিল, তেমনি সেখানকার মৃত্তিকা খনন কালে অনেক সমুদ্রজ বস্তু পাওয়া যায়। তেহামাতে

* য়িশায়িয় ৩৫। ৬, ৭, পদ।

অনেক লবণময় উপগিরি আছে। ঐ স্থানের বালুকা বায়ুদ্বারা উড়িয়া সমুদ্রে পড়ে, আর জলের মধ্যে যে প্রবাল অর্থাৎ পলা আছে, তাহাতে বালুকা বদ্ধ হওয়াতে এই দেশ ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

য়েমেন প্রদেশে প্রথমে যক্তন্ নামে প্রসিদ্ধ এক জন বাস করেন। এই দেশের নিকটস্থ সমুদ্রতটের নিম্ন স্থানে কোন শস্যাদি জন্মে না, কিন্তু তাহার উচ্চ প্রদেশে বৃষ্টিদ্বারা ক্ষুদ্র জলস্রোত নির্গত হইলে তথাকার ভূমি সকল উর্ব্বরা হয়। য়েমেনের মধ্যে প্রধান তিন নগর আদন, সানা ও মোখা। আদন নগর আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে নির্ম্মিত আছে; ঐ পর্ব্বতে পূর্ব্বে অগ্নি থাকিত, কিন্তু এক্ষণে নাই। সানা নগর য়েমেন প্রদেশের রাজধানী; তত্রস্থ লোক সকলে অন্য দেশজ কুন্দুরু নামক সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত। মোখা নগরের নিকটে কাওয়া গাছ জন্মে, একারণ সেই স্থান অতি বিখ্যাত আছে। ইহার ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশে ইক্ষু জন্মিত। পূর্ব্বকালে তথাকার এক জন রাজা পর্ব্বতের নিম্ন ভাগের পার্শ্ব সকল বদ্ধ করিয়া অনেক বৃহৎ পুষ্করিণী করিয়াছিলেন।

হাদ্রামৎ প্রদেশের বিষয় আদি পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ২৬ পদে লিখিত আছে। এই দেশে কুন্দুরু বৃক্ষ জন্মে। তথায় শিবা নামে এক নগরী আছে, তাহার রাণী বিদ্যা উপার্জ্জনের নিমিত্ত যিরূশালম্ নগরে সুলেমান রাজার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আয়ূব ও নোহ যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম যক্তানের পুত্র এবর্ কর্ত্তৃক এই দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং যিহূদীয় ধর্ম্মও এখানে প্রচারিত ছিল।

ওমান প্রদেশ পারস্য উপসাগরের নিকট। ইহার লোকেরা সীসা বাণিজ্য বিষয়ে বিখ্যাত ছিল। মস্‌কট নামে নগর এই প্রদেশের রাজধানী। ঐ স্থানের পর্ব্বত সকল অতি উচ্চ, তদ্দ্বারা শিশির ও বৃষ্টি বদ্ধ হওয়াতে বায়ু অতি শীতল হয়; এবং পর্ব্বতের উপরহইতে বৃষ্টির জল নির্গমন কালে ক্ষুদ্র২ স্রোত সকল মৃত্তিকাকে সঙ্গে লইয়া আইসে, তাহাতে উপত্যকা ক্রমে২ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। সেই স্থানে অনেক শস্যাদি জন্মে। ওমান দেশ পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী, এজন্য তাহাতে অনেক মৎস্য জন্মে, আর তদ্দ্বারা ভূমি তেজস্কর হয়।

এল্‌হাসা প্রদেশও ঐ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী। এই স্থানের কূপ সকল ন্যূনাধিক ১০০ হাত গভীর, এবং তদুপরে অতি উত্তম মর্ম্মর প্রস্তরের স্তম্ভ ও ছাত সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এল্‌হাসার মধ্যে অতি অল্প গ্রাম আছে, কিন্তু ঐ সকল গ্রামে তাল বৃক্ষ অনেক জন্মে, একারণ অধিক দূরহইতেও তাহা জানা যায়। সেখানে বায়ু চালিত বালুকাতে অনেক হানি হয়; আর মেঘের জল ব্যতীত তন্নিবাসিদের অন্য কোন জলের উপায় নাই।

নেজেদ প্রদেশ মহাপ্রান্তরের মধ্যে আছে। এ দেশে সুন্দরবনের ন্যায় পূর্ব্বে অনেক লোক বাস করিত, ইহা পূর্ব্বকালের অট্টালিকাদির অবশিষ্ট অংশ দেখিয়া অনুমান হইতেছে। নেজেদে অনেক উত্তম ঘোটক ও উষ্ট্র জন্মে; একারণ তাহাকে উষ্ট্রমাতা বলা যায়।

সীনয় প্রায়দ্বীপ অতি পাষাণময়, এ প্রযুক্ত কেহ২ তাহাকে পাথরীয় আরব বলে। এই দেশের মধ্যে খড়ী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত এবং ২০০০ হস্ত উচ্চ হোর নামে এক পর্ব্বত আছে।

এই পর্ব্বতের শৃঙ্গেতে হারোণ মরিয়াছিলেন, ইহা গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ২৮ পদে লিখিত আছে। সীনয় নামে অতি উষ্ণ এক পর্ব্বত আছে; তাহাতে কাহারও বাস ছিল না। এই পর্ব্বতে থাকিয়া মূসা ঈশ্বরের সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। সীনয়ে অনেক বৃহৎ২ প্রস্তর আছে, তাহাতে বায়ু রুদ্ধ হইলে এবং সূর্য্য কিরণ অতিশয় লাগিলে তাহার উষ্ণতাতে সমস্ত দেশ উত্তপ্ত হয়। ইহার নিম্ন প্রদেশে কখন২ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না, কারণ উচ্চ পর্ব্বত সকল মেঘ ও শিশিরকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। ভবিষ্যদ্বক্তা এলিয় ইষেবল্ রাণীর নিকটহইতে পলায়ন করিয়া উক্ত হোর পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিলেন। ১ রাজাবলির ১৯ অ।

ইদোম প্রদেশের বিষয় যিশায়িয়ের ৩৪ অধ্যায়ের ৫ পদহইতে ১৭ পদ পর্য্যন্ত, ও যিরিমিয়ের ৪৯ অধ্যায়ের ৭ পদহইতে ২২ পদ পর্য্যন্ত, ও বিলাপ নামক গ্রন্থের ৪ অধ্যায়ের ২১ পদ, ও যিহিস্কেলের ২৫ অধ্যায়ের ১৫ পদ, ও যোয়েলের ৩ অধ্যায়ের ১৯ পদ, ও আমোসের ১ অধ্যায়ের ৬ পদহইতে ১১ পদ পর্য্যন্ত, ও আয়ূবের ১ অধ্যায়ের ১ পদহইতে ১৯ পদ পর্য্যন্ত, এবং মলাকির ১ অধ্যায়ের ৪ পদে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই দেশে পূর্ব্বে হিব্বীয় ও হিত্তীয় গিদিয়ন অমালেক ও হাজিরীয় জাতিরা বাস করিত; এই সকল জাতি ইব্রাহীমহইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে তদ্মোর বা পালমীরা নামে এক প্রসিদ্ধ নগর আছে। দ্বিতীয় বংশাবলির ৮ অধ্যায়ের ৪ পদে তাহার নাম উল্লেখিত আছে। এই নগর পূর্ব্বে রোম নগরের সমান ছিল। যেনোবিয়া নামে ইহার রাণী বিদ্যাতে বিশেষ উৎসুকা ছিলেন, এ

কারণ তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে সমাদর পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন।

যেমত ভারতবর্ষের মধ্যে দিল্লী ও গৌড় নগরে নানা অট্টালিকাদির অবশিষ্ট চিহ্ন আছে, তেমনি এই দেশে রোমীয় লোক কর্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন রাজপথের এবং অনেক অট্টালিকার ও বিবিধ মন্দিরের ভগ্ন অংশ সকল অদ্যাপি দেখা যায়। এ দেশে আমালেকীয় বংশজ উক্তা যেনোবিয়া রাণী ছিলেন। তিনি স্বদেশীয় আরব ভাষার প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া নিজ রাজধানীতে অন্য দেশীয় গ্রীক ভাষা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রান্তরীয় অসভ্য লোকদিগের বাক্যালাপদ্বারা আর কোন উপকারের সম্ভাবনা ছিল না।

যে রূপ বেহারে ও ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে গর্ত্তের মধ্যে অনেক মন্দির এবং প্রস্তরময় অট্টালিকা আছে, তদ্রূপ ইদোম দেশের পেত্রা নগরেও প্রস্তরখোদিত অনেক২ মন্দির দেখা যায়। পেত্রা নগর যিহূদা দেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। যে বণিক লোকেরা যূষফকে ক্রয় করিয়া মিসর দেশে লইয়া গিয়াছিল, বোধ হয় তাহারা এই নগরবাসি লোক। পেত্রা ৪০০ হস্ত উচ্চ পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত; নগরে গমনাগমনের পথ মধ্যে দুই জন অশ্বারোহী এক কালীন যাইতে পারে এমত এক পর্ব্বত রন্ধ্র ছিল। এক্ষণে এই নগর শ্যামবর্ণ প্রস্তরের চূর্ণ মিশ্রিত বালুকায় বেষ্টিত হইয়াছে। ঐ স্থানে বায়ুর গমন বিশেষ রূপে নাই; সুতরাং সূর্য্য কিরণদ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক প্রতপ্ত হওয়াতে সে অতিশয় উষ্ণ হয়। ভারতবর্ষীয় বণিকেরা স্থল পথে যাইয়া পূর্ব্বে পেত্রা নগরে অনেক ব্যবসায়াদি করিত।

এক্ষণে তাহারা জলপথে স্থূফ সমুদ্র দিয়া যায়, তাহাতে পেত্রা নগরে যাতায়াত না করাতে সে মরুভূমি হইয়াছে।

পারস্য হ্রদ ৭০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহার মধ্যে বারইন নামে কতক দ্বীপ আছে। লঙ্কা দ্বীপে যে রূপ মুক্তা পাওয়া যায়, সেই রূপ তাহাতেও প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে উক্ত হ্রদের লবণাক্ত জলের নীচুহইতে অলবণ জল পাওয়া যায়।

স্থূফ সাগর ৬০০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ৬০ ক্রোশ বিস্তৃত। ইহাতে কোন নদ নদী পতিত হয় না, কারণ ইহার তীরের নিকটে অনেক পর্ব্বত হইলেও বৃষ্টির জল ঐ পর্ব্বত সকলহইতে খর প্রবাহে আসিয়া বালুকায় লীন হয়, কিম্বা মৃত্তিকাকে আর্দ্র করিয়া শুষ্ক হয়। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে অনেক অগ্নিময় পর্ব্বত ছিল, এক্ষণে সেই সকল পর্ব্বত দ্বীপ হইয়াছে। এই সাগরের জলে সমুদ্রস্থ বৃক্ষের ন্যায় প্রবাল জন্মে, এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, একারণ ইহার নাম স্থূফ অর্থাৎ ক্ষুদ্র তৃণবিশিষ্ট সাগর। ইহার অন্য এক নাম রক্তবর্ণ সাগর, কারণ এষৌ নামক ব্যক্তিহইতে উৎপন্ন ইদোমীয় লোকেরা ইহার নিকটে বাস করিত, এবং এষৌর লোম সকল রক্ত বর্ণ ছিল, ইহাতেই রক্ত সাগর নাম হয়। এ সমুদ্রে অনেক ক্ষুদ্র ২ কীট থাকে, তাহাতে ইহার জল রাত্রিকালে হীরাবলির ন্যায় উজ্জ্বল হয়।

আরবীয় লোকেরা প্রান্তরে বাস করিতে ভাল বাসে। সে দেশের নগর সকল ক্ষুদ্র; ইহার মধ্যে যে ৬ প্রধান নগর আছে, তাহাদের লোকসংখ্যা একত্র করিলে কলিকাতার অর্দ্ধেক হইবে। সমুদয় আরব দেশের লোকসংখ্যা বঙ্গ দেশের

পঞ্চমাংশ মাত্র হইবে, কিন্তু ইহারা অল্প সংখ্যা হইলেও অনেক দেশ জয় করিয়াছিল, এবং ইউরপীয় লোকেরা ইহা-দেরহইতে কতক শত বৎসরাবধি ভীত ছিল।

মক্কা নগরে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ কাশী, মুসলমান লোকদিগের সেই রূপ মক্কা; অনেক ভিক্ষুক সেখানে বাস করিয়া অনায়াসে কাল ক্ষেপ করে, একারণ মক্কাকে ভিক্ষুকদিগের স্বর্গ বলে। যে রূপ যিহূদীয় লোকেরা ইব্রাহীমহইতে উৎপত্তি হেতুক অহঙ্কারী হয়, তদ্রূপ "আমাদের নগরে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" বলিয়া মক্কানিবাসিরা অহংকার করে। মহম্মদ মদ্য পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে কাবা মন্দিরের দ্বারেও পানার্থ মাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; ফলতঃ সে স্থানের মুসলমানেরা ডালচিনি মিশ্রিত করিয়া তাড়ী পান করে, তাহাতে কেহ নিষেধ করিলে তাহারা কহে, আমরা ডালচিনি মিশ্রিত বৃক্ষের রস পান করি, ইহাতে মদ্যপান কী প্রকারে হইতে পারে? এ নগরের সকল লোক তীর্থযাত্রিদের নিকটে দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। প্রতি মসজীদে এক২ পাঠশালা আছে, তদভিন্ন অন্য পাঠশালা নাই। মক্কাতে কোন পুস্তকালয়ও নাই। সেই স্থানে গ্রীস বর্ম্মা পারস্য ভারতবর্ষ ও মলাকা ইত্যাদি দেশহইতে ৭০,০০০ সত্তর সহস্র তীর্থযাত্রিরা বৎসরান্তর আসিয়া থাকে। তাহারা চল্লিশ প্রকার ভাষা বলে, এবং কাশীর তীর্থ যাত্রিকদের ন্যায় বড় মন্দ ব্যবহার করে।

মদীনা নগরে ২০,০০০ লোক আছে, তাহাদের মধ্যে মহম্মদের বংশ এক্ষণে অতি অল্প। ঐ নগরে মহম্মদের কবর থাকাতে

তদ্দর্শনার্থ অনেক যাত্রিক লোক সেই স্থানে গমন করে। মুসলমান লোকেরা বিশ্বাস করে যে জগতের শেষে তৃতীয় তূরীধ্বনি হইলে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গহইতে, অবরোহণ করিয়া মরিবেন, এবং অতি অল্প কালের নিমিত্ত মহম্মদের কবর মধ্যে অবস্থিতি করিবেন, তৎপরে উভয়ে একত্র স্বর্গারোহণ করিবেন। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে, যে লোকেরা এই নগরের প্রধান মস্‌জীদে দুই দিন বাস করে, তাহাদের আর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যিহূদীয় লোকেরা সুয়েজ নগরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে সুফ সাগর পার হইয়াছিল। পূর্ব্বে সুফ সাগর সুয়েজ নগরের উত্তর দিগ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত মিলিত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরব দেশীয় পশু ও মনুষ্যাদির বিষয়।

এই দেশের পশুগণের মধ্যে ঘোটক প্রধান; ইহার উৎকৃষ্টতার বিষয় আয়ুব পুস্তকে বিশেষ রূপে উল্লেখিত আছে। ঐ ঘোটকদের এতাদৃশ সুশিক্ষা যে আরোহির সহিত এক তাম্বুতে বাস করে, এবং আরোহী ঘোটকের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার না করিয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করত পুত্র তুল্য পালনাদি করে। এ সকল ঘোটকের মধ্যে কোন২ জাতির বংশাবলী দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশীয় লোকেরা বর্ণনা করিতে পারে, এবং মহম্মদের যূথবর্দ্ধক অশ্বশালার ঘোটকহইতে যে২ ঘোটক জন্মিয়াছে তাহা চিনিতে পারে। আরব

দেশে এরূপ উৎকৃষ্ট ঘোটক অনেক নাই; তাহাদের সংখ্যা অল্প প্রযুক্ত প্রত্যেকের মূল্য ১৫০০ টাকা। আরবীয়েরা অশ্বশাবকের সহিত ক্রীড়া করে, আর কখনও ঐ ঘোটককে আঘাত করে না। নেজ্জেদ দেশীয় লোকেরা অশ্বগণকে মাংস ভোজন করায়।

আরব দেশে অশ্ব অপেক্ষা গর্দ্দভ অধিক কার্য্যে লাগে, কারণ সে অক্লেশে প্রান্তরে বাস করিতে পারে, এবং অল্প অথচ সামান্য খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া থাকে।

উষ্ট্রগণের শরীর বৃহৎ এবং অল্প মাংস বিশিষ্ট; তাহারা অল্পাহারী, আর তাহাদের খাদ্য শাক এবং কন্টকাদি মাত্র। তাহাদের উদরে চারি থলী আছে, তাহাতে তাহারা এক সপ্তাহের পানীয় জল ধারণ করিতে পারে। তাহাদের হাঁটুতে মাংসপিণ্ড থাকে, তদ্দারা তাহারা হাঁটু পাতিবার সময়ে উপকার পায়। তাহাদের পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে গোলাকৃতি দুইটা কুঁজ আছে, তাহাতে কোন বস্তু তন্মধ্যে রাখিলে তাহা কোন দিগে পড়িতে পারে না। উষ্ট্রেরা অনেক দিন উপযুক্ত আহার না পাইলেও ঐ দুই কুঁজদ্বারা প্রতিপালিত হয়, অর্থাৎ কুঁজের রস সকল তাহাদের অবয়ব শরীরে ব্যাপ্ত হয়; যেমনি হিমপ্রধান দেশে ভল্লুকেরা শীতকালে গর্ত্তের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে, শীত অতীত হইলে তাহারা তথাহইতে বাহির হয়, অনাহারে কৃশ হইয়াও প্রাণে মরে না। উষ্ট্রগণ নাসিকা রন্ধ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিস্তার ও সঙ্কোচ করিতে পারে, তাহাতে উষ্ণ বায়ু ও বালুকা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় গোরুর ন্যায় আরব দেশের গোজাতির স্কন্ধে মাংসপিণ্ড থাকে।

আরবীয়েরা কুক্কুরদিগকে অশুচি জ্ঞান করিয়া মদীনা নগরে প্রবেশ করিতে দেয় * না।

নেজেদ প্রদেশের পর্ব্বতে অনেক নেকড়িয়া ও কেন্দুয়াব্যাঘ্র এবং বানর থাকে।

আরব দেশে বিস্তর পঙ্গপাল আছে; ইহাদিগকে ধর্ম্ম-পুস্তকে উঙ্কতার কন্যা † বলা যায়। যোহন বাপ্তাইজকের সময়ে লোকেরা যে রূপ পঙ্গপাল খাইত, এখনও সেইরূপ তথাকার লোকেরা তাহা খাইয়া থাকে। আরব দেশে অনেক কচ্ছপও পাওয়া যায়। সুফ সাগরের মধ্যে অনেক পাখাবিশিষ্ট মৎস্য আছে; তাহারা জলে থাকিলে বৃহৎ মৎস্যহইতে ও শূন্যে উড়িলে পক্ষিহইতে আপনাদের প্রাণ অতি ক্লেশে রক্ষা করে। ধর্ম্মপুস্তকে অগ্নিবৎ উড্ডীয়মান সর্পের ‡ বিবরণ লিখিত আছে। আরব দেশের প্রান্তরে এমত এক সর্প জাতি আছে, যাহারা পুচ্ছদ্বারা বৃক্ষের এক শাখাহইতে অন্য শাখায় ও মূল-হইতে অগ্রভাগে লম্ফ দিতে পারে। এই দেশে উষ্ট্রপক্ষী ‖ জন্মে; সে জীর্ণ বস্ত্র ও কাষ্ঠ খণ্ড ও লৌহ খণ্ড প্রভৃতি খাইতে পারে, এবং ঘোটকহইতেও অতি শীঘ্র গমন করে।

অনেককাল অবধি আরব দেশে কাওয়া বৃক্ষ হয় বটে; কিন্তু হাবেশ দেশে সে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল। কাওয়া পর্ব্বতের ঢালু ও নিম্নস্থানের চাতালে জন্মে। এই বৃক্ষে কখন ২

---

* প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২২ অধ্যায় ১৫ পদ।

† যোয়েল ২ অ। ৩ প।

‡ গ ২১ অ। ৬ প। দ্বি ৮ অ। ১৫ প।

‖ আয়ূব পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ের ১৩ পদহইতে ১৮ পদ পর্য্যন্ত।

একই কালে ফুল ও ফল দেখা যায়। হাবেশ দেশের প্রান্তরে গালা নামে এক জাতি বাস করে, তাহারা ২০।২৫ দিন পর্য্যন্ত আর কিছু না খাইয়া কেবল কাওয়া ফলের গুলি করিয়া গিলিয়া খায়। আরব দেশে কুন্দুরু ও গন্ধরস অনেক পাওয়া যায়। এই দুই সুগন্ধি দ্রব্য পূর্ব্বকালে জ্যোতির্বেত্তারা শিশু খ্রীষ্টকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই দেশে এরণ্ড তৈল ও কাশ্মিরি বৃক্ষের অনেক আঠা পাওয়া যায়। ইহার নিকটবর্ত্তী মিসর দেশীয় প্রান্তরে অনেক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা জানা যায় যে পূর্ব্বে সে স্থানে অনেক লোকের বসতি ছিল।

আরব দেশে প্রকৃত ও সঙ্কর দুই প্রধান জাতি আছে; তন্মধ্যে প্রকৃত জাতি শাম বংশীয় * যক্তনহইতে উৎপন্ন, এবং সঙ্কর জাতি ইস্‌মায়েলহইতে উৎপন্ন হয়। ইস্‌মায়েল এক জন ইব্রীয় লোক ছিলেন, ফলতঃ তিনি ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র †। আরব দেশীয় কোরেশ জাতীয়েরা ইস্‌মায়েলের বংশ বলিয়া অহঙ্কার করে। কুশ জাতীয়েরা হাবেশ নামক স্বদেশহইতে অনেক লোককে আরব দেশে বাস করিতে পাঠাইয়াছিল।

বেদুইন জাতিরা স্বাধীনতা প্রিয় জ্ঞান করিয়া শিলাময় পর্ব্বতে ও নির্জ্জন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে। তাহারা কহে, পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে মুকুটের পরিবর্ত্তে পাগড়ি, কিল্লার পরিবর্ত্তে খড়্গ, গৃহের পরিবর্ত্তে তাম্বু,

---

* আদি ১০ অধ্যায়ের ২৫ পদ।

† ইস্‌মায়েলের বিষয় আদি পু. ১৬। ১৫, ১৬। আর ১৭। ২০। এবং ২১। ১৩—১৮, ও ২৫। ১৩—১৬ ও ১৯ অধ্যায়ের ১২ পদ দেখ।

এবং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে কবিতা, এই চারি প্রধান বস্তু দিয়াছেন। তাহারা ব্যবস্থা মতে না চলিয়া চৌর্য্য কর্ম্মেই কালযাপন করে; আর ভারতবর্ষীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ ঠগ জাতির ন্যায় পথিকগণের ধনলুণ্ঠন বৃত্তিকেই সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম জ্ঞান করে। ইস্মায়েল স্বপিতা ইব্রাহীমের তাম্বুহইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রান্তরে যেরূপে বাস করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহারাও আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বদা প্রান্তরে বাস করে।

বেদুইন লোকেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক আতিথেয় ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে। যে পথিক লোকেরা একবার তাহাদের লবণ খাইতে পায়, অর্থাৎ তাহাদের সহিত আহার করিতে পারে, তাহারা নির্ভয়ে থাকে। পথিক লোক তাম্বুর নিকটবর্ত্তী হইলে বেদুইনেরা আতিথ্যের নিমিত্তে পরস্পর বিবাদ করে। নেজেদ দেশীয় লোকেরা পথিকদিগকে অতিথি করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহাদিগের মস্তকে ঘৃত ঢালিয়া * দেয়, এবং রাত্রিকালেও পথিক লোকেরা তাহাদিগের বাসা দর্শন করিতে পারে, একারণ তাহারা পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখে। পথিক লোক তিন দিবস পর্য্যন্ত এক স্থানে অতিথি হইয়া থাকিতে পারে, তৎপরে থাকিতে হইলে তাহাকে গৃহের কর্ম্মে সহায়তা করিতে হয়।

আরব দেশের প্রান্তরবাসি বেদুইন জাতির বিষয় অবগত হইলে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বেদুইন লোকেরা মক্কা, কাহিরা, অথবা আলেপো ইত্যাদি তীর্থস্থানে গমন কালে নগর ও গ্রাম সকলের প্রান্তভাগে

---

* মথি ২৬ অধ্যায়ের ৭ পদ।

অনাবৃত স্থানে গিয়া থাকে, মৃত্তিকা গৃহে বাস করা অপমানের বিষয় বোধ করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল, ফলতঃ নগরের মধ্যে অনেক লোকের বাস হেতুক নানা প্রকার বাস্প ও দুর্গন্ধ তথাহইতে নির্গত হওয়াতে তাহারা তথায় বাস করিতে ঘৃণা করে।

স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দেওনের রীতি তাহাঁদের মধ্যে সাধারণরূপে চলিত ছিল, তাহাতে কখন২ পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেহ২ পঞ্চাশ বিবাহ করিত; কিন্তু বহু নারীর ভরণ পোষণ করিতে অনেক ব্যয় হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা প্রায় অনেক বিবাহ করিত না। বেদুইন লোকেরা অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত, একারণ পরস্পর ঈর্ষ্যা করত ভুরি২ যুদ্ধ উপস্থিত হইত; কিন্তু তাহারা প্রতি বৎসরের মধ্যে চারি মাস যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিত, এবং ঐ কএক মাস অতি পুণ্যার্হ বোধ করিয়া বড়শার ফলা খুলিয়া রাখিত; সে সময়ে কেহ যদি আপন পিতা মাতার ঘাতকেরও সহিত সাক্ষাৎ করিত, তবে তাহার প্রতি কোন হানি করিত না। বেদুইনদিগের পুর্ব্ব পুরুষের রীত্যনুসারে যেরূপ শাসন চলিত ছিল, এক্ষনেও চীন দেশে সেইরূপ প্রচলিত আছে; অর্থাৎ তাহাদিগের কর্ত্তা বা পুরোহিত বাটীর পরিবারের শাসন করিয়া থাকেন; এইরূপে আয়ুব ইব্রাহীম এবং নোহ আপন২ পরিবারকে শাসন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও আরব দেশে কোন রাজা নাই, একারণ সমুদয় পরিবারের প্রধান২ লোক সকলে একত্র হইয়া এক মান্য ব্যক্তিকে বংশের কর্ত্তা করিয়া নিযুক্ত করে।

বেদুইন্ লোকেরা চিরকাল স্বাধীন * হইয়া আসিতেছে। অনেক দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে জয় করিতে বার ২ উদ্যোগ করিলেও সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে; কারণ বেদুইনদের অশ্ব ও উষ্ট্র অতি দ্রুতগামী, ঐপ্রযুক্ত তাহারা ৮ দিবসের মধ্যে ২৫০ ক্রোশ গমন করিতে পারিত, এবং কোন্ স্থানে পলায়ন করিয়াছে শত্রুরা ইহার কিছু অনুসন্ধান পাইত না; আর শত্রুগণ বিদেশীয় লোকপ্রযুক্ত কূপেরও উদ্দেশ করিতে পারিত না, সুতরাং জলাভাবে তাহারা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া প্রাণে মারা পড়িত। মিসর দেশীয় ও মাদীয় এবং পারস্য লোকেরা বেদুইন-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বৃথা চেষ্টা করিত, এবং তদ্রূপে মাদীয়েরাও যুদ্ধে নিরর্থক কালক্ষেপ করিত; কিন্তু মহম্মদ বেদুইনদিগকে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনিয়া তাহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

মূসা ও আয়ূবের সময়ে যে রীতি আরবীয় প্রান্তরে চলিত, তাহা অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় তাবৎ দেশে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, মুসলমান, পর্টুগীস, ইংরাজ ইত্যাদি নানা লোকদের বসতি হইয়াছে, কিন্তু আরব দেশে কেবল এক জাতির বাস আছে। ইব্রাহীমের সময়ের পূর্ব্বাবধি তথায় ত্বক্‌ছেদের রীতি চলিত আছে। আরবীয় লোকেরা দাড়ি রাখে, এজন্য ক্ষৌরকর্ম্ম অতিশয় অপমান বোধ করে। তাহারা নিজ বংশাবলীর বিষয়ে অত্যন্ত অহঙ্কার করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে মহম্মদের বংশজাত লোকেরা শরীফ পদবীতে বিখ্যাত, এবং সবুজ্ বর্ণের পাগড়ি মস্তকে দেয়।

* ইহাতে এই ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইল, "সে নিজ ভ্রাতৃগণের সম্মুখে বসতি করিবে।" আদি পু। ১৬। ১২।

বেদুইন লোকেরা প্রান্তর মধ্যে অনেক দিন কাল যাপন করাতে তাহাদের দর্শনাদি ইন্দ্রিয় সকল অতিশয় প্রবল হয়। তাহারা অন্য আরবীয় লোকদের পদচিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারে যে উহারা আমাদের বংশজ কি না; আর উহারা ভারবাহী কি পরিশ্রান্ত, এবং অল্প দিন বা অধিক দিন ঐ পথ দিয়া গমন করিয়াছে কি না; আর উহারা আপনাদের উষ্ট্রে চড়িয়াছে কি না; ও সেই উষ্ট্র ভারগ্রস্ত কি না, আর দুই তিন জন উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছে কি না ইত্যাদি। তাহারা আপনাদের কোন উষ্ট্র চুরি গেলে পাঁচ ছয় দিনের পথ পর্য্যন্ত তাহার পদচিহ্ন দেখিয়া জানিতে পারে, যে ইহা আমাদের উষ্ট্রের চিহ্ন কি না; এবং এক শত উষ্ট্রের পদচিহ্নের মধ্যহইতে আপনাদের উষ্ট্রের পদচিহ্ন চিনিতে পারে। বেদুইন লোকেরা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত জল পান না করিয়াও অবিশ্রান্ত চলিতে পারে। তাহারা খর্জ্জুর মাখন কলাই ময়দা ইত্যাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; এবং বসন্ত রোগ না জন্মে, একারণ বঙ্গ দেশীয় লোকদের ন্যায় পূর্ব্বকালাবধি টীকা দিয়া থাকে।

যেমন পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরের জলে সন্তান নিক্ষেপ করার প্রথা ছিল, সেই মত পাছে আত্ম বালিকারা ভ্রষ্টা বা দরিদ্রা হয়, এই ভয়ে কোন ২ বেদুইন লোকেরা তাহাদিগকে জীবন থাকিতেও কবর দিত। সুতরাং কন্যা জন্মাইলেই সকলে অমঙ্গল জ্ঞান করিত। তাহারা তাহাদের মধ্যে কোন ২ বালিকাকে প্রান্তরে মেষগণ চরাইতে নিযুক্ত এবং কাহাকেও ৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই জীবন সত্ত্বে কবরস্থ করিত। বেদুইনদের মধ্যে অনেক প্রকার কল্পিত ধর্ম্ম চলিত ছিল; যথা, তাহারা ভূতের

ভয় নিবারণার্থে শশারুর পা আত্ম গলদেশে ধারণ করিত; বং যাত্রিক লোকেরা নগরদ্বারে উপস্থিত হইলে মড়কের ভয় বারণার্থে দশ বার গাধার ন্যায় শব্দ করিত।

বেদুইন লোকদের মধ্যে সকলই বিপরীত; যথা, তাহাদের গৃহ নাই, ও তাহারা নির্জ্জল এবং অনুর্ব্বরা প্রান্তর ভূমিতে বাস করে, তথাপি আপনাদের দেশকে অতিশয় ভাল বাসে। তাহারা সর্ব্বদাই যাত্রিদিগের লুট করে এবং তাহাদিগকে অতিথি সেবাও করিয়া থাকে। তীর্থযাত্রা করণ সময়ে তাহারা ধর্ম্ম ও ব্যবসায় করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তিদ্বারা অপমানিত হইলে তাহারা প্রতিহিংসা করে, কিন্তু যদি কোন লোক তাহাদের এক জন বন্ধু বান্ধবকে বধ করে, তবে টাকা পাইলে সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকে। মুসলমান হইলেও তাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি বড় উৎসাহ প্রকাশ করে না; ফলতঃ তাহারা কহে, আমাদের প্রান্তরে জল নাই; অতএব আমরা কী প্রকারে ধর্ম্মার্থে স্নান করিব? এবং আমাদের অর্থ নাই, আমরা কী প্রকারে দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিতে পারি? আমরা রম্জান মাসে কেন উপবাস করিব? আমাদের সকল দিন প্রায় উপবাসেই যায়; এবং পরমেশ্বর সর্ব্বস্থানেই আছেন; অতএব আমরা কেন তীর্থ করিতে মক্কা নগরে যাইব?

বেদুইন লোকেরা প্রান্তরবাসী হইলেও অতি শুদ্ধ রূপে দেশ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে মেষপালক ও অন্যান্য নীচ জাতীয় লোকেরাও সাধুভাষা কহে। কথিত আছে; ঐ ভাষায় সিংহের ৫০০ নাম, ও খড়্গের ১০০০ ও মধুর ৮০ ও সর্পের ২০০ নাম হয়। যেমন বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃতের

মাতৃত্ব সম্বন্ধ থাকে, সেই মত আরবীয় ভাষার সহিত হিব্রু ভাষার সম্পর্ক আছে। মহম্মদ আরবীয় সাধুভাষায় কোরান রচনা করাতে আরবীয় লোককর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় আরবীয় লোক সকলে কবিতা ভাল বাসে। তাহাদের এক কবিতায় এই কথা লেখে, 'গদ্যেতে রচিত কথা সকল কতক গুলিন ছিন্ন ভিন্ন মণির ন্যায় হয়, কিন্তু পদ্য রচনায় বদ্ধ কথা মুক্তামালার ন্যায় শোভা পায়।' পুত্রের জন্ম, ঘোটকের প্রসব, অতিথির আগমন, ও প্রথম কবিতা রচনা, এই চারি ঘটনার উপলক্ষে আরবীয় লোকদের প্রধান উৎসব হয়। কোন ব্যক্তি যখন প্রথম কবিতা রচনা করে, তখন সে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করায়; সেই সময়ে স্ত্রীলোকেরা গান ও বাদ্যধ্বনি করিয়া থাকে, এবং তাবৎ প্রতিবাসিরা একত্র হইয়া আহ্লাদ আমোদ করে।

মহম্মদের পূর্ব্বে আরব ও তন্নিকটস্থ দেশ সকলে নানাবিধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকেরা পরস্পর তর্ক বিতর্ক করিত, ইহা দেখিয়া মহম্মদ নিজ ধর্ম্ম তথায় প্রচার করিতে লাগিলেন। প্রাচীন মতের যে সকল দোষ তাহা প্রায় তাঁহার নূতন মতে নাই। সে দেশে পূর্ব্বকালাবধি প্রতিমাপূজা ও মৃত মনুষ্য-দের অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল, কিন্তু মিসর দেশীয়দিগের ন্যায় তাহারা কুকুর ও বিড়াল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি পূজা করিত না; কেবল আরবীয় লোকদিগের মধ্যে এক জাতি পিষ্টক ও পিণ্ড পূজা করিত। কাবা মন্দিরে ৩৬০ প্রতিমা ছিল, এই নিমিত্তে প্রতিদিন এক ২ প্রতিমার গণনানুসারে বৎসরের সংখ্যা

হইত। প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষে ও আরব দেশে নক্ষত্রাদির পূজা সভ্যতারূপে গণিত ছিল *। ইহার বিষয় ইতিহাসে লেখা আছে, যে সূর্য্যের অর্চ্চনার্থে বাবেল শহরে উচ্চ এক গৃহ নির্ম্মিত ছিল, এবং অতিশয় বুদ্ধিমান কোন ২ প্রাণিগণ সূর্য্যেতে ও নক্ষত্রেতে বাস করে, প্রথমে এমত বোধ ছিল, এই কারণ আরবীয় লোকেরা ঐ সকল প্রাণিকে মান্য করিত। কিছু কাল পরে তাহারা তাহাদিগের পূজা এবং শেষে তাহাদিগের বাসস্থানীয় নক্ষত্রগণকেও অর্চ্চনা করিতে লাগিল। কস্দীয় মেষপালকগণ প্রান্তরে থাকিয়া রাত্রিকালে আপন ২ পালের প্রহরি কর্ম্ম করিত; তাহারা নক্ষত্রাদি দেখিয়া তাহাদিগের কাছে রক্ষার্থে প্রার্থনাদি করিত। কালক্রমে এই ধর্ম্ম আরব দেশের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। মক্কাস্থ লোকেরা শনি নামে দেবতাকে আর অন্য স্থানের লোকেরা মঙ্গল ও বৃহস্পতিকে পূজা করিত; কিন্তু সকল আরবীয় লোকেরা দিগ্‌দর্শক নক্ষত্রগণকে অর্চ্চনা করিত। মাজুসি নামক অগ্নিপূজকেরা অনাদি পরমেশ্বরকে অগ্নিরূপে পূজা করিত। তাহারা প্রতিমা পূজা গ্রাহ্য করিত না; এই ধর্ম্ম পারস্য দেশহইতে আরব দেশে আনীত হইয়াছিল। অগ্নিপূজা বিধি ক্রমে ২ নাশ হওয়াতে দানিএল মুনির দাস যোরয়াষ্টর নামে এক ব্যক্তি পুনশ্চ তাহা স্থাপিত করিলেন। বৌদ্ধ ও মুসলমানদের ন্যায় ঐ ধর্ম্মে কোন পুরোহিত নাই।

পরমেশ্বরের প্রতিনিধি জগতে আসিবেন, ঐ মতাবলম্বিদের এমত প্রত্যাশা ছিল, একারণ মাজুসিরা পূর্ব্বদিগহইতে যীশু

---

* আয়ূব পুস্তকের ৩১ অধ্যায় ২৬ পদে।

খ্রীষ্টের জন্মকালে বৈৎলেহম নগরে আসিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। মথির ২ অধ্যায় দেখ।

মানিস নামক পারস্য দেশীয় এক ব্যক্তি খ্রীষ্টিয়ান ও দেবপূজকদের ধর্ম্ম দুই মিশ্রিত করিয়া মানিকীয় নামে এক নূতন মত স্থাপিত করিয়াছিল। খ্রীষ্ট কহিয়াছিলেন, "আমার পরে এক জন সহায় আসিবেন;" মানিস সকলের নিকটে আপনাকে সেই সহায় জানাইয়া ঐ মত বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করিল; তাহাতে যীশু খ্রীষ্ট, যোরয়াষ্টর ও বুদ্ধ এই সকল পরমেশ্বরের অবতার বলিয়া লিখিত আছে। মানিস আরও এই শিক্ষা দিত, যে ভাল ও মন্দ এই দুই পদার্থ অনাদি। ইহা কখন সত্য হইতে পারে না, কারণ কেবল পরমেশ্বরই অনাদি; তাঁহার ন্যায় কোন বস্তু স্বাধীন নাই। মাজুসিয় পুরোহিতেরা বোধ করিত, যে পারস্য দেশ স্বধর্ম্ম রক্ষার প্রধান স্থান; অতএব তাহারা অন্য ধর্ম্ম প্রবেশে সম্মত না হইয়া খ্রীষ্টীয় ২৭২ শকে মানিসকে ধরিয়া জীবিত অবস্থাতে তাহার চর্ম্ম ছাড়াইয়া বধ করিল। তথাচ তাহার ধর্ম্ম ইউরপ ও আশিয়া দেশের অনেক স্থানে অতিশয় বিস্তারিত হইয়াছিল। মানিসের মৃত্যুর ২০০ বৎসর পরে মাজডিলক নামক এক প্রবঞ্চক আপন ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সিদ্ধ করিতে না পারাতে মাজুসিদের পুরোহিতকর্ত্তৃক হত হইল।

খ্রীষ্টের পরে তৃতীয় শতাব্দে সামসাত্তা নগরনিবাসী পৌল নামে এক জন যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মিশ্রিত এক নূতন ধর্ম্ম পারস্য দেশে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

নিবূখদনিৎসরের সময়ে যিহূদীয় লোকেরা দেশান্তরিত হইয়া

খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দের পূর্ব্বে বাবিলন দেশে বাস করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দেতে য়েমেন দেশের রাজা অগ্নিপূজক হোতৃদিগের মধ্যে যিহূদীয় ধর্ম্ম প্রবেশ করাইল। যিরূশালম রোমীয়দিগের কর্তৃক নষ্ট এবং তাহাদিগের মন্দির সমূলোৎপাটন হওয়াতে অনেক যিহূদীয় লোক আরব দেশের প্রান্তরে পলায়ন করিল। তাহারা অনেকেই ক্রীতদাস হইয়া দেশ বিদেশে গেল; এই রূপে যিহূদীয়েরা জগতের সর্ব্বত্রেই ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের অহঙ্কার কিছুমাত্র ন্যূন হয় নাই। মসীহ্ নামে ত্রাণকর্ত্তা আসিয়া আমাদিগের পক্ষ হইয়া পৃথিবীস্থ সকল দেশ জয় করিবেন, তাহাদিগের এমত আশা ছিল; একারণ অনেক প্রতারক সময়ানুক্রমে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিল। তাহারা আপনাদিগকে ইব্রাহীমের প্রধানা স্ত্রীর বংশ বলিয়া শ্লাঘা করিত, এবং আরবীয়গণকে তাঁহার ক্রীতা দাসীর বংশ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিত; অতএব যখন মহম্মদ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আমাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া স্বীকার কর, তখন তাহারা বলিল; মুক্ত লোকদিগকে ক্রীতদাস কী রূপে শিক্ষা দিবে? ইহা কহিয়া যিহূদীয়েরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল।

খ্রীষ্টীয় শকের পঞ্চম শতাব্দেতে নেজরান দেশের ২০,০০০ খ্রীষ্টিয়ানেরা যিহূদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে অনিচ্ছুক প্রযুক্ত য়েমেন দেশের রাজা নুমস তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করাইয়াছিল; এই হেতুক তাহার নাম অগ্নিকুণ্ডের প্রভু হইল। হাবেশ দেশের রাজা ইহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ৭০০০০ সেনাগণকে ৬০০ জাহাজে আরোহণ করাইয়া য়েমেন দেশ আক্রমণ করিলেন,

তাহাতে মুনস রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুফ সাগরে আপন ঘোটক চালাইয়া মগ্ন হইল। পরে হাবেশ লোকেরা য়েমেন দেশকে অধিকার করিল। মক্কা মন্দিরের পরিবর্ত্তে সানা নগরের মন্দির তীর্থস্থান হইবে, এই তাহাদিগের মানস ছিল।

খ্রীষ্টীয় ৫৭০ সালে হাবেশ লোকেরা মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গেলে এক মহামারী ভয় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা প্রত্যাগমন করিল; কিছু দিন পরে পারস্য লোকেরা হাবেশীয়-দিগকে য়েমেন দেশহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল; হাবেশীয়েরা কেবল ৭২ বৎসর য়েমেন দেশে রাজত্ব করিল। যিহূদীয় লোকেরা য়েমেন দেশে ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল; এডন নগর তাহাদের প্রধান বাণিজ্য স্থান; তথাহইতে তাহারা হাবেশ দেশে ও ভারতবর্ষে গিয়া বাণিজ্য করিত। এক্ষণে দুই লক্ষ যিহূদীয় লোক য়েমেন দেশে বাস করিতেছে; তাহারা মূসার ব্যবস্থা এমত দৃঢ়রূপে পালন করিয়া থাকে যে শনিবারে কেহ রন্ধন করে না, এবং ঐ দিনে গৃহে অগ্নি লাগিলে কেহ তাহা নির্ব্বাণ করে না।

খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পর পঞ্চাশ দিনে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যিরূ-শালম নগরে প্রথমে প্রচার হয়; তৎকালে কতকগুলি আরবীয় লোক ঐ নগরে * উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রথমে সাধু পৌল কর্ত্তৃক আরব দেশে প্রচলিত হয়। তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী হইলে পর ঐ দেশে তিন বৎসর বাস করিলেন। সাধু থোমা হাদ্রমৎ দেশে সুসমাচার প্রচার করিলেন।

* প্রেরিতদিগের ক্রিয়া পুস্তকের ২ অধ্যায় ১১ পদ।

এবং সাধু পিতর বাবিলন নগরে কিছু কাল বাস করিলেন। ঐ নগরে অনেক খ্রীষ্টীয় বিদ্যালয় ছিল।

হিরা দেশের রাজা মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া দুই জন বন্ধুকে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল; পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জানিল যে সে আদেশ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে অতি দুঃখিত হইয়া রাজা তাহাদের স্মরণার্থক দুই স্তম্ভ গাঁথিতে আজ্ঞা করিল, এবং প্রতিবৎসরে দুই দিন তথায় গিয়া উৎসব করিত। প্রথম দিনে রাজা যাহার মুখ অগ্রে দেখিত তাহাকে সেই স্থানে বলিদান করিত। একবার যাহার বাটীতে পূর্ব্বে রাজা অতিথি হইয়াছিল, এমত এক আরবীয় লোকের মুখ দেখিল; রাজা প্রতিভূ লইয়া ঐ আরবীয়কে এক বৎসরের নিমিত্তে অবকাশ দিল। পরে নিয়মিত কাল অতীত হইলে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রতিভূকে বলি দিতে আজ্ঞা করিল; তৎকালে ঐ ব্যক্তি আপনি উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, হাঁ তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করিলা! তখন সে ব্যক্তি এই মাত্র উত্তর করিল, আমি খ্রীষ্টিয়ান। ইহা শুনিয়া রাজা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া প্রজাগণের সহিত তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হইল।

যিহূদা দেশস্থ অনেক খ্রীষ্টীয় লোক তাড়না হেতুক আরবীয় প্রান্তরে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কতক খ্রীষ্টিয়ানেরা মহম্মদের জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে সূফ সাগরের তটে মঠ বানাইয়া তাহাতে থাকিত। সূফ সাগরের উপর এক শিলা বাড়িয়াছে তাহাতে আন্তনি নামক এক ব্যক্তি প্রথম মঠ স্থাপন বাস করিত। তাহার ১০,০০০ শিষ্য ছিল; তাহাদের শয্যা মাদুর, ও বালিশ

তালপাতা ছিল। তাহারা লিবিয়া দেশের প্রান্তরে ও দক্ষিণ মিসরে বাস করিত; পরে তাহারা তথাহইতে হাবেশ ও য়েমেন দেশে থাকিয়া মক্কা ও সুরিয়া ও আরবদেশের উত্তর অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারি করিত; এবং কেহ২ ভারতবর্ষ ও চীন দেশ পর্য্যন্ত গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিল। কথিত আছে, এক জন মঠবাসী চীন দেশ-হইতে তুতপোকা ইউরূপ দেশে লইয়া গেল।

খ্রীষ্টীয় শকের দ্বিতীয় শতাব্দের শেষে সিকন্দরিয়া নগরের বিশপ (অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ) পন্তিয়স্ নামে এক জনকে য়েমেন দেশে সুস-মাচার প্রচার করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩৪৩ সালে কনষ্টান্স নামক সম্রাট ভারতবর্ষের বিশপ থিয়ফিলসকে য়েমেন দেশে প্রেরণ করিলে তথাকার রাজা তাঁহাকে তিন মন্দির-নির্ম্মাণ করিতে অনু-মতি দিল; তাহার মধ্যে এক মন্দির এডন নগরে স্থাপিত হয়।

সিকন্দরিয়া নগরবাসী অরিজন নামক এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা তৃতীয় শতাব্দেতে আরবীয় নৃপতির আহ্বান অনুসারে সেই দেশে গমন করিলেন। ঐ গ্রন্থকর্ত্তার প্রবৃত্তিদ্বারা রাজা ও তাঁহার অনেক প্রজালোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; কিন্তু তথাকার খ্রীষ্টিয়ান লোক অনেকেই প্রকৃত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নানা পাষণ্ড মত গ্রহণ করিত। যথা; নাজরীন ও এবিয়ন লোকেরা যিহূদীযদের ব্যবস্থা ও রীতি পালন করিয়া যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত; নেষ্টোরিয়ানেরা খ্রীষ্টের দুই পৃথক স্বভাব স্বীকার করিত; মনফুসীয়েরা তাঁহার এক স্বভাব মাত্র স্বীকার করিত; কলিরিদীয়ানেরা মরিয়ম কুমারীকে পূজা করিত। এরিয়ানেরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত; ইহাদিগের মত পৃথিবীর অনেক স্থলে বিস্তৃত হইল, তাহাতে রোমীয়দের

কোন২ নৃপতিও তাহা গ্রহন করিলেন। দোসীতী মতাবলম্বিরা কহিত যে যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত শরীর নাই, কেবল প্রেতের ন্যায় এক শরীর আছে, এবং তিনি যথার্থরূপে ক্রুশ যন্ত্রের যন্ত্রণা সহ্য করেন নাই। বোধ হয় দোসীতীদের নিকটে মহম্মদ এই মত জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সোর নগরের মেরোপিয় নামে এক জন বনিক্ ও তাহার ভ্রাতৃ-পুত্র দুইজনই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; পরে মেরোপিয় হত হইলে তাহার ভ্রাতৃপুত্র হাবেশ দেশের রাজার সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইল; তাহার সৎ আচার ব্যবহার ও কথোপকথনদ্বারা সেই দেশের অনেক লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পরে সে সিকন্দরিয়া নগরে গমন করাতে বিশপ আথানেসিয়স তাহাকে বিশপ পদে নিযুক্ত করেন। তাহার চেষ্টায় এমত ফল দর্শিল, যে হাবেশ দেশের রাজা ও তাহার প্রজাগণ প্রায় সকলেই খ্রীষ্টিয়ান হইয়া উঠিল।

মহম্মদের জন্মের সময়ে অনেক দেশ অজ্ঞানতারূপ কূপে মগ্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের মধ্যেও অনেকে উত্তমরূপে লিখিতে কি পড়িতে জানিত না; বরং তাহারা লেখা পড়াতে তাচ্ছল্য করত কেবল ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক করিয়া কাল যাপন করিত, তাহাতে তাহাদিগের ক্রোধ ও লোকদের প্রতি হঠাৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-ঘোষকেরা ধনী হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইল, এবং সর্ব্বদা সুখ ও পরাক্রম আকাঙ্ক্ষা করিত। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী দরিদ্র হইলে প্রায় যথার্থ ধর্ম্মিষ্ঠ থাকে। খ্রীষ্টিয়ানেরা তৎকালে তর্কবিতর্কে আসক্ত হওয়াতে ধর্ম্মের যে সার, অর্থাৎ প্রেম ও নম্রতা-তাহাই বিস্মৃত হইল।

মহম্মদ ঐ সকল ভিন্ন২ মত দেখিয়া ও তর্কবিতর্ক শুনিয়া

পৌত্তলিক ও যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মহইতে এক নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে মানস করিলেন; অতএব তিনি কাবা মন্দিরে পূজার বিধান করিয়া ঐ স্থানকে প্রধান তীর্থ বলিয়া জানাইলেন; এবং মূসার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মপুস্তকের অন্তর্ভাগহইতে অনেক বিষয় সংগ্রহ করিলেন; এই রূপে খ্রীষ্টীয় ও যিহূদীয় ধর্ম্মের অনেক কথা লইয়া মহম্মদ কোরানে লিখিলেন। ফলতঃ তিনি কহিতেন, আমার এ ধর্ম্ম নূতন নহে, ইহা অতি প্রাচীন।

পূর্ব্বে নৃপতিরা বিদ্যার আলোচনায় প্রজাদিগকে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু মহম্মদের সময়ে কোন বিদ্যার আলোচনা না থাকাতে লোক সকল কেবল অজ্ঞানতায় মগ্ন ছিল। গথ্ ও বাণ্ডাল লোকেরা বর্গিদের ন্যায় দেশ লুট করিয়া কাল ক্ষেপ করিত; এই নিমিত্তে সাধারণ প্রজাগণ বিদ্যার আলোচনা করিতে পারিত না; কেবল খ্রীষ্টীয় মঠে তাহার আলোচনা হইত।

রোম দেশের রাজারা ১২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জগতের প্রধান ২ দেশ শাসন করিয়া মহম্মদের সময়ে ক্রমে২ রাজ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিল। তাহারা ইউরপ দেশ সমুদয় জয় করিয়াছিল, কিন্তু সৈন্যের অভাব প্রযুক্ত তাহা অধিকারে রাখিতে পারিল না। রোমীয়েরা পারস্য লোকদের সহিত অনেক কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহম্মদের যৌবনাবস্থা।

পৃথিবীতে ৮০ আশি কোটি লোক বাস করে; তাহার মধ্যে ২০ কোটি খ্রীষ্টিয়ান, ৪০ লক্ষ যিহূদীয়, ৪৫ কোটি দেবপূজক ও

বৌদ্ধ, এবং ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ মুসলমান হয়। তাবৎ মুসলমানেরা মহম্মদকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মান্য করে। পূর্ব্বকালে মহম্মদের সৈন্যগণদ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম ফ্রান্স দেশের পশ্চিম ও আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সকল ও পারস্য দেশ এবং ভারতবর্ষ ও আশিয়ার সমীপস্থ দ্বীপসমূহ, ও কাল সাগরের দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত প্রচারিত ছিল; অদ্যাপিও প্রায় ঐ সকল দেশে তাঁহার মত প্রচলিত আছে। যিনি ঐ ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তাঁহার আচার ব্যবহার ও স্বভাবের বিষয় সকলের কিঞ্চিৎ জানা উচিত। অন্যান্য সেনাপতিরা কেবল দেশ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু মহম্মদ মনুষ্যগণের মনকেও বশীভূত করিয়া এক নূতন ধর্ম্মের সংস্থাপক হইলেন। একাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত আশিয়া ও আফ্রিকার সভ্য প্রদেশ সকলে ঐ ধর্ম্ম চলিত আছে। বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত যিনি ব্যবসায়ির কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া যৌবনাবস্থায় কোন প্রকার বিদ্যাতে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন না, তিনি কোটি ২ মনুষ্যের শরীর ও আত্মার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া জয়িদের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে গনিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মবিষয়ক বলিয়া একাদশ শত বৎসরাবধি প্রসিদ্ধরূপে চলিতেছে, ইহা অতি আশ্চর্য্য। খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রবৃত্তি ও ঘোষণাদ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্ম বিস্তার করেন, কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্ম বলে ও ছলে বিস্তারিত হইয়াছে।

ইস্মায়েলহইতে উৎপন্ন কোরেস নামে এক উৎকৃষ্ট জাতি পুরুষানুক্রমে মক্কানগরস্থ কাবা নামক প্রধান মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত। তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্তে মক্কা নগর স্থাপন করিয়া অনেক কালাবধি স্তাম্বুল, হাবেশ ও পারস্য দেশে

যাইয়া ব্যবসায়াদি করিত। মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রভৃতি মক্কাস্থ কুলীনেরাও সেই কর্ম্ম করিতেন।

ঐ বংশে ইং ৫৭১ সালে এপ্রিল মাসের ত্রয়োদশ তারিখ সোমবারে মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মাতার আর সন্তান ছিল না। মহম্মদের জন্মের দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতা আবদুল্লা সুরিয়া দেশের অসা নামক নগরে বাণিজ্য করিয়া প্রত্যাগমন কালে মদীনা নগরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর মাত্র ছিল। মহম্মদ আপন পিতার দানপত্রানুসারে পাঁচ উষ্ট্র ও এক হাবেশ দেশীয় ক্রীতাদাসী আর এক গৃহ অধিকার করিলেন। তাঁহার মাতা আমীনা পতিবিয়োগে অতিশয় শোকার্ত্তা হওয়াতে ক্রমে২ অসুস্থা হইতে লাগিল; এবং কখন২ তন্দ্রাবস্থায় আপনাকে ভূতাবিষ্ট বোধ করিত, এজন্যে যেমন পল্লিগ্রামস্থ হিন্দুরা আপন২ শিশুগণকে ভূতাবেশহইতে রক্ষা করণার্থে তাঁহাদের কোমরে চাবি রাখে, তদ্রূপ তাহার বন্ধুরা তাহাকে গলে ও বাহুমূলে লৌহখণ্ড ধারণ করিতে পরামর্শ দিত। আলি বেন্ য়িজিড্ কহেন, যে মহম্মদ আপন মাতার ক্ষীণাবস্থা হেতুক আজন্মকাল অবধি অসুস্থ শরীরবিশিষ্ট ছিলেন।

মুসলমান ইতিহাসরচকেরা লিখেন, যে মহম্মদের জন্মকালে তাঁহার মাতা আপন শ্বশুর আবদুল্ মতালবকে ডাকাইয়া কহিয়াছিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি আমার শরীরহইতে এক নূর (অর্থাৎ তেজঃ) নির্গত হইয়া সুরিয়া দেশস্থ বস্র নগরের সকল অট্টালিকায় উঠিল। আবদুল মতালব স্বীয় পৌত্রের জন্মের পর সপ্তম দিবসে ভোজের নিমিত্তে অনেক উষ্ট্র হত করিলেন; পরে ঐ শিশুকে

ক্রোড়ে লইয়া কাবা মন্দিরের মধ্যস্থানে হোবাল নামক প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐশ্বরিক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন, এবং বালকের নাম মহম্মদ (অর্থাৎ প্রশংসিত) * রাখিলেন।

মক্কা নগরস্থ কাবা নামক প্রধান মন্দিরে কৃষ্ণবর্ণ এক প্রস্তর ছিল। মুসলমানেরা বোধ করিয়া থাকে, যে ঐ প্রস্তর প্রথমে স্বর্গে শুক্লবর্ণ ছিল, কিন্তু মনুষ্যেরা পাপ করাতে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পড়িয়াছিল। আর ইহাও বলে, ঐ পাথর যে স্থানে পতিত হয়, আদম ভারতবর্ষহইতে তথায় যাইয়া প্রতি-বৎসর সেই প্রস্তরকে বেষ্টন করিতেন; এবং জলপ্লাবনের সময়ে ঐ মন্দির ভগ্ন হইলে ইব্রাহীম তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন; আর ইস্মায়েল বংশীয়েরা উলঙ্গ হইয়া ঐ মন্দিরকে বেষ্টন করিত। খ্রীষ্টের ৪৪৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন মক্কাতে লোকদের বাস ছিল না, তখন আরবীয়েরা তথায় যাইয়া ঐ প্রস্তর পূজা করিত; পরে তাহারা মক্কাহইতে অন্য এক প্রস্তর আনিয়া আপনাদের তাম্বুতে স্থাপন করিয়া পূজা করিত।

রামচন্দ্র কেবল অযোধ্যার রাজা ছিলেন, এবং কৃষ্ণও সেই রূপ দ্বারকার রাজা ছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা ইহাদের উভয়ের নানাবিধ কাল্পনিক অদ্ভুত কর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিয়াছে; মুসলমান গ্রন্থকারেরাও যীশু খ্রীষ্ট এবং মূসার জন্মের সহিত, মহম্মদের জন্মের তুলনা করণের আশয়ে তাঁহার জন্ম বৃত্তান্তের

* মহম্মদ কহিতেন, যীশু খ্রীষ্ট সহায় আসিবার যে প্রতিজ্ঞা করেন, ঐ সহায় আমি; যেহেতুক তাহার নাম ও আমার নামের একই অর্থ। কিন্তু ইহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না; কেননা মহম্মদ শব্দের অর্থ সহায় নয়, কিন্তু প্রশংসিত।

মধ্যে অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম লিখিয়াছেন, যথা; পারস্য দেশীয় সাবা হ্রদের সমুদায় জল শুষ্ক হওয়াতে কিছু দিন পরে তথায় এক নগর সংস্থাপিত হইল; এবং ভূমিকম্পদ্বারা খস্রু নামক পারস্য দেশীয় রাজার অট্টালিকা চালিত হইয়া পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালীন হিন্দুলোকদের ন্যায় পারস্য দেশীয় লোকেরা সূর্য্য ও অগ্নিকে পূজা করিত, তাহাদের যে পবিত্র অগ্নি এক সহস্র বৎসরাবধি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সে ঐ দিনে নির্ব্বাণ হয়। নক্ষত্র মধ্যস্থ ভূতগণ নিজ বাসস্থানহইতে * বহিষ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে এবং দৈববাণী প্রকাশ করিতে শক্তিহীন হইল। ইবন্ ইসহাক্ ও ওয়াকিদী লেখেন যে মহম্মদ জন্মকালে প্রণাম করিয়া স্বর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "পরমেশ্বর মহান্ ও অদ্বিতীয়; আমি তাঁহার ভবিষ্যদ্বক্তা।" ইহা মহম্মদ স্বয়ং কিছু কহেন নাই; পরন্তু যে রূপ কৃষ্ণের বিষয়ে হিন্দুরা কহিয়া থাকেন, সেই রূপ তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানেরা তাঁহার বিষয় এ সকল গল্প প্রকাশ করেন।

মহম্মদের মাতা আমীনা শরীরের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত স্বকীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতে অশক্তা হইলে, তাহার বেদুইন ধাত্রী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে প্রান্তরে লইয়া গেল। মক্কা নগর অনুর্ব্বরা উপগিরি ও বালুকাময় প্রান্তরদ্বারা বেষ্টিত হওয়াতে গ্রীষ্ম

* উল্কাপাত দেখিয়া মুসলমান লোকেরা বলে, যে শয়তানের দূতেরা নিগূঢ় কথা শুনিবার জন্যে স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত যায়, এবং স্বর্গদূত তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে নিবারণের নিমিত্তে তাহাদের প্রতি তারাগণ নিক্ষেপ করে।

প্রযুক্ত অস্বাস্থ্যজনক ছিল, তাহাতে তত্রস্থ ধনিলোকেরা আপন২ সন্তানদিগকে শৈশবাবস্থায় ৮ দিনহইতে ৮ বর্ষ পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করাইতে ও প্রকৃত অমিশ্রিত আরবীয় ভাষা সুশিক্ষিত করণার্থে প্রান্তরে প্রেরণ করিত। মুসলমান গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন, মহম্মদের প্রান্তরে বসতি কালে চন্দ্র ও মেষগণ তাঁহাকে প্রনাম করিত। মহম্মদ ঐ প্রান্তরে ছয় বৎসর থাকিয়া মৃগীরোগগ্রস্ত হইলেন, তাহাতে ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে তাঁহার মাতার নিকটে আনয়ন করিল। ঐ সময়ে সে রোগের প্রথম সঞ্চার হয়; ফলতঃ তাঁহার শিষ্যেরা ব্যক্ত করিয়াছে যে উহা মৃগী রোগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরাবির্ভাবের চিহ্ন।

মহম্মদ ছয় বৎসর ছয় মাসের সময়ে মাতৃহীন হন। তাঁহার মাতা সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী বলিয়া বিশেষ রূপে বিখ্যাতা ছিল। পরে এক ক্রীতদাসী তাঁহাকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিত। মহম্মদের চক্ষুরোগ হওয়াতে ঐ দাসী তাঁহাকে প্রান্তর মধ্যে ওকাদ নামক স্থানে এক জন উদাসীন খ্রীষ্টিয়ানের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহার ঐ রোগ সুস্থ করাইল। ইহার দুই বৎসর পরে মহম্মদের পিতামহ আবদুল মতাল্লব আপন পুত্র আবু-তালেবের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া লোকান্তর হইলেন। ঐ আবুতালেব মহম্মদকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন, এবং তাঁহাকে অশ্বারোহণ বিদ্যায় ও অস্ত্র শস্ত্র ও কবিতারচনা এবং পশু-দমন প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত করাইলেন। আরবদেশীয় যে লোক ভাল লিখিতে পারে, এবং ধনুর্বিদ্যাতে পারক, ও সন্তরণে সক্ষম হয়, তাঁহাকে নিপুণ বলিয়া সকলেই মান্য করে। মহম্মদ অন্য বালকদিগের সহিত ক্রীড়া বা আলাপাদি করিতে প্রায়

চাহিতেন না, বরঞ্চ নির্জ্জন স্থানে থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি অল্প পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু মক্কানগরে উপস্থিত বিদেশীয় বণিক লোকদের সহিত কথোপকথন করিয়া অনেক জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন; ঐ বণিকেরা পারস্য, স্যুরিয়া, মিসর, ও য়িহূদীয় দেশহইতে আগত হইত।

মহম্মদ ১০ বর্ষ বয়সের সময় ওকাদ মেলাতে গমন করিলেন। তাঁহার খুড়া আবুতালেব দরিদ্র হইলেও সাহসিক বণিক ছিলেন; তিনি স্যুরিয়া ও য়েমেন দেশে বাণিজ্যের নিমিত্তে যাইতেন। আরবীয় বণিকেরা দম্মেষক ও বস্রা নগরে হিজাস দেশের খর্জ্জূর ফল ও য়েমেন দেশের গন্ধরস আনিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শস্য ও শুষ্ক আঙ্গুর ও বস্ত্র স্বদেশে লইয়া যাইত। মহম্মদ দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক হইলে তাঁহার খুড়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ মেলাতে লইয়া গেলেন; মহম্মদ তত্রস্থ ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন করাতে আরব দেশের ইতিহাস ও নানা ধর্ম্ম ও ভিন্ন ২ দেশীয় গল্প জ্ঞাত হইলেন; উত্তরকালে নানা প্রাচীন ধর্ম্মহইতে স্বধর্ম্ম রচনা করণে প্রবর্ত্ত হইলে ঐ জ্ঞান তাঁহার পক্ষে বড় উপকারক হইল। বস্রা নগরের নিকটে সের্জ্জিয়স নামক এক জন আরব দেশস্থ উদাসীন খ্রীষ্টিয়ান বাস করিতেন; তিনি বিদ্যা ও ধর্ম্মের নিমিত্ত বিশেষ রূপে বিখ্যাত, এবং নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টমতাবলম্বী হইয়া পৌত্তলিক মতের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার গৃহে অতিথি হইলে তাঁহারা পরস্পর খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথোপকথন করিতেন; পরে সের্জ্জিয়স মহম্মদের পিতৃব্যের * পরামর্শানুসারে তাঁহাকে সাবধান পূর্ব্বক মক্কানগরে লইয়া গেলেন।

* সিরাত এরাসুল ও তারিক এল কামসী।

মহম্মদ সের্জিয়স এবং উদাসীন নেষ্টোরিয়ানদের হইতে খ্রীষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা পাইয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কোরান রচনায় তাঁহার উপকারজনক হইল। সেই উদাসীন মহম্মদের নিপুণতা দেখিয়া তাঁহার খুড়াকে কহিলেন, ইনি অতি বড় মান্য লোক হইবেন। মহম্মদ ১৬ বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার খুড়া জোবের সহিত দক্ষিণ আরবদেশে যাত্রা করিলেন; এবং ২০ বর্ষ বয়স্ক হইলে তিনি মক্কায় গিয়া এক যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ কখন ২ বাণিজ্যার্থে স্থরিয়ার প্রান্তরে ও কখন ২ মেলাতে গমন করিতেন। আরবীয় লোকেরা হিন্দুদের ন্যায় মেলাতে ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। বঙ্গদেশীয়েরা পুত্র জন্মিলে যেমন অতিশয় আহ্লাদিত হয়, সেইমত আরব দেশীয়েরা প্রথম কবিতা রচনা করিলে অতি সন্তুষ্ট হইত; এবং তথাকার যে লোকেরা লেখাপড়া না জানে, তাহারাও কবিতা রচনার বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিত। আরবীয় লোকেরা কবিতাকে অতিশয় সম্ভ্রম করিয়া সাত খানি প্রশংসিত কবিতা পুস্তক জয় চিহ্নরূপে কাবা মন্দিরে টাঙ্গাইয়াছিল। যৌবনকালে মহম্মদ জীবিকার নিমিত্তে সাধারণ ব্যবসায়ে অনুপযুক্ত হওয়াতে মেষপালকের কর্ম্ম করিতেন। কেবল অবিবাহিতা বালিকা ও ক্রীতদাসেরাই এই কর্ম্ম করে বলিয়া, আরবীয় লোকেরা এক দিবস মহম্মদকে নিন্দা করিল; কিন্তু * তিনি নিন্দিত হইয়া উত্তর দিলেন, একর্ম্ম অতি প্রশংসনীয়, কারণ ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ দায়ূদ ও মূসা ইহাই করিতেন।

---

* ওয়াকিদী; ঈসহাক আবু ইসহাক।

আরবদেশে অনেক অসভ্য জাতি ছিল। তাহারা কোন ব্যবস্থার অধীন না হইয়াও বৎসরের মধ্যে চারি মাস পুণ্য জ্ঞানে যুদ্ধহইতে ক্ষান্ত হইত। সে সময়ে ওকাদ মেলাতে বাদী ও প্রতিবাদী একত্র হইত, অর্থ দিয়া বন্দিদিগকে মুক্ত করিত, ঘোটকের বলের প্রশংসা করিত, এবং আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্তে মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়া আদর করিত। যেমন হিন্দুরা জগন্নাথ ক্ষেত্রে রথযাত্রাকালে একত্র হয়, সেইরূপ আরবীয়েরা ঐ মেলায় একত্র হইত। সেই স্থানে কবিরা উৎকৃষ্ট ছন্দে প্রধান২ ব্যক্তি সকলের ইতিহাস লিখিয়া পাঠ করিত, এবং ছন্দে ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত।

মক্কা নগরের কোন স্থান প্রস্তরময় ও কোন্ স্থান জলহীন; তত্রস্থ ভদ্র লোকেরা বাণিজ্য ও ব্যবসায় কর্ম্মেতে রত ছিলেন। তাঁহারা কখন২ কাফিলা অর্থাৎ বাণিজ্যার্থে অনেক যাত্রিকদিগকে একত্র করিয়া রাজাগণের ন্যায় তাহাদের শাসন করিতেন। কোরিস জাতিরা মক্কা নগর স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা ব্যবসায়দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াও বাণিজ্য করিত; কোরিসেরা মহম্মদের প্রপিতামহ স্তাম্বুল নগরের সম্রাট্ এবং হাবেস দেশের রাজার সহিত বাণিজ্যের বিষয়ে এক নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ কুলীন লোকেরা শস্য, শুষ্ক দ্রাক্ষাফল, পশমী বস্ত্র ও অন্য২ পূর্ব্বদেশীয় দ্রব্যাদির বিনিময়ে সুরিয়াদেশের খর্জ্জুর ও সুগন্ধি দ্রব্য উষ্ট্রের দ্বারা আনয়ন করিতেন। সেই সময়ে নারীগণও চীন দেশীয় দর্পণ ব্যবহার করিত। কুলীনেরা বাণিজ্যহইতে সভ্যতা ও সুখের বৃদ্ধি পাইয়া তাহাতে প্রবর্ত্ত হইতেন।

মহম্মদ খুড়ার অনুরোধে ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে খাদাইজা নাম্নী

এক জন মৃত ধনবান বণিকের স্ত্রীর সেবাতে নিযুক্ত হইয়া স্থরিয়া-দেশে গেলেন, এবং তিন বৎসরাবধি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। খাদাইজা তাঁহার নিপুণতা দেখিয়া তাঁহাকে দ্বিগুণ বেতন দিতে লাগিল, তাহাতে মহম্মদের অনেক লাভ হইল। পরে খাদাইজা তাঁহাকে দক্ষিণ আরব দেশে প্রেরণ করিল। মুসলমান লোকেরা মহম্মদ বিষয়ক সেই সময়ের অনেক গল্প করে, যথা এক জন স্বর্গদূত তাঁহার মস্তকোপরি উড়িয়া পক্ষদ্বারা তাঁহাকে ছায়া দিত, এবং তিনি কোন শুষ্ক বৃক্ষের তলে বসিলে সেই বৃক্ষহইতে তৎক্ষণাৎ ফুল ও ফল পাইতেন, ইত্যাদি।

খাদাইজা প্রথমতঃ মহম্মদের সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিতা এবং মোহিতা হইয়া কিছুকাল পরে তাঁহার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিল, এবং মহম্মদও তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; কিন্তু খাদাইজার বয়স তখন ৪০ বৎসর, অথচ পূর্ব্বে তাহার দুই বার বিবাহ হওয়াতে তিন সন্তান জন্মিয়াছিল, এবং মহম্মদ দরিদ্র ছিলেন; এই সকল কারণ প্রযুক্ত তাহার পিতা বিবাহেতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে খাদাইজা কলে কৌশলে পিতার সম্মতি পাইল; বিশেষতঃ, সে ভোজের সময়ে আপন পিতাকে মদ্যদ্বারা মত্ত করিলে তিনি নিজ কন্যা খাদাইজাকে মহম্মদের সহিত বিবাহ দিলেন। ভোজন সময়ে আবুতালব বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, যে মহম্মদ দরিদ্র ইহা সত্য বটে, কিন্তু ধন ছায়ার ন্যায় অস্থায়ি। তিনি বিবাহ কালে মহম্মদকে ১২ টা গাভী ও ২০০ টাকা যৌতুক প্রদান করিলেন। মহম্মদ তৎ-কালে একটা উষ্ট্র বধ করিয়া তাহার মাংস দরিদ্র লোকদিগকে

বিতরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে খাদাইজার পিতার জ্ঞানো-দয় হইলে তিনি এবং তদ্বংশীয় লোকেরা মহম্মদ ও তাঁহার গোষ্ঠীর সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলে খাদাইজার প্রবোধ-দ্বারা নিবৃত্ত হইলেন। খাদাইজা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞাতা ছিল, এবং মহম্মদকে অতিশয় ভাল বাসিত; এ জন্যে মহম্মদ তাহার সাংসারিক কর্ম্মে এবং বুদ্ধির কৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার মতানুসারে প্রায় সকল কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু খাদাইজা স্বীয় ধনের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিত না। মহম্মদের ঔরসে তাহার ৬ সন্তান জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে সকলের মধ্যে ফতিমা নামে কেবল একটী কন্যা মহম্মদের মৃত্যুর পর অবধি বাঁচিয়াছিল। খাদাইজা জীবিতা থাকিতে মহম্মদ অন্য বিবাহ করেন নাই।

বিবাহের পর মহম্মদ কখন ২ বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে যাইতেন, কখন বা আরবীয় প্রান্তরে গিয়া যে যিহূদীয় ও খ্রীষ্টীয় লোকেরা দেবপূজকদের তাড়নাতে তথায় বাস করিত; তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ প্রান্তরে নেষ্টর নামে এক বুদ্ধিমান খ্রীষ্টীয় উদাসীন থাকিত, তাঁহার সহিত মহম্মদ অনেক কথোপকথন করিতেন। যৎকালে দক্ষিণ আরবীয় রাজগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া তদ্ধর্ম্ম বিস্তারার্থ অতিশয় উৎসুক হইল, সেই সময়ে হাবেশ দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টীয় ৫২৯ শকে য়েমেন দেশ জয় করিয়া তথায় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিল; অন্য প্রদেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের যন্ত্রণা পূর্ব্বক রক্তপাত হইলেও তাহারা ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

মহম্মদ মুসলমানীয় ধর্ম্ম সংস্থাপক।

মহম্মদ আপন স্ত্রীর ঐশ্বর্য্যেতেই মক্কা নগরে সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ঐ নগরস্থ বণিক লোকেরা রাজ তুল্য ছিল, মহম্মদও সেই ধনদ্বারা তাহাদের মধ্যে এক জন গণ্য হইলেন।

মহম্মদকে আমীন অর্থাৎ বিশ্বস্ত নাম দেওয়া গিয়াছিল, এ প্রযুক্ত মক্কাস্থ লোকেরা তাঁহাকে কখন ২ মধ্যস্থ করিয়া মানিত। মহম্মদের ৩৫ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কাবামন্দির ভগ্ন হওয়াতে, তাহারা সেই কাল প্রস্তর লইয়া, কে প্রথমে এই পাথরখানী মন্দিরের মধ্যে রাখিবে? এই বিবাদ করিল। পরে মহম্মদ মধ্যস্থ হইয়া ঐ প্রস্তর বস্ত্রে স্থাপন করত বিবাদিগণকে ধারণ করাইয়া মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিলেন।

এইক্ষণে তাঁহার ধন থাকাতে তিনি অবকাশ পাইয়া ঈশ্বরধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কাল যাপন করিতেন; তাহাতে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে এমত ব্যস্ত হইতে লাগিলেন, যে সকলে তাঁহাকে উন্মত্ত বোধ করিত। তিনি স্বপ্নেও ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতেন। কথিত আছে, এক দিন তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন এক জন স্বর্গদূত আসিয়া কহিল; তুমি পড়, ঈশ্বর কলমা অর্থাৎ লিখিত কথাদ্বারা অজ্ঞদিগকে শিক্ষা দেন। পরে মহম্মদ প্রতিমাপূজা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলেন না; বরঞ্চ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না করিয়া এবং

খ্রীষ্টিয়ানদিগকে পরস্পর বিবাদ করিতে দেখিয়া তিনি আপনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

মহম্মদের মনে ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মক্কার নিকটবর্ত্তি উপগিরিতে ভ্রমণ করিতেন, তাহাতে প্রতিদিন কোথায় যান, তাঁহার স্ত্রী ইহা অনুসন্ধানার্থে লোককে প্রেরণ করিত। তখন মহম্মদের মন এমত চঞ্চল হইয়াছিল, যে তিনি কখন২ উচ্চস্থানহইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিবার মানস * করিতেন, ইহাতে তাঁহার বন্ধুগণ ভীত হইত। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি এমত ব্যগ্রচিত্ত ছিলেন যে কেহ ২ কহিত, উনি উন্মত্ত হইয়াছেন; আর অন্য ২ লোকেরা কহিত, না, উনি শয়তান; এবং তদনুগত জীন (অর্থাৎ ভুত) লোকেরা তৎকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

তৎকালে মহম্মদ দেবপূজকদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন; একারণ অনেক উপবাস ও সমস্ত রাত্রিতেই ঈশ্বরের আরাধনা করত তিনি পৈতৃক রীত্যনুসারে রমজান মাসে হিরা নামক গহ্বরে গিয়া থাকিতেন, পরে মক্কা নগরে যাইয়া কাবা মন্দির-কে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতেন। এই অবস্থাতে মহম্মদের পঞ্চদশ বৎসর গত হয়। ইতোমধ্যে আরব দেশীয় অনেক লোক প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সের সময়ে মহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মের কথা প্রথমতঃ আপন স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া কহিলেন; যে

---

* মিশকাদ্ ওয়াকিদী।

হিরার মধ্যে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে জিব্রিয়েল স্বর্গদূত আসিয়া আমাকে কহিয়াছিলেন, হে মহম্মদ, তুমি পরমেশ্বরের প্রেরিত । এই কথা শুনিয়া খাদাইজা তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, ফলতঃ সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম উত্তমরূপে জ্ঞাতা ছিল। পরে তাহার কুটুম্ব ওয়ারকা মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন; তিনি যিহূদীয় লোক ছিলেন, এবং ধর্ম্মপুস্তকের কোন২ অংশ আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মহম্মদের জয়েদ নামক ক্রীতদাস তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলেন; আর তদবধি এই প্রথা মুসলমানদের মধ্যে চলিত আছে, যে ক্রীতদাস মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে দাসত্বহইতে মোচন পায়। তৎপরে মহম্মদের কুটুম্ব আলী দশবৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আপন স্ত্রী ও ক্রীতদাসের সহিত এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে মক্কাস্থ ক্রীতদাসগণ প্রায় খ্রীষ্টীয় দেশহইতে বন্দীরূপে যৌবনাবস্থায় আনীত হইয়াছিল; আর তথাকার অন্য ক্রীতদাসেরা খ্রীষ্টীয় পিতামাতাহইতে উৎপন্ন হইয়াও শিক্ষা না পাওয়াতে ধর্ম্মের বিষয় অত্যল্প জানিত। তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ শুনিলে আপনাদের মুক্তাবস্থা ও গৃহাদির স্মরণ করিত। ক্রীতদাসীরা আপন২ স্বামি ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দেবপূজকদের অপেক্ষা পরমেশ্বর বিষয়ক প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিত। এবং তাহারা প্রথমতঃ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল; ফলতঃ মহম্মদ ধর্ম্ম প্রকাশক হইয়া আমাদের মুক্তিদাতা হইবেন, ইহা তাহারা বোধ করিত, আর তাঁহাকে মৃগীরোগে পীড়িত দেখিয়া ঈশ্বরাবির্ভূত জ্ঞান করিত। দেবপূজক লোকেরা তাহাদিগকে অনেক

যন্ত্রণা দিয়া তাহাদের মধ্যে দুই জনকে হত্যা করিল। আবদাল্লা যোদনের অধীনে এক শত ক্রীত দাস ছিল, তাহারা পাছে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এই ভয়েতে আবদাল্লা তাহাদিগকে মক্কা নগরহইতে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। মহম্মদ নীচ জাতীয় লোকদিগের সহিত বন্ধুর ন্যায় আলাপ ব্যবহার করাতে সেই ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি ক্রমশঃ আসক্ত হইতে লাগিল। যে ক্রীতদাসেরা ধর্ম্মের কারণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, আবু-বকর তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া * সেই অবস্থাহইতে মোচন করিলেন।

ক্রীতদাসদিগের মধ্যে জয়েদ নামক এক ব্যক্তি অতি প্রসিদ্ধ। সে বাল্যকালে স্ববংশীয়দিগকে দর্শনার্থে আপন মাতার সহিত এক দিন গমন করিতেছিল, ইত্যবসরে দস্যুরা আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া স্থরিয়ার প্রান্তরে লইয়া গেল। তৎপরে খাদাই-জার ভ্রাতৃপুত্র তাহাকে ক্রয় করিয়া আপন পিসীর নিকটে সমর্পণ করিলে মহম্মদ তাহাকে ভাল বাসিয়া দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়া পোষ্যপুত্র করিলেন। মহম্মদ জয়েদের প্রতি এমত প্রেম করিতেন যে সে ভবিষ্যদ্বক্তার প্রিয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। জয়েদ এবং তাহার বংশীয়েরা খ্রীষ্টিয়ান প্রযুক্ত মহম্মদকে ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক প্রকার প্রবৃত্তি দিল।

বিলাল নামে আর এক জন খ্রীষ্টিয়ান্ ক্রীতদাস মক্কা নগরে থাকিত। তাহার পিতা হাবিশ দেশীয় লোক ছিল। ঐ বিলাল তাহার নিজ প্রভুর অতি প্রিয়পাত্র, কিন্তু প্রতিমাপূজা করণে

* অব্যারি; ওয়াকিদী।

অস্বীকৃত হওয়াতে প্রভু তাহাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ২৪ ঘন্টা পর্য্যন্ত বিলালকে অনাহারে রাখিয়া পর দিবসে দুই প্রহর সময়ে তপ্ত বালুকার উপর শুয়াইয়া বক্ষ-স্থলে পাথর চাপাইয়া দিলেন। এই সকল দুঃখ পাইয়াও বিলাল প্রতিমাপূজা করিতে স্বীকার করিল না। আবুবকর সেই স্থানে আসিয়া তাহার ঐ সকল যন্ত্রণা দেখিয়া প্রভুর নিকটহইতে তাহাকে ক্রয় করিয়া দাসত্বহইতে মোচন করিলেন। মহম্মদ নূতন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবা মাত্র বিলাল তাহা অবলম্বন করিল। তৎপরে সে প্রাতঃকালীন প্রার্থনার মুয়াজ্জিন্ হইল, অর্থাৎ লোকদিগকে প্রার্থনায় আহ্বান করিত।

জবর নামে এক জন খড়্গনির্ম্মাণকারি গ্রীস দেশীয় খ্রীষ্টিয়ান মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু সে তন্নিমিত্তে অনেক যন্ত্রণা পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তাহার প্রভুও মুসলমান হওয়াতে জবর পুনর্ব্বার ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত হইল।

গ্রীস দেশীয় কোহাইব নামে অন্য এক জন খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সে যৌবনাবস্থায় আপন দেশহইতে পলাইয়া মক্কানগরে উপস্থিত হইয়া আরবীয় ভাষা এমত শুদ্ধ রূপে শিক্ষা করিয়াছিল, যে অনেকে তাহাকে আরবীয় লোক বোধ করিত। তৎপরে কোহাইব অনেক ধন উপার্জ্জন করিল। কোরেশ বংশীয়দের দ্বারা সে ধর্ম্মের নিমিত্তে বহু প্রকারে তাড়িত হইয়াছিল। মহম্মদ যখন মক্কাহইতে মদীনাতে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলে কোরেশ লোকেরা কহিল, 'তুমি এখানে থাকিয়া ধনী হইয়াছ, অতএব এস্থানহইতে গেলে তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হইবে। তখন সে কহিল, আমি আপনার সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও এস্থানহইতে যাইব; ইহাতে কোরেশীয়েরা তাঁহাকে মদীনায় যাইতে অনুমতি দিল।

অমরা অবশা নামে এক জন আরবীয় প্রথম মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইল। তাহার বংশীয়েরা প্রস্তরপূজক ছিল। তাহাদের দেশাধ্যক্ষ প্রস্তর অন্বেষণার্থে স্থানান্তরে গমন করিয়া চারিখানা প্রস্তর পাইল; তন্মধ্যে এক খানি মনোনীত করিয়া অন্য তিন খানা পরিত্যাগ করিল। যাইতে ২ অল্প দূরে একখানা তদপেক্ষা উত্তম পাথর প্রাপ্ত হওয়াতে সে প্রথম খানা ত্যাগ করিল। তৎপরে আর এক অত্যুত্তম প্রস্তর পাইয়া তাহা মনোনীত করিয়া পূর্ব্ব মনোনীত প্রস্তরকেও ফেলিয়া দিল। ইহা শুনিয়া অমরা বোধ করিল যে দেবতারা মনুষ্যদিগের উপকার কি অপকার কিছুই করিতে পারে না, কারণ পুনঃ ২ পাথর পরিবর্ত্তন করিলেও যদি তাহাতে কোন হানি না জন্মাইল, তবে ইহা-দ্বারাই জানিতে পারা যায় যে দেবতাদের হইতে কোন হিতাহিত হয় না। পরে অমরা এক যিহূদীয় লোকের মুখে শুনিল যে আরব দেশে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তার উদয় হইবে, তজ্জন্য সে তাহাকে মক্কায় যাইতে পরামর্শ দিল। পরে অমরা তথায় উপস্থিত হইয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসিল, আপনার কত শিষ্য আছে? মহম্মদ উত্তর করিলেন যে দুই জন মাত্র, আবুব্বকর আর এক জন ক্রীতদাস। তাহাতে সে কহিল, তবে আমি আপনার তৃতীয় শিষ্য হইলাম।

মহম্মদের ৪৩ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ৪০ জন মাত্র তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ ক্রীতদাস ও কেহ ২ বিদেশী

ও নাস্তিক, ও কেহ বা তাঁহার নিজ কুটুম্ব ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জাদ নামে এক কামার, ও খাদাইজার ভাইপো যুবায়ের, এবং টোলহা নামে কসাই, এই তিন জন অতি যুবা। জাদ মহম্মদীয় ধর্ম্মের জন্যে প্রথমে রক্তপাত করে, বিশেষতঃ মহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মক্কার নিকটে এক গহ্বরে উপস্থিত হওয়াতে দেবপূজকেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিলে জাদ উষ্ট্রের অস্থিদ্বারা এক জনকে ক্ষতবিক্ষত করিল।

মহম্মদের কুটুম্ব সকল কোরেশ জাতীয় লোক ছিল; তাহারা প্রতিমা পূজাতে আসক্ত হইয়া নূতন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ করিত। যাত্রিক লোকেরা কাবা মন্দিরে অনেক দ্রব্যাদি উৎসর্গ করাতে কোরেশেরা তদ্দ্বারা বিস্তর ধন প্রাপ্ত হইত; মহম্মদ তাহাদের ভয়ে মক্কার নিকটস্থ গর্ত্তের মধ্যে যাইয়া প্রার্থনা করিতেন।

মহম্মদ এরূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত গোপনে ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন। পরে ধর্ম্মচিন্তায় তাঁহার সুস্থতার হ্রাস হওয়াতে খ্রীষ্টীয় ৬১৪ সালে তিনি আপন মত মক্কার পথে ঘোষণা করিতে স্থির করিলেন। যখন তিনি প্রথমে ঈশ্বরবিষয়ক কথা ঘোষণা করিতেন, তখন সকলে তাঁহাকে কেবল পরিহাস করিত; কিন্তু যখন প্রকাশরূপে বলিলেন, যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রতিমাপূজা করাতেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; তখন তাহারা তাঁহাকে বধ করিতে মনস্থ করিল। মক্কাস্থ কুলীনেরা কালীঘাটস্থ হালদারদের ন্যায় প্রতিমা পূজাহইতে অনেক ধন উপার্জ্জন করিতেন, অতএব তাঁহারা সকলই মহম্মদের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। মহম্মদ মৃগী রোগগ্রস্ত ও মেষপালক হওন প্রযুক্ত তাঁহাদের উপহাসের আস্পদ

হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় মনোযোগ করিতেন না।

কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে দণ্ড দিবার জন্যে তাঁহার পিতৃব্য আবুতালেবের নিকট তাঁহাকে দেশান্তর করিতে প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি দেবপূজক হইয়াও মহম্মদকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন, কারণ তিনি মহম্মদের স্বজাতীয় ছিলেন; ফলতঃ আরবীয় জাতির এই এক নিয়ম ছিল যে স্বজাতীয় ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা অতি উচিত, তাহাতে তাহারা ধর্ম্মনিয়মহইতেও জাতির নিয়ম প্রিয়জ্ঞান ও মান্য করিত। কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে ভয় দেখাইলেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া আপন পিতৃব্যকে বলিলেন, যে আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য ও বাম হস্তে চন্দ্র রাখিলেও আমি আপন প্রতিজ্ঞার অন্যথা করিব না। তাঁহার পিতৃব্য কহিলেন, তুমি এমত ব্যগ্র হইও না; তাহাতে মহম্মদ কহিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত ইহাপেক্ষা আরো উত্তম ধর্ম্ম না পাই, তাবৎ জীবন থাকিতে এই ধর্ম্ম প্রচার করণে ক্ষান্ত হইব না। তখন তাঁহার খুড়া কহিলেন, ভাল তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। আবুতালেবের অনুরোধে তজ্জাতীয় লোক সকলও তাঁহাকে রক্ষা করিত। অন্য সময়ে কোরেশীয়েরা তাঁহার খুড়াকে কহিল, আমরা মহম্মদকে মারিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে তোমার পোষ্যপুত্র করিয়া দিব। আবুতালেব উত্তর দিলেন, উষ্ট্রী স্ববৎস ব্যতীত অন্য বৎসকে ভালবাসে না। তৎপরে কোরেশ জাতীয়েরা তাঁহার ভয়ে উক্ত রূপ দৌরাত্ম্যহইতে ক্ষান্ত হইল; তথাচ তাহারা মহম্মদকে নানা প্রকার অপমান করিত।

এক সময় তাহারা কাবা মন্দিরে তাঁহার দেখা পাইয়া গলা টিপিয়া ধরিল, এবং চর্ম্মপাদুকাদ্বারা মুখেতে পুনঃ ২ আঘাত করিয়া তাঁহার নাসিকা চেপটা করিয়া দিল।

এক দিন মহম্মদ সাফা নামক উপগিরিতে আপন কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা প্রতিমাপূজা ত্যাগ না কর, তবে তোমাদের নরক যন্ত্রণা হইবে। তাহাতে তাঁহার পিতৃব্য আবুলাহব তাঁহাকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন; এ কী সংবাদ তুমি আপন কুটুম্বদিগকে দিতেছ? ইহা কহিয়া আবুলাহব প্রস্তর তুলিয়া মহম্মদকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। তখন মহম্মদ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "তোমার হস্ত অভিশপ্ত হউক! তোমার স্বর্ণ মুদ্রাদিতে কোন উপকার হইবে না; এবং তুমি ও তোমার স্ত্রী নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইবে, কারণ সে আমার ধর্ম্মপথে কণ্টক দিতেছে, অতএব সে গল-দেশে তালপত্রদ্বারা বদ্ধা হইয়া নরকে আনীতা হইবে"। কিছু দিন পরে মহম্মদ পুনরায় ঐ কুটুম্ব লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট স্বর্গ ও নরকের বিষয় প্রস্তাব করিলেন। তৎকালে তাহারা তাঁহার কথা মানিল না বটে, কিন্তু সকলই তাঁহাকে শত্রুগণহইতে রক্ষা করিতে স্থির করিল।

তৎপরে মহম্মদ কিছুকাল সাফা উপগিরিতে অবস্থিতি করিয়া আপন ধর্ম্ম গ্রহণ করাওনার্থে কোরেশ জাতীয়দিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা মহম্মদের প্রতি উপহাস করত অঙ্গুলি তুড়ী দিয়া কহিল, এ তো আবদুল মতালবের পৌত্র; এ কি স্বর্গীয় ঘটনার বিষয় সকল জানে? এবং যখন তিনি কোরানের কোন অংশ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন

তাঁহার পাঠের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্যে কেহ কবিতা কেহ গল্প ও কেহ বা বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল। এক দিন মহম্মদ কাবা মন্দিরে প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক জন তাঁহার বস্ত্রে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিলেও তিনি এই অপমান সহ্য করিলেন। পরে তাহারা তাঁহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে বলিলে তিনি কহিতেন, পরমেশ্বর আমাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পাঠান নাই, বরং ধর্ম্ম কথার ঘোষণা করিতে প্রেরণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ বৎসরের মধ্যে মহম্মদের পিতৃব্য হাম্জা তন্মতাবলম্বী হইলেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে সাহসিক প্রযুক্ত "ঈশ্বরের ধর্ম্মসিংহ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এক দিন হাম্জা মৃগয়া করিয়া প্রত্যাগমন কালে শুনিলেন যে মহম্মদের অন্য পিতৃব্য আবুজাল ও কোরেশ লোকেরা একত্র হইয়া তাঁহার গাত্রে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়া পদাঘাত দ্বারা অপমান করিতেছে; তাহাতে হাম্জা অতিশয় কোপান্বিত হইয়া বল ও বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক মন্দিরহইতে মহম্মদকে উদ্ধার করত আবুজালকে তীর-দ্বারা আঘাত করিলেন। তৎকালে তিনি কহিলেন, আমিও তোমাদিগের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমাকে বিশ্বাস করিতেছি না। কোরেশ লোকেরা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল যে কেহ হাম্জাকে বধ করিবে, আমরা তাহাকে এক শত উষ্ট্র পুরস্কারস্বরূপে দান করিব।

ঐ সময়ে ওমার নামা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহম্মদের মতে আইলেন। তিনি প্রথমে মহম্মদের শত্রু হইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, (তখন তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর,) ইতি-মধ্যে শুনিলেন যে আমার নিজ ভগিনীও তন্মতাবলম্বিনী

হইয়াছে; তাহাতে ওমার তৎক্ষণাৎ ভগিনী গৃহে গমন করিয়া তাহাকে প্রহার করত রক্তপাত করিলেন। ইহা দেখিয়া ওমারের কিছু দুঃখ বোধ হওয়াতে তিনি কোরান্ন শুনিতে চাহিলেন, পরে তাহা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া মহম্মদের নিকটে গিয়া আপনিও তন্মত অবলম্বন করিলেন। ঐ ব্যক্তি মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাঁহার শিষ্যদের সংখ্যা অতি শীঘ্র দ্বিগুণ হইল; এবং যে অবধি ওমার মহম্মদের পক্ষ হইলেন সে অবধি তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রকাশ্যরূপে কাবা মন্দিরে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইলেন।

মহম্মদের স্বজাতীয়েরা তাঁহার পক্ষ হওয়াতে শত্রুরা তাঁহার কিছু অনিষ্ট করিতে না পারিয়াও তাঁহার শিষ্যদিগকে বল-পূর্ব্বক তাড়না করিতে ক্ষান্ত হইল না; যথা তাহারা তাহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া জল পান করিতে দিত না, এবং গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত বালুকার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রহার করিত।

খ্রীষ্টাব্দের ৬১৯ সালে দরিদ্র শিষ্যদের মধ্যে অনেকে যন্ত্রণা পাইয়া কেহ ২ প্রতিমা পূজা করিতে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিল; ইহাতে মহম্মদ বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন স্ত্রী হাবেশ দেশে পলায়ন করিল। কোরেশীয় লোকেরা ঐ কথা শুনিয়া তদ্দেশের নৃপতির সমীপে এক দূতকে প্রেরণ করিয়া নিবেদন করিল; মহম্মদের পক্ষীয় যে সকল লোক তোমার দেশে গিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ধরাইয়া আমাদের কাছে অর্পণ কর। কিন্তু রাজা দূতকে কহিলেন, অস্মদীয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের তুল্য; অতএব ঐ লোকদিগকে আমি ধরাইয়া দিতে পারিব না। ৮

৬১৮ সালে কোরেশ জাতীয়েরা মহম্মদকে বলিল; তুমি যদি দেবপূজক লোকদিগকে তিরস্কার করিতে ক্ষান্ত হও, তবে আমরা তোমার সহিত বন্ধুতার নিয়ম করিতে পারি। ইহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, আমি শান্তির নিমিত্তে আপন মনস্থ গোপনে রাখিতে পারিব না। তাঁহার মাতা ও পিতৃব্য দেব-পূজক থাকিয়া মরাতে তিনি প্রকাশ রূপে কহিলেন, উহাঁরা নরকগামী হইয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের মুক্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিতে এবং দেবপূজকদিগের কবর মান্য করিতে আপন শিষ্যদিগকে নিষেধ করিলেন।

কোরেশ লোকেরা মহম্মদের জাতি ও কুটুম্বদিগের অনুপকার করিবার নিমিত্তে পরস্পরের মধ্যে এক নিয়ম করিয়াছিল, যে তাহার ও তাহার রক্ষকদের সহিত আমাদের কেহ বিবাহের সম্বন্ধ ও বাণিজ্য করিবে না, এবং তাহাদের নিকটে কোন খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। এই নিয়মপত্র কাবা মন্দিরের মধ্য-স্থলে টাঙ্গান ছিল। পরে কোরেশীয়েরা তাঁহাদিগকে দূর করিয়া মক্কার এক ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে দিল।

ইহার পরে মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে বধ করণার্থে কোরেশ লোকেরা এক নূতন মন্ত্রণা করিল; তাহাতে আবুতালেব মক্কা নগরের সমীপস্থ এক স্থানে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করিলেন। পরে কেহ গোপনে আসিয়া মহম্মদকে বধ না করে এ নিমিত্তে আবুতালেব তাঁহার শয়নাগার প্রতিদিন পরিবর্ত্ত করিতেন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যেরা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পুণ্য মাস ব্যতীত বাহিরে যাইতে পারিতেন না, এজন্যে আহারা-ভাবে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বড় ক্লেশ পাইতেন। যখন কোরেশ

লোকেরা দেখিল যে মহম্মদের কুটুম্বেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না, আর মক্কাস্থ লোকেরা তাঁহার প্রতি সদয় হইলে তাঁহার শত্রুগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ঘটাতে উক্ত নিয়ম ভঙ্গ হইল, তখন তাহারা তাঁহাকে মুক্ত করিতে চাহিল; আর এক জন আসিয়া কাবা মন্দিরে টাঙ্গান ঐ নিয়মপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অধিকন্তু শত্রুদের মধ্যেও কতক গুলিন লোক তাঁহার তাড়না দেখিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইল; এই রূপে তাড়না দ্বারাই তাঁহার দলের বৃদ্ধি পাইল। পরে মহম্মদ মক্কায় আগমন পূর্ব্বক কাবা মন্দিরে ঘোষণা করিলেন, তাহা শুনিয়া নেজেরান দেশীয় এক জন খ্রীষ্টিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

তৎকালে যে সকল শিষ্যগণ হাবেশ দেশে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রী ছিল। তাহারা মহম্মদের মদীনা গমন পর্য্যন্ত হাবেশ দেশের মধ্যে থাকিল। তথায় অনেক আরবীয় লোক ছিল। তাহারা আপনাদের দেশহইতে তাড়িত হইয়া যিহূদীয় রাজা সুলেমানের রাজত্ব সময়াবধি তদ্দেশে প্রবাস করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৫২৫ সালে হাবেশ লোকেরা য়েমেন দেশ জয় করিয়া লুট করণ কালে অনেক ক্ষতি ও বহু লোক হত্যা করিল। গ্রিগেন্তিয় নামে এক বিশপ আলেকজেন্দ্রিয়া নগরহইতে প্রেরিত হইয়া উক্ত দেশে আসিয়া বসতি পূর্ব্বক অনেক২ লোককে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিলেন। ইব্রাহীম নামক হাবেশীয় রাজা তাঁহার সাহায্য করিয়া য়েমেন দেশের সানা নগরে অত্যুৎকৃষ্ট খ্রীষ্টীয় মন্দির স্থাপন করিলেন। পরে আরেবীয় লোকেরা

মক্কার পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে তীর্থযাত্রা করিবে, এই ইচ্ছাতে তিনি সকলকে প্রবৃত্তি প্রদানার্থে নানা দেশে দুতগণকে পাঠাইলেন; কিন্তু আরবীয় লোকেরা সানা মন্দিরের মধ্যে এক জনকে বধ করিল, এবং অন্যেরা মন্দিরকে অপবিত্র করিল; ইহাতে ইব্রাহীম ক্রোধান্বিত হইয়া সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যাহারে কাবা মন্দির ধ্বংস করণার্থে মক্কায় প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মহামারী উপস্থিত হওয়াতে ইব্রাহীম রাজা আপনিই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন। ৫৭০ সালে তাঁহার উত্তরাধিকারী অতিশয় দৌরাত্ম্য করাতে আরবীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং পারস্য দেশের সম্রাট তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া বধার্হ লোকদিগকে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। ঐ যুদ্ধে হাবেশ লোকেরা পরাজিত হইয়া উক্ত সম্রাটের অধীন হইল। ২০ বৎসর পরে হাবেশ লোকেরা ঐ রাজাকে বধ করিল, কিন্তু পারস্য দেশের রাজা সৈন্যগণ প্রেরণ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে যত লোকদের চর্ম্ম শ্যামবর্ণ ও চুল কুঞ্চিত, তাহাদিগকে বধ কর।

মহম্মদের স্ত্রী খাদাইজা ৬৫ বৎসর বয়স্কা হইয়া খ্রীষ্টাব্দের ৬১৯ সালে লোকান্তরগতা হয়। সে মহম্মদের মন্ত্রিণী ছিল, এবং তাঁহাকে বহু ধন প্রদান করাতে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ধ্যান করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্ত্রী মহম্মদ অপেক্ষা ১৫ বৎসর অধিক বয়স্কা, তথাপি সে জীবিতা থাকিতে মহম্মদ অন্যা স্ত্রীতে আসক্ত হন নাই; কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তিনি আপনার স্বাভাবিক লাম্পট্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি

স্ত্রীবিয়োগে অতিশয় শোকাকুল হন নাই, বরঞ্চ তাহার মৃত্যুর দুই মাস পরে সাদা নামে এক বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। ঐ স্ত্রী কিছু কাল পূর্ব্বে আপন স্বামির সহিত হাবেশ দেশে গমন করিলে তথায় তাহার স্বামির মৃত্যু হওয়াতে সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। মহম্মদ সাদাকে বিবাহ করিয়া পরে আবুবকরের কন্যা আয়েশার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন; তৎকালে সে বালিকার ৬ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে মহম্মদ তাহাকে বিবাহ করেন। তৎকালে ৫০ বৎসর বয়স্ক হইলেও তাঁহার উপর ঐ স্ত্রীর প্রভুত্ব হইল। মহম্মদ তাহাকে আরবীয় ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করাইলেন। এক দিবস মহম্মদের মনে খাদাইজার মৃত্যু স্মরণ হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত আছেন, এমত সময়ে আয়েশা কহিল, তুমি সেই স্ত্রীর নিমিত্তে কেন দুঃখিত হও? দেখ, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক সুন্দরী ও যুবতী আছি। মহম্মদ উত্তর করিলেন, সে আমার অতি প্রিয়তমা ছিল, তাহার সমান তুমি কোন মতেই হইতে পারিবা না; কারণ যখন সকল লোক আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছিল, তখন সে বিশ্বাস করিত, আর সকলে যৎকালে আমাকে তাড়না করিয়াছিল, তৎকালে ঐ স্ত্রী ধন দিয়া আমাকে রক্ষা করিল। এক সময়ে আলী আয়েশার কিছু মন্দ ব্যবহার প্রকাশ করাতে সে তাহার প্রতি অতিশয় রুষ্টা হইল, তাহাতে আরব দেশে অনেক লোক রক্তাক্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল।

কিছু কাল পরে মহম্মদ ওমারের কন্যা হাঁসাকে বিবাহ করেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরের নারীগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে

লাগিল, কিন্তু আয়েশা ব্যতীত সকলেই বিধবা ছিল। তিনি শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে বিধি দেন নাই, কিন্তু স্বয়ং একাদশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহ অধিক বিবাহের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিতেন, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত, আমার উহাতে কোন দোষ নাই। হিন্দু লোকেরাও শ্রীকৃষ্ণের অধিক বিবাহে ঐ রূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন। মহম্মদের এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যবহারে বহুতর প্রভেদ আছে; দেখ, যীশু খ্রীষ্ট, পাপিদেরহইতে পৃথক ও নির্দোষ এবং পবিত্র; মহম্মদ কামুক ও সাংসারিক সুখে আসক্ত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ৬২১ সালে মহম্মদের পিতৃব্য আবুতালেব মৃত হয়েন। তিনি মহম্মদকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং প্রতিমাপূজক হইয়াও তাঁহার কথা সকল সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতেন না। আবু-তালেবের মৃত্যুর পর কোরেশ লোকেরা মহম্মদকে অনেক যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তাহাতে তিনি নিরাশ্রয় হইয়া মক্কাহইতে ৪০ ক্রোশ অন্তরে টাইফ নগরে পলায়ন করেন। তথায় তাঁহার অনেক কুটুম্বলোক বাস করিত। ঐ নগর উত্তম দ্রাক্ষাফলের উদ্যান প্রযুক্ত বিখ্যাত হয়। মহম্মদ টাইফে দশ দিন থাকিলে পর নগরবাসি প্রতিমাপূজক ও ক্রীতদাস এবং বালক বালিকারা তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিল; তাহাতে তিনি তথাহইতে পলায়ন পূর্ব্বক মক্কানগরে প্রত্যাগমন করিয়া এক গুপ্ত স্থানে বাস করিলেন।

মুসলমানেরা কহে তৎকালে মহম্মদ অতি দুঃখিত ও হতাশ হওয়াতে মিরাজ অর্থাৎ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে

মহম্মদ বরাক নামক জন্তুতে আরোহণ করিয়া এক রাত্রির মধ্যে মক্কাহইতে যিরূশালম দিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাগমন করেন। ঐ জন্তু গর্দ্দভ অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি, তাহার মুখ মনুষ্যবদন সদৃশ, ও গ্রীবা উষ্ট্রের গ্রীবা তুল্য, ও কর্ণ হস্তির কর্ণের ন্যায়, এবং মাণিক্যে খচিত লম্ব কেশর, ও বৃষের ন্যায় ক্ষুর, ও স্কন্ধে ককুদ, আর পৃষ্ঠদেশে দুই পক্ষ পূর্ব্বদিকহইতে পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। জিব্রিয়েল স্বর্গদূত মহম্মদের পায়ের রেকাব ধরিলেন, এবং তাঁহার সহিত ৪০ সহস্র স্বর্গদূত গমন করিলেন। মহম্মদ ৫ মিনিটের মধ্যে যিরূশালম নগরের মন্দিরে * উপস্থিত হইয়া সকল ভবিষ্যদ্বক্তাদিগকে দর্শন করেন। পরে ঐ স্থানহইতে দীপ্তিময় স্বর্গসোপানে আরোহণ করিয়া পাঁচ শত বৎসরের পথ গিয়া প্রথম স্বর্গে উপস্থিত হন। ঐ স্বর্গ সোপান তিন সহস্র পাঁচ শত বৎসরের পথ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, তাহার মধ্যে ২ রন্ধ্র আছে। মুসলমানেরা কহে যে ঐ পথ দিয়া ভবিষ্যদ্বক্তারা ও মৃত ব্যক্তিরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মহম্মদ প্রথম স্বর্গে এক কুক্কুট দেখিলেন, তাহার চরণহইতে মস্তক পাঁচ শত বৎসরের পথ। পরে মহম্মদ তৃতীয় স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন, তথায় আজরায়েল নামক মৃত্যুর দূত আছে; তাহার এক চক্ষুহইতে অন্য চক্ষুঃ ৭০ সহস্র বৎসরের পথ অন্তর, আর তাহার মুখ এরূপ

---

* এ কথা নিতান্ত অলীক, কেননা রোমানেরা অনেক বৎসর পুর্ব্বে ঐ মন্দিরকে এমত বিনাশ করিয়াছিল যে এক প্রস্তরের উপর অন্য প্রস্তর রহিল না। আদৌ তথায় মন্দির নাই, তাহার মধ্যে, মহম্মদের প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

বিস্তৃত * যে ৭ পৃথিবীকে একটি মটরের ন্যায় অনায়াসে গিলি-তে পারে। অনন্তর তিনি ষষ্ঠ স্বর্গে আর এক দূত দর্শন করেন, তাহার শরীরের অর্দ্ধভাগ অগ্নি আর অর্দ্ধভাগ বরফ্, কিন্তু ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না এবং বরফও গলে না। শেষে সপ্তম স্বর্গে যাইয়া আর এক জন দূতকে দেখিলেন, তাহার ৭০ সহস্র মস্তক ও প্রতিমস্তকে ৭০ সহস্র বদন, প্রতিবদনে ৭০ সহস্র মুখ, প্রতি মুখে ৭০ সহস্র জিহ্বা, প্রতিজিহ্বায় ৭০ সহস্র ভাষা আছে। পরে লেখে, মহম্মদ পরমেশ্বরকে দর্শন করিলেন, আর তিনি তাঁহাকে জগতের রত্ন নাম দিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। তদনন্তর মহম্মদ পুনরায় সেই জন্তুতে আরোহণ করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। আরও কথিত আছে, রাত্রির দশমাংশের একাংশ মধ্যেই মহম্মদের গমনাগমন হইয়াছিল।

ঐ স্বর্গারোহণের বিবরণ কোরানের মধ্যে অতি সংক্ষেপে লিখিত আছে। মহম্মদ মিত্র লোকদিগকে প্রবৃত্তি দিতে পরদিন স্বর্গারোহণের কথা প্রকাশ করিলেন, তাহাতে কেহ২ তাঁহাকে উপহাস করিল, ও কেহবা তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিল। ইদা-নীন্তন বিজ্ঞ অনেক মুসলমানেই তাহা স্বপ্ন জ্ঞান করেন। ফলতঃ মহম্মদের মুখামৃতে যে এক কূপের তিক্ত জল মিষ্ট ও এক জন খোঁড়ার পা ভাল ও উৎক্ষিপ্ত চক্ষুঃ সুস্থ হইয়াছিল, ইত্যাদি গল্প সকল তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আবুবকর ঐ স্বর্গারোহণের বিষয়ে বিশ্বাস করিতেন, নতুবা মহম্মদের ধর্ম্ম

* মুসলমানেরা স্বর্গদূত বিষয়ক অনেক অসম্ভব কথা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা কহে, ঈদৃশ দূত আছে যাহাদের নেত্র বারিতে জাহাজ ভাসিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

এক কালে লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি প্রধান বণিক্ ও বিচারজ্ঞ ছিলেন, পরে মুসলমানদের প্রথম খালীফা হয়েন। তিনি মক্কাতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রকাশার্থ দশ সহস্র টাকা প্রদান করিলেন, এবং মদীনা গমন কালে মহম্মদকে অনেক ধন দিলেন। ছয় জন মান্য লোক আবুবক্করের প্রবৃত্তিদ্বারা মহম্মদের শিষ্য হইলেন; তাঁহারা সদ্বংশ জাত ও অতি ধনি বণিক্ এবং কর্ম্মঠ হইলে তাঁহাদিগের সাহায্যে মহম্মদের রাজ্য পশ্চাৎ স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৬১৫ সালের পূর্ব্বে মহম্মদের ৫০ জন শিষ্য ছিল; তাহাদের মধ্যে প্রায় তিন অংশ স্ত্রী লোক। ঐ শিষ্যেরা সকলে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত। কেহ ২ তণ্ডুল ও কেহ ২ কলাই ও কেহ বা দ্রাক্ষারস বিক্রয় করিত, এবং কেহ লোহার মিস্ত্রী, কেহ কসাই, ও বাদ্যকর ছিল। তাহারা পূর্ব্বেও এক মাত্র পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিত, আর প্রথমে নীচ কর্ম্ম করিয়াও পরে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ টাইফ নগরহইতে প্রত্যাগমনের পর প্রকাশ্য রূপে বিদেশীয় লোকদিগের নিকটে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এবং এক ঈশ্বরের বিষয়ে কএকবার ঘোষণা করিলেন। তিনি মক্কাস্থ লোকদের নিকটে পূর্ব্বে অনেকবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমনের পর অধিক করেন নাই। মহম্মদ এক স্বর্গের বিষয়ে প্রকাশ করিতেন, যে তাহাতে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ও মধুর নদী আছে, আর বৃক্ষ সকল গৃহাগত হইয়া ফল পুষ্প দান করে। এবং সে স্থানে এক উনুই আছে, তাহার নিকটস্থ প্রস্তর সকল মণির ন্যায়, ও তাহার মৃত্তিকা কর্পূর তুল্য, এবং শয়নাগার মৃগনাভিদ্বারা নির্ম্মিত।

মহম্মদের ও খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গে পারমার্থিক সুখ আছে, এবং ঈশ্বর ধ্যানে অসীম সন্তোষ জন্মে; পরন্তু মহম্মদের স্বর্গ শিব লোক তুল্য, তথায় পবিত্রতা ও পারমার্থিক সন্তোষ নাই।

মহম্মদ নরকের বিষয়ে ঘোষণা করিতেন, যে তথায় উষ্ণ জল-ধারা নারকিদের মস্তকে পড়িবে, ও সেই জলদ্বারা তাহাদের উদরের নাড়ী সকল গলিত হইবে, এবং তাহারা লৌহ যষ্টিদ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইবে। নরকগামিদিগের পক্ষে অগ্নিকণাই গৃহ বোধ হইবে, এবং তাহাদের ভক্ষণীয় বস্তু শিয়ালকাঁটা মাত্র।

মহম্মদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা মেলায় ধর্ম্মের বিষয় ঘোষণা করিতেন। তিনি বিদেশীয় তীর্থ যাত্রিকদিগের সহিত অনেক কথোপকথন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাহারা আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আমি তাহাদিগকে স্ব ২ দেশের রাজত্ব প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া বিদেশীয়েরা মহম্মদকে কহিল, তোমার স্বদেশীয় লোকেরা তোমাকে বিশ্বাস করে না, আমরা কী প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারিব?

ইঞ্জীলে লেখা আছে, এক সময়ে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া উচ্চপদ চাহিলে তিনি তাহাদিগের কাছে অতি শিশু এক বালক আনিয়া কহিলেন, তোমরা এই বালকের মত নম্র ও সুশীল না হইলে স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইবা না। এই উপ-দেশ মহম্মদের উপদেশহইতে কেমন পৃথক্।

যীশু খ্রীষ্ট আপন দ্বাদশ শিষ্যকে যে শক্তি প্রদান করিয়া-ছিলেন, মহম্মদ সেই রূপ শক্তি প্রদান করণাভিলাষে দ্বাদশ জন শিষ্যকে মনোনীত করেন, এবং তাহাদের প্রতি অন্য কাহারও

দ্বেষ না জন্মে একারণ কহিলেন, "জিব্রীয়েল দূত ঐ ব্যক্তিগণ-কে মনোনীত করিতে আমাকে কহিয়াছেন।" এই কর্ম্মদ্বারা মুসলমান রাজ্যের মূল স্থাপন হয়। পরে মহম্মদ খড়্গদ্বারা রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি কহিয়াছিলেন, "শান্তিদ্বারা সকলকে জয় কর;" এখন কহিলেন, "অবিশ্বাসি-দিগকে যুদ্ধদ্বারা পরাজয় করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদন কর, এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ কাটিয়া ফেল।" 'যীশু খ্রীষ্টের ও মহম্ম-দের ক্রিয়াতে অনেক বিশেষ। যীশু খ্রীষ্ট বদ্ধ হইলে পিতর খড়্গ ধারণ করিয়া যখন তাঁহাকে রক্ষা করিতে যায়, তখন তিনি কহিলেন, "তুমি খড়্গ খাপে রাখ, কারণ যে তাহা গ্রহণ করিবে সে স্বয়ং হত হইবে।"

মহম্মদ এক দিন রাত্রি কালে সভা করিয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করত ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সকলকে যুদ্ধ করিতে কহেন; ঐ সভায় এক জন চর ছিল, সে সকল অবগত হইয়া কোরেশদিগকে জানাইলে, পরদিনে তাহারা ঐ সভাস্থ সকলকে তাড়না করিতে লাগিল।

মহম্মদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া অধিক ফল লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ঐ সময়াবধি এক নূতন রীতি প্রকাশ করিলেন। মদীনাতে অনেক বণিক্ লোক বাস করিত; তাহারা মক্কাস্থ ব্যবসায়িদিগের প্রতিবাদী হইয়াছিল। তথায় অনেক পাষণ্ড খ্রীষ্টিয়ানও ছিল, তাহারা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিত। আর মূসার সময় অবধি তথায় অনেক যিহূদীয় লোক বাস করিয়াছিল। মদীনা নগরস্থ অনেক আরবীয় লোকেরা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করিয়া সেই সময়ে অন্য

ধর্ম্ম অন্বেষণ করিতেছিল; মহম্মদ তন্নগরীয় সম্ভ্রান্ত তীর্থ যাত্রিকদিগকে ধর্ম্ম ঘোষণা শ্রবণার্থ আহ্বান করিলে তাহারা তাঁহার সদ্বক্তৃতা শুনিয়া মুসলমান ধর্ম্ম মূসার ব্যবস্থার সমান বুঝিয়া ও তাঁহার সাহস দেখিয়া ত্বদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। কিছু দিন পরে মহম্মদের নব শিষ্যেরা মদীনা নগরে প্রত্যাগমন করে। মহম্মদ তাহাদের সহিত এক জন নিপুণ ধর্ম্মশিক্ষক প্রেরণ করিলেন। পরে প্রতিমাপূজক লোকেরা মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিলেও ঐ ধর্ম্ম ক্রমে২ সেই স্থানে বিস্তৃত হইতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে রাজপুত জাতিদের ন্যায় এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে আপনাদের ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া বধ করিত। এক বৎসর পরে আকবা নামক পর্ব্বতে মহম্মদের সহিত মদীনা নগরবাসি দ্বাদশ জনের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, আমরা প্রতিমাপূজা চুরি এবং সন্ততি হত্যা আর করিব না। তাহারা আরও এই শপথ করিল, আমরা লম্পটতাচরণ করিব না, এবং মহম্মদে বিশ্বাস করিব। এই দিব্যেতে যুদ্ধের কথা না থাকাতে লোকেরা তাহাকে স্ত্রীশপথ কহিত।

তাহার পর বৎসরে মহম্মদীয় ধর্ম্মাক্রান্ত ৭২ জন পুরুষ ও দুই স্ত্রী মদীনাহইতে ৫০০ শত পৌত্তলিক তীর্থ যাত্রিকদিগের সহিত মক্কায় গমন করে; তথায় যাইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় মহম্মদের সভায় উপস্থিত হয়। মহম্মদের পিতৃব্য আবাস দেবপূজক হইয়াও তাঁহাকে স্ববংশ্য বলিয়া রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহারা দিব্য করিয়া কহিল, যে রূপে সন্তান ও স্ত্রীকে রক্ষা করিতে হয়, সেই রূপে তোমাকে রক্ষা করিব।

ঐ দিব্যে মহম্মদ হৃষ্ট হইয়া তাহাদিগের হস্তে আপন হস্ত দিয়া কহিলেন, এক্ষণে সকল বস্তুতেই আমাদিগের সমান অধিকার, অর্থাৎ তোমাদিগের রক্ত ও মাংস আমার, এবং আমার রক্ত ও মাংস তোমাদিগের।

মহম্মদের শিষ্যগণ কোরেশ লোকহইতে নানা তাড়না ও যন্ত্রণা পাইয়া সুযোগে মদীনায় পলায়ন করিল, কিন্তু মহম্মদ তিন মাস মক্কায় থাকিলেন। কোরেশেরা প্রকাশরূপে সভা করিয়া আবু-জালের পরামর্শানুসারে স্থির করিয়াছিল যে মহম্মদ বদ্ধ কি দেশান্তরীকৃত ইহলে তাহার ধর্ম্ম বিস্তার পাইবে, অতএব তাহাকে একেবারে বধ করা যাউক; এবং কোন জাতীয়েরা দোষী না হয়, তন্নিমিত্তে সকল জাতির এক২ জন ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। এতদভিপ্রায়ে কোরেশেরা এক দিবস রাত্রি কালে মহম্মদের গৃহ বেষ্টন করিল। আলী চর প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় হরিদবর্ণ শালদ্বারা এক কাষ্ঠকে আচ্ছাদিত করিয়া মহম্মদের শয়ন স্থানে রাখিলেন। পরে মহম্মদ বাটীর পশ্চাৎ-ভাগের প্রাচীর দিয়া আবুবকরের গৃহে গমন করিলেন, এবং তথাহইতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মক্কাহইতে ২।। ক্রোশ অন্তর তৌর নামক পর্ব্বতের গর্ত্তে পলায়ন করিয়া রহিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে কোরেশেরা মহম্মদের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল আলিকে দেখিতে পাইল, তাহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহুতর অন্বেষণ করিয়া কহিল, যে ব্যক্তি মহম্মদকে ধরিয়া দিবে তাহাকে এক শত উষ্ট্র পারিতোষিক দেওয়া যাইবে; কিন্তু সকলের চেষ্টা বৃথা হইল। মুসলমানেরা কহে, কোরেশেরা ঐ গর্ত্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া ইহার মধ্যে কেহ নাই বলিয়া

তন্মধ্যে মহম্মদের অনুসন্ধান করিতে প্রবিষ্ট হয় নাই। তিনি ঐ গর্ত্তে তিন দিন ছিলেন। শিষ্যেরা রাত্রিযোগে মক্কাহইতে আহার আনিয়া তাঁহাকে দিত, এবং সকল সমাচার কহিত। মহম্মদ চতুর্থ দিন রাত্রিতে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন। পথিমধ্যে একজন মক্কাস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও সে তাঁহার কিছু ক্ষতি করিল না; বরং আপন পাগড়ীর কাপড় বরশার উপর দিয়া ধ্বজা করিয়া তাঁহার অগ্রগামী হইল। মহম্মদ দ্বাদশ দিনে মদীনার সমীপে উপস্থিত হইলে ৫০০ লোক তাঁহাকে সেলাম করিতে আইল; তাহাতে তিনি তাল পত্রের ছত্র মস্তকে দিয়া এবং এক হস্তে ধ্বজা ধরিয়া দিগ্‌বিজয়ি সেনাপতির ন্যায় মদীনায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে সকলে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

মহম্মদ মদীনায় যাইয়া এক বাটীর নিচস্থ গৃহে রহিলেন, যেন সকলে আসিয়া অনায়াসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। তাঁহার পঁহুছিবার তিন দিন পরে আলী তথায় উপস্থিত হইলেন; কিছু দিন পরে মহম্মদের পরিবারস্থ সকলও গিয়া পৌঁছিল।

কোরেশেরা তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া অতি তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম অধিক বিস্তার হইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহম্মদ যোদ্ধা ও রাজা।

মুসলমান লোক ঐ ঘটনা অবধি হিজরা নামে মহম্মদীয় সাল গণনা করে। খ্রীষ্টীয় ৬২২ সনে সেপ্তেম্বর মাসের ২৪ তারিখে

হিজরী সাল আরম্ভ হয়। মদীনার নাম পূর্ব্বে যাত্রিব ছিল; কিন্তু এ অবধি 'মদীনা নবী,' অর্থাৎ প্রেরিতের বাসস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মহম্মদ পরমেশ্বরের অর্চনার্থে মদীনা নগরে এক স্থান নির্দিষ্ট করিতে অতি ব্যগ্র হইলেন, তাহাতে এক মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাই তাঁহার প্রথম চেষ্টা হইল। সেই ভূমি পূর্ব্বে এক কবরস্থান ছিল, কিন্তু তত্রস্থ শব সকল স্থানান্তর করাইয়া তিনি এই কর্ম্ম শীঘ্র নির্ব্বাহ করিলেন। মহম্মদ স্বহস্তে মস্‌জীদ আরম্ভ করিলে সকলে সহকারী হওয়াতে একাদশ মাসে তাহা সম্পন্ন হইল। সেই ধর্ম্মগৃহের ভিত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার স্তম্ভ তাল বৃক্ষের গুঁড়ী, ও তালপাতার চাল ছিল, এবং কতক গুলি খর্জ্জুর বৃক্ষ তাহার উপরে ছায়া করিত। প্রথমতঃ, মহম্মদ তাল বৃক্ষে হেলান দিয়া ঈশ্বরবিষয়ক ঘোষণা করিতেন। পরে শ্রোতৃগণের বৃদ্ধি হইলে তিনি সোপানের তিন ধাপে উঠিয়া প্রচার করিতেন। তৎকালে তিনি যিরূশালমের দিগে মুখ ফিরাইয়া প্রার্থনা করিতেন। মস্‌জীদের নিকট মহম্মদ সাদা ও আয়েশা আপন দুই স্ত্রীর নিমিত্তে দুই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

কিছু কাল পরে মহম্মদের নির্ম্মিত উক্ত মস্‌জীদ স্বর্ণ ও মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা অলঙ্কৃত হইল। হারোণ আরসীদ নামক খালীফা ঐ মস্‌জীদ দর্শনার্থ যাত্রা করিলে তাঁহার দুই কোটি বাইট লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল; এই যাত্রায় উষ্ট্রগণ তাঁহার নিমিত্তে যথেষ্ট বরফ বহন করিল।

হিজরার ৭ মাস পরে মহম্মদ আয়েশাকে বিবাহ করিলেন। তৎকালে তাহার বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল, এবং সে কাগজের

পুত্তলিকা লইয়া ক্রীড়া করিত। ইহার তিন মাস পরে ২২ বর্ষ বয়স্ক আলী পঞ্চদশ বর্ষীয়া মহম্মদের ফতেমা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। মহম্মদ অর্থের অভাব প্রযুক্ত আপন উষ্ট্র বিক্রয় করিয়া ফতেমাকে যৌতুক দিলেন। তাঁহার আহার ব্যবহার পূর্ব্বে যেমত ছিল এখনও সেই মত রহিল, অর্থাৎ তিনি খর্জ্জূর ফল ও যবের রুটী ও মধু ও দুগ্ধ মাত্র খাইতেন। প্রতিদিন তিনি আপন গৃহে স্বহস্তে অগ্নি জ্বালাইতেন, ও মেষের দুগ্ধ দোহন করিতেন, আর গৃহ পরিষ্কার রাখিতেন, এবং প্রয়োজন মতে আপনার বস্ত্র ও পাদুকা সেলাই করিতেন। পর্য্যটন কালে তিনি পাথেয় দ্রব্য আপন পরিচারকের সহিত বিভাগ করিতেন, এবং দরিদ্রদিগকে এত দান করিতেন যে শেষে গৃহব্যয়ের জন্যে তাঁহার হস্তে কিছু মাত্র অর্থ থাকিত না।

এই সময়াবধি মহম্মদের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; যিনি পূর্ব্বে পলাতক ছিলেন, অদ্যাবধি তিনি আপন শিষ্যগণের গুরু ও সেনাপতি এবং রাজা হইলেন। দেখ, মহম্মদের সহিত যীশু খ্রীষ্টের কত বিশেষ! যীশু খ্রীষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, "আমার রাজ্য এই জগৎ সম্বন্ধীয় নহে; যদি হইত, তবে যিহূদীয়দের হস্তগত যেন না হই ইহার নিমিত্তে আমার সেবকেরা প্রাণপণ করিত; কিন্তু আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়। মনুষ্য পুত্র পরের সেবা করিতে এবং অনেকের পরিত্রাণের মূল্য রূপ আপন প্রাণ দিতে আসিয়াছেন। খড়্গ স্বস্থানে রাখ, কেননা যে সকল লোক খড়্গ ধারণ করে তাহারাই খড়্গদ্বারা বিনষ্ট হয়।" পরে মহম্মদের সাংসারিক অবস্থার ন্যায়

তাঁহার মতও পরিবর্ত্ত হইল; বিশেষতঃ, তিনি মক্কা নগরে থাকিয়া কোরানের যে২ অধ্যায় প্রকাশ করিলেন, তাহাতে লিখেন, "তর্ক বিতর্ক বিনা আমার অস্ত্র শস্ত্র নাই, এবং আমার খড়্গ কেবল মৃদুতা আছে।" ত্রয়োদশ বৎসরাবধি তিনি পরাক্রম বিহীন হইয়া শান্তির কারণ এইরূপ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এইক্ষণে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি এমত প্রচার করিতে লাগিলেন, "খড়্গই নরক ও স্বর্গের চাবি; এবং দুই মাস উপবাস করণ অপেক্ষা ধর্ম্ম যুদ্ধে এক বিন্দু রক্তপাত করা অথবা অস্ত্রধারী হইয়া এক রাত্রি জাগরণ করা অধিক ফলবান।" তিনি আরও লিখেন, "যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রণে পতিত হয়, তাহার পাপ সকল ক্ষমা হইলে শেষদিনে তাহার দেহ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল ও মৃগনাভির ন্যায় সুগন্ধ হইবে, এবং ছিন্ন হস্ত পদের পরিবর্ত্তে সে স্বর্গদূতের পক্ষ প্রাপ্ত হইবে।"

মূসা এবং যীশু খ্রীষ্ট পরমেশ্বরের প্রেরিত, ইহা তাঁহাদের আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল; অতএব মহম্মদের শত্রুগণ তাঁহাকে কহিত, তুমিও আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলে আমরা তোমাকে ঈশ্বরের প্রেরিত স্বীকার করিব। কিন্তু তিনি আপত্তি করিয়া কহিতেন, "ঈশ্বর এক২ জন প্রেরিতদ্বারা আপনার এক২ গুণ প্রকাশ করিয়াছেন; যথা, মূসা তাঁহার দয়া ও তত্ত্বাবধারকত্ব, আর সুলেমান তাঁহার বুদ্ধি ও মহিমা, এবং যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার যাথার্থ্য ও সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বসামর্থ্য প্রকাশ করিলেন; তথাপি তাঁহাদিগেতে লোকেরা বিশ্বাস করিত না। এই জন্যে পরমেশ্বরের শেষ প্রেরিত যে আমি, আমার হস্তে তৎকর্ত্তৃক খড়্গ সমর্পিত হইয়াছে। অতএব যাহারা এই ধর্ম্ম না মানিবে,

আমার ধর্ম্মঘোষকেরা তাহাদের সহিত কোন তর্ক বিতর্ক না করিয়া তাহাদিগকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিবে। আর যে কেহ সত্য ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করে, সে রণে পতিত হউক বা জয়ী হউক, উত্তম পুরস্কার পাইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

পূর্ব্বে দশরথের পুত্র রামচন্দ্র ভারতবর্ষের দক্ষিণে আসিয়া খড়্গদ্বারা ও ব্রাহ্মণ লোকদের সাহায্যে যে রূপে হিন্দু ধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহম্মদও করিলেন। বিশেষতঃ বর্গিদের ন্যায় আরবদেশ লুটকারি যে বেদুইন্ লোক তাহাদের সহায়তাদ্বারা মহম্মদ আপন ধর্ম্ম বিস্তার করিলেন। তত্রস্থ মনুষ্যগণের নরকভয় অপেক্ষা খড়্গভয় অধিক হওয়াতে প্রায় সকলেই তাঁহার মতাবলম্বী হইল। মহম্মদ নরক যন্ত্রণার বিষয়ে তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিতেন, “নরক ভোগি লোকেরা উষ্ণ ও দুর্গন্ধ জল পান করে, আর উত্তপ্ত আল্কাতরার ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক এক প্রকার তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, এবং বিষাল সর্প বৃশ্চিকাদি তাহাদিগকে সর্ব্বদা দংশন করিলেও তাহা-দিগের মৃত্যু হয় না।”

মহম্মদের দলস্থ লোকেরা শীঘ্র বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিল, যেহেতুক মদীনাস্থ খ্রীষ্টবাদি লোকেরা পরস্পর নানা বৈধর্ম্মের বিষয়ে বিবাদ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মহইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাহা গ্রহণ করিল। ঐ ব্যক্তিরা যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিত না। মহম্মদ আপনার কোরানে মুসা লিখিত ব্যবস্থার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া যিহূদীয়দিগকে বিশ্রাম দিন পালন করিতে এবং উষ্ট্র মাংস ভোজনে বিরত হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার আশা ছিল যে আমি

উহাদিগকে এই রূপে আপন ধর্ম্মে আনিব; কিন্তু শেষে তাঁহার এই আশা নিষ্ফলা হইল। মহম্মদের ইচ্ছা ছিল যে যিহূদীয় লোকেরা আমাকে ত্রাণকর্ত্তা রূপে স্বীকার করে, তাহাতে তিনি যিরূশালম নগরকে আপনার কেব্‌লা অর্থাৎ প্রার্থনার অভিমুখ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। কিন্তু যিহূদীয় লোকদের বিশ্বাস ছিল যে দায়ুদ রাজারই বংশে আমাদের এক জন ত্রাণকর্ত্তার উদ্ভব হইবে, এই কারণ তাহারা মহম্মদের কথাতে বিশ্বাস করিত না, বরং অনেকেই তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মহম্মদ সেই আশা নিতান্ত নিষ্ফলা দেখিয়া যিরূশালম নগরের পরিবর্ত্তে মক্কা নগরকে মুসলমানদের কেব্‌লা নিরূপণ করিলেন, এবং তৎপরে যিহূদীয় লোকদিগের সহিত আর প্রণয় করিতেন না।

যিহূদীয়েরা তূরী শব্দদ্বারা ও খ্রীষ্টিয়ানেরা ঘন্টাদ্বারা মনুষ্যদিগকে প্রার্থনার্থে আহ্বান করিত; কিন্তু মহম্মদ মস্‌জীদের ছাতহইতে মনুষ্য রবদ্বারা আপন মতাবলম্বিদিগকে আহ্বান করিবার নিয়ম স্থির করিলেন। "ঈশ্বরই মহান্ ৩! ও আল্লা ব্যতিরেকে ঈশ্বর নাই, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত," এই কথা প্রতি দিন পঞ্চবার উচ্চৈঃস্বরে বলিতে হয়; আর "নিদ্রাহইতে প্রার্থনা ভাল ২!" এই কথাও প্রত্যূষে প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন।

সেই কালে মক্কা ও মদীনা নগরস্থ মুসলমানেরা দুই দলে বিভক্ত হইল। মক্কানিবাসিরা প্রথমে মহম্মদের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল, এবং মক্কাহইতে পলায়ন করিবার সময়ে মদীনাস্থ লোকেরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া স্বীয় নগরে রক্ষা করিয়াছিল; এই দুই কারণোপলক্ষে তাহারা পরস্পর ঈর্ষ্যা করিয়া কলহ

করিতে লাগিল। মহম্মদ সকলের সম্মিলন করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগকে এক নূতন ভ্রাতৃত্ব রূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; যথা, কতগুলিন মক্কাস্থ লোক এবং তৎসংখ্যক মদীনা নিবাসি ইহারা তাঁহার পরামর্শানুসারে প্রত্যেকে দুই২ জন করিয়া এমত সম্বন্ধ স্থির করিল, যে আমি তোমার উত্তরাধিকারী হইব, অথবা তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইবা, আর আমরা কুশলে ও অকুশলে পরস্পর উপকার করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্তে একত্র হইয়া যুদ্ধ করিব, ইত্যাদি। কুটুম্বের বন্ধনহইতেও এই মিত্রতা দৃঢ়তর হইল। এই নিয়ম বদরের সংগ্রাম পর্য্যন্ত থাকিয়া পরে দুই দল একত্র হইল। তৎপূর্ব্বে ঐ মক্কাস্থ পলাতকেরা নিষ্কর্ম্ম প্রযুক্ত লুট করত কাল ক্ষেপণ করিত।

কোরান স্বর্গহইতে প্রেরিত হইয়াছে, ইহা স্মরণার্থে মহম্মদ রমজান মাসে উপবাস করিবার বিধান করিলেন। তিনি এই মাসে মুসলমানদিগকে দিবসে আহার করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা যে পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ সূত্রের ভিন্নতা দেখিতে পাও, সে পর্য্যন্ত কিছু খাইও না।" তাহাতে তাহারা সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া রাত্রে উত্তম আহারাদি করত সুখে যাপন করে।

মহম্মদ যুদ্ধের বিষয়ে যাহা কোরানে লিখিয়াছিলেন, তাহা অধিক কাল নিষ্ফল রহিল না।

প্রথমতঃ, তাঁহার দুই শত সৈন্য মাত্র ছিল। তৎকালে তিনি শিষ্যগণকে কেবল আপন২ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবার আজ্ঞা দিতেন। কিন্তু একাদশ মাস পর্য্যন্ত মদীনা নগরে থাকিয়া তত্রস্থ মস্‌জীদ নির্ম্মাণ সমাপ্ত করিলে পরে মহম্মদ সত্তর জন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া আপনি প্রথম যুদ্ধ যাত্রা

করেন। এক মাস পরে তিনি দুই শত সেনা সঙ্গে লইয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিলেন; এ রূপে ক্রমে ২ তাঁহার সৈন্য দল বৃদ্ধি হইল, কিন্তু প্রথমতঃ তাহারা লুটিত দ্রব্য অধিক পাইত না। পরে আবদুল্লা নামে তাঁহার সেনাপতিকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করাতে তদধীন অনেক সৈন্যেরা পুণ্য মাসে তীর্থ যাত্রিদের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া স্থানে ২ লুট করিল, তাহাতে তাহারা আঙ্গুর ও চর্ম্ম ইত্যাদি অনেক দ্রব্য পাইল। মহম্মদের অন্য শিষ্যগণ ইহা শুনিয়া বচসা করিয়া কহিল, পুণ্যমাসে যুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়; কিন্তু তিনি কোরেশ জাতীয়দিগের বাণিজ্য নষ্ট করিতে দৃঢ় মানস করিয়া এই এক নূতন ব্যবস্থা কোরানের মধ্যে লিখিলেন, "পুণ্যমাসে বধ করণাপেক্ষা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করা মন্দ।" তিনি এই ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া তাবৎ লুটিত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ আপনি গ্রহণ করিতেন।

হিজরার দ্বিতীয় বৎসরে মহম্মদ স্বশিষ্যগণ লইয়া তিনবার কাফিলা অর্থাৎ যাত্রিক বাণিজ্যকারিদের দলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা লুট ও সমর করণে সর্ব্বদা উৎসুক, এবং আপনি কোরেশদিগের প্রতি দ্বেষশালী ছিলেন। মদীনাহইতে আট দিনের পথ দূরে বদর নামক ক্ষুদ্র নগরে এক উনুই ছিল, তাহার নিকটে কাফিলা সকল বিশ্রাম করিত। আবুসুফিয়ান সুরিয়া দেশহইতে এক সহস্র উষ্ট্র লইয়া ঐ স্থান দিয়া আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া মহম্মদ কূপ সকলের নিকটে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিলেন, যেন কোন ব্যক্তি তাহাহইতে জল তুলিতে না পারে। সে সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে বালুকা সকল

সার্দ্র ছিল, এবং প্রচণ্ড প্রতিকূল বায়ু বহন করাতে আবুস্থফি-য়ান প্রভৃতির আগমন বড় দুষ্কর হইল। মুসলমানদের পদাতিক কেবল ৩০৫ জন, ও তাহাদিগের সঙ্গে ৭০ উষ্ট্র এবং দুই ঘোটক মাত্র। কোরেশদের দলে ৮৫০ পদাতিকগণ এবং ৭০০ উষ্ট্র ছিল; কিন্তু তাহারা মুসলমানদের ন্যায় সাহসিক ছিল না, এবং এক জন কহিল, মৃত্যুই মহম্মদীয় লোকদের সহচর, আর যুদ্ধ বিনা উহাদের কোন কর্ম্ম নাই।

মহম্মদ যুদ্ধের আরম্ভে এক কুটীরে গিয়া প্রার্থনা করিলেন; পরে সমরের মধ্যে কতক গুলিন চকমকির প্রস্তর কোরেশ-দিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে ব্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন হও।" তিনি আরও কহিলেন, "হে শিষ্যগণ নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর; কারণ তোমাদিগের খড়্গের ছায়াতে স্বর্গের দ্বার আছে, এবং জিব্রীয়েল এক সহস্র স্বর্গীয় দূত লইয়া তোমাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন।" মহম্মদের শিষ্যেরা এই প্রবৃত্তিজনক বাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার শৌর্য্য দেখিয়া অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক যুদ্ধ করত শত্রুদিগকে পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করিল। এক জন অতি সাহসিক মুসলমানের বামবাহু ছিন্নপ্রায় হইলেও সে যুদ্ধ করিতেছিল; কিন্তু ঐ বাহুতে ব্যাঘাত হইবায় সে তাহা ছিড়িয়া ক্ষেপণ করত পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইতে লাগিল। আর এক জন মহম্মদের মুখে শুনিয়া-ছিল, যে ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বাসবর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক সমরে শত্রুদিগের নিকট যায়, তাহার প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন; ইহাতে সে স্ববর্ম্ম খুলিয়া শত্রুগণের প্রতি আক্রমণ করিলে শত ২ বল্লমদ্বারা আহত হইয়া মরিল।

উক্ত যুদ্ধে সর্ব্বসুদ্ধ ৭০ জন দেবপূজক এবং ১৪ জন মুসলমান হত হইয়াছিল; তম্মধ্যে আলী স্বহস্তে ১১ জন দেবপূজককে হত্যা করেন। মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্য সকলে লুটিত দ্রব্যাদি তুল্যাংশ করিয়া পরস্পর বিভাগ করিলেন; কিন্তু ইহার পর তিনি আপনার ও দরিদ্রদিগের নিমিত্তে যুদ্ধে লুটিত দ্রব্য সকলের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিতেন।

আবুজাল নামে মহম্মদের এক পিতৃব্য হত কোরেশদের মধ্যে ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। বন্দিদের মধ্যে মহম্মদের উপহাসকারি নাদর নামে এক জন পণ্ডিত ছিল; তাঁহার আদেশানুসারে তাহার মস্তক ছেদিত হইল। আর পূর্ব্বে আখবা নামে এক জন পাগড়ী খুলিয়া মহম্মদকে স্বহস্তে ফাঁসি দিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছিল, মহম্মদ ঐ সময়ে তাহাকে বন্দিদের মধ্যে দেখিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সে কহিল, হায়! কে আমার সন্তানদিগের প্রতিপালন করিবে? মহম্মদ উত্তর করিলেন, নরকাগ্নি। আর এক বন্দী পূর্ব্বে কহিয়াছিল, কোরান কেবল পারস্য দেশের গল্প মাত্র; এই দোষ প্রযুক্ত মহম্মদ তাহাকেও নষ্ট করিলেন। ইহাতেই যীশু খ্রীষ্ট ও মহম্মদের ব্যবহারের মধ্যে কত প্রভেদ, তাহা দেখ। ফলতঃ যে সময়ে যীশু ক্রুশার্পিত হয়েন, তখন তিনি আপন হত্যাকারিদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, “হে পিতঃ! উহাদিগকে ক্ষমা কর।”

বদরের সংগ্রামের লুটে অনেক২ দ্রব্যাদি পাওয়া গেল, তাহাতে মুসলমানেরা ধনবান ও যশস্বী হইল তাহা কেবল নয়, বরং আপনাদের ধর্ম্ম বিস্তীর্ণ করিবার উপায়ও কল্পিল।

হিজরার তৃতীয় বৎসরে মহম্মদ ওমারের কন্যা হাসা এবং জেনাব এই দুই বিধবাকে বিবাহ করিলেন। পরে তিনি নানা যুদ্ধেতে প্রবর্ত্ত হইয়া অনেক বিভব প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। যে সেনারা লুট করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছিল, মহম্মদ তাহাদিগকে ধর্ম্মসাক্ষী রূপে বিখ্যাত করিলেন।*

মহম্মদ এই প্রকারে দিগ্বিজয়ী হইয়া যিহূদীয়দের প্রতিফল দিতে স্থির করিলেন। তাহাদের অসমা নাম্নী এক জন স্ত্রী লোক মহম্মদের প্রতিকূলে কএক শ্লিষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে ওমার মহম্মদের প্ররোচনা বাক্যে তাহাকে পর্য্যঙ্কোপরি রাত্রি কালে হত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালীন প্রার্থনানন্তর মহম্মদ এই কথা শুনিয়া ওমারকে পরমভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিলেন। তাহার কিছু দিন পরে ওমারের পুত্র ১২০ বৎসর বয়স্ক আর এক জন যিহূদীয় লোককে * হত্যা করিল। ঐ ব্যক্তি মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া কতক গুলি শ্লিষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিল।

আর এক জন যিহূদীয় লোক এক মুসলমানী স্ত্রীকে মুখাচ্ছাদন খুলিতে কহিলে সে অসম্মতা হইল, তাহাতে যিহূদী তাহাকে অসম্ভ্রম করিলে এক জন মুসলমান তাহাকে বধ করিল। পরে মদীনার নিকটবর্ত্তী অন্য যিহূদীয়েরা আসিয়া ঐ হত্যাকারিকে মারিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া মহম্মদ যিহূদীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দুর্গ ১৫ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিলেন; পরে তাহারা তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সমস্ত ধন লইয়া তাহাদিগকে স্থরিয়া দেশে পাঠাইলেন।

* ওয়াকিদী।

মহম্মদের যে শত্রুগণ বদরের যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহাদের প্রশংসার্থে কাব্ নামে আর এক জন যিহূদীয় লোক কতক গুলি কাব্য রচনা করাতে মহম্মদ ২। ৩ মাস পরে এক দল দস্যু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের গমন কালে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন! পর দিন প্রাতে দস্যুরা কাবের মস্তক মহম্মদের নিকট আনিয়া দিলে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর প্রশংসিত হউন! মহম্মদ সেই সময় অবধি যিহূদীয় লোকদিগকে আরব দেশে বাস করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা নিবুখৎনিৎসরের রাজত্বকাল অবধি তথায় বাস করিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি ধনবান্ বণিক্ ছিল।

কোরেশ জাতীয় তিন সহস্র সৈন্য উক্ত কাব নামক যিহূদীয় কবির শ্লিষ্ট কাব্যদ্বারা উৎসাহযুক্ত হইয়া মদীনা আক্রমণার্থ গমন করিল। তৎকালে হেণ্ডা নাম্নী এক জন আর পঞ্চদশ স্ত্রীলোক মাদল বাদ্য করত এবং বদর সংগ্রামে হত লোকদের উদ্দেশে বিলাপ করিতে ২ স্বজাতীয় সৈন্য সকলকে প্রবৃত্তি দিল। মহম্মদ আপনি ৭০০ সাত শত সৈন্য লইয়া মদীনাহইতে দুই ক্রোশ অন্তরে ওহদ নামক পর্ব্বতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থে গমন করেন। তখন অনেক সেনা ও যিহূদীয় লোক মহম্মদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মুসলমানদিগের রণধ্বনি "মৃত্যু," ও কোরেশদিগের রণধ্বনি "অজিয়া হোবাল" এই মাত্র ছিল। খালিদ ও আমরু মুসলমানদিগের সেনাপতি ছিলেন। মহম্মদ আপনার এক বন্ধুকে স্বীয় খড়্গ সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, এই অসি ভগ্ন কিম্বা বক্র না হইলে

ত্যাগ করিও না। ঐ খড়্গের উপরে এই কথা খোদিত ছিল, "কাপুরুষতাহইতে লজ্জা জন্মে; অগ্রসর হওনে যশ লাভ হয়, এবং পলায়নদ্বারা অদৃষ্টের ফল এড়ান যায় না।" মহম্মদের পাগড়ীতে এই লিপি ছিল, "ঈশ্বরহইতে উপকার হয়, পলাতক ব্যক্তি নরকহইতে কখনই পলাইতে পারিবে না"। পরে তিনি সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিলেন। প্রথমে মুসলমানেরা জয়ী হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদিগের কতক গুলিন সৈন্য মহম্মদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া লুন্টনাশয়ে স্বীয় শ্রেণী পরিত্যাগ করিলে বিপক্ষ সৈন্যগণ পশ্চাতে আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিল। মুসলমানেরা ঐ রূপ আক্রমণে এবং বায়ুর প্রতিকূলতায় সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাতে মহম্মদ স্বসৈন্য লইয়া অতিসাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াও পরিশেষে আহত ও রক্তাক্ত কলেবর হইয়া ঘোটকহইতে এক গর্ত্তে পতিত হন। তৎকালে তাঁহার বদনে দশ বর্ষাঘাত ও তাঁহার সম্মুখের এক দন্ত ভগ্ন ও ওষ্ঠ ছিন্ন হইয়াছিল। মহম্মদের সদৃশাকৃতি এক জন ধ্বজাবাহক তৎকালে হত হইলে, মুসলমানেরা তাহাকে মৃত দেখিয়া মনে করিল, মহম্মদ হত হইয়াছেন; ইহাতে তাহারা সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন এক ব্যক্তি চেঁচাইয়া কহিল, যদিও মহম্মদের মৃত্যু হইয়া থাকে, তথাপি মহম্মদের ঈশ্বর জীবিত আছেন। হত সৈন্যগণের মধ্যে মহম্মদ ভূমিতে পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিহিত বর্ম্মদ্বয় ও সতেজ চক্ষু দেখিয়া মুসলমান লোকেরা তাঁহাকে জীবিত জ্ঞানে তুলিয়া লইয়া গেল। ঐ সংগ্রামে কোরেশেরা জয়ী হইয়া মৃত মুসলমান সৈন্যদিগের

নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া আপনাদের কণ্ঠে নাসিকার মালা ও হস্তে কর্ণের মালা গাঁথিয়া দিল।

ওহদ রণে মহম্মদের পিতৃব্য হামজা আর ৭০ জন মুসলমান সেনা এবং শত্রুদের মধ্যে ২৩ জন হত হয়। হামদা নাম্নী এক জন স্ত্রী উক্ত হামজার হৃদয় বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করিল। মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, কোরেশেরা ইহা বোধ করিয়া তৎকালে মদীনায় গমন করে নাই, নতুবা একেবারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম লোপ করিতে পারিত।

মদীনাস্থ লোকেরা পরাজয় মানিয়া ক্রুদ্ধ ও ত্রস্ত হইলে মহম্মদ তাহাদিগকে শান্ত করণার্থে কহিলেন, সকলের "মৃত্যু-কাল নিরূপিত আছে, তাহাতে পলায়ন করিলে কেহ নিস্তার পাইবে না। আর যাহারা ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়া মৃত হয়, তাহারা স্বর্গে গিয়া প্রত্যেকে ৭২ হূরী-কিনা অপ্সরীকর্তৃক সেবিত হইয়া ধর্ম্মজয়ির মুকুট প্রাপ্ত হইবে, এবং এক প্রকার সবুজ পক্ষির গলার থলিতে বাস করিবে। ঐ অপ্সরীদিগের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও উত্তম মুক্তার সদৃশ উজ্জ্বল, এবং তাহাদের শরীর কস্তুরীতে নির্ম্মিত।" মহম্মদ মৃত সৈন্যদিগের উদ্দেশে তাহাদের আত্মীয়দিগকে রোদন করিতে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু শোকে কেশ ও বস্ত্র ছিঁড়িতে নিষেধ করেন; তিনি কহিতেন, "সমরে সংহত ব্যক্তিরা স্বর্গস্থ হইয়া পরম সুখে থাকে। কেহ নিরূপিত কালের পূর্ব্বে মরে না; কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করুক কিম্বা যুদ্ধে সমুপস্থিত হউক, অবশ্য মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

ওহদ রণের কিছু কাল পরে মহম্মদ হাবেশ দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত পলাতকের স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তাহার চারটী সন্তান ছিল।

হিজরার চতুর্থ বৎসরে, মহম্মদ দ্যূত ক্রীড়া ও শূকর মাংস ভক্ষণ, ও শর পরীক্ষা, ও প্রতিমূর্ত্তি খোদন এবং দ্রাক্ষারস পান, এই সকল কর্ম্ম নিষেধ করেন। কথিত আছে, দ্রাক্ষারস পান নিষেধের কারণ এই, তিনি এক দিবস কোন বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হওত দেখিলেন, আগত লোক সকলে একমনা হইয়া আমোদ পূর্ব্বক দ্রাক্ষারস পান করিতেছে; কিন্তু পর দিবস প্রত্যাগমন করিয়া পথিমধ্যে পতিত রক্তদ্বারা অবগত হইলেন যে তাহারা উন্মত্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ পূর্ব্বক রক্তারক্তি হইয়াছে; ইহাতে মহম্মদ দ্রাক্ষারসকে শয়তানের যন্ত্র বলিয়া তাহা পান করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি আজ্ঞা করিলেন, যে ব্যক্তি এই রস পান করিবে, তাহাকে অশীতিবার কোড়া প্রহার করা যাইবে। এই হেতু অনেক ২ আরবীয়েরা তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, কিন্তু অন্যান্য কতিপয় লোক তাহা গ্রহণ করিল।

কিছু কাল পরে মহম্মদের প্রিয় বন্ধু আব্দাল্লা তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা সুফিয়ান ইবন খালেদ তাঁহার শত্রুকে গোপনে বধ করিলে মহম্মদ তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় হস্তের যষ্টি পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, এই যষ্টি স্বর্গে তোমার অবলম্বন হইবে, আমি ইহাদ্বারা পুনরুত্থানের দিনে তোমাকে চিনিয়া লইব। আব্দাল্লা অতি সমাদর পূর্ব্বক যষ্টি গ্রহণ করিয়া চিরকাল ব্যবহার করিতেন, পরে * মৃত্যুকালে

---

* ইবন মিশক।

তাহা আপনার কবরে দিতে আজ্ঞা করিলেন। মহম্মদ আবু সুফিয়ানকেও বধ করণার্থ মক্কা নগরে আমরু বেন ওমিয়াকে প্রেরণ * করেন, কিন্তু ইহা প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল।

এই সময়ে মদীনার সন্নিকটস্থ যিহূদীয় এক জাতি বিবাদ নিষ্পত্তির ছলে মহম্মদকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন কালে তাঁহার মস্তকে যাঁতা ফেলিয়া মারিবার কুমন্ত্রণা করিল, কিন্তু মহম্মদ এক জন বন্ধুর নিকটে ইহা জ্ঞাত হইয়া পলায়ন করিলেন। পরে তিনি প্রকাশ করিলেন, আমি এ বিষয় ঈশ্বরদ্বারা অবগত হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। কিছু দিন পরে তিনি সৈন্যগণ লইয়া যিহূদীয়-দিগের দুর্গ আক্রমণ করিলে তাহারা বশীভূত হইল। মহম্মদ তাহাদিগকে দেশান্তর করিয়া খয়বার প্রদেশে পাঠাইলেন, কিন্তু প্রত্যেককে এক ২ উষ্ট্রের বোঝার অতিরিক্ত সম্পত্তি সঙ্গে লইতে নিষেধ করিয়া মক্কাহইতে যাহারা তাঁহার সহিত পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ঐ সকল লুটিত ধন বাঁটিয়া দিলেন। তদবধি তিনি তাবৎ যিহূদীয়দিগকে অবিশ্বাস করত তজ্জাতীয় নিজ সর্ব্বাধ্যক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া এক জন আরবীয় লোক-কে ঐ পদে নিযোগ করিলেন, এবং যিহূদীয় লোকদিগের সহিত পত্রাদিদ্বারা কথোপকথন করণার্থে সুরিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাকে অনুমতি দিলেন।

হিজরার চতুর্থ বৎসরে মহম্মদ সুরিয়া দেশের নিকটস্থ অঞ্চলে যুদ্ধ করিয়া অনেক কাফিলার দ্রব্য লুট করিলেন।

---

* তারীখ এল্‌খাসিমী ও সিরৎ এরাকাল।

পঞ্চম বৎসরে তিনি এক দল দেবপূজককে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের কতিপয় লোককে বধ করিয়া দুই শত জনকে বন্দি করিয়া লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগের এক সহস্র উষ্ট্র ও পাঁচ সহস্র মেষ লুট করিয়া লইলেন। পরে তিনি ঐ বন্দিদিগকে বিক্রয় করিতে গেলে তাহাদের মধ্যে বারা নাম্নী এক অধ্যক্ষের কন্যা স্বীয় মূল্য দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার মূল্য অধিক হওয়াতে সে তাহা ন্যূন করণার্থে মহম্মদের নিকটে প্রার্থনা করিল। মহম্মদ তাহার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া কহিলেন, তোমার মুক্তির মূল্য ন্যূন হইবেক না, আমি তোমাকে বিবাহ করিব; তাহাতে অধ্যক্ষের কন্যা সম্মতা হইল।

পরে মহম্মদ এক দিন আপন পোষ্যপুত্র জয়েদের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার বনিতার রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হওত তাহাকেও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহার স্বামী জয়েদ পূর্ব্বে মহম্মদের ক্রীত দাস ছিল, এ কারণ সে সম্মত হইল; কিন্তু এরূপ বিবাহ আরব দেশীয় লোকদিগের রীতি বিরুদ্ধ হইলে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, * জিব্রীয়েল দূত আমাকে ইহা অনুমতি দিয়াছেন। এ কথা বলিয়া তিনি অতি সমারোহ পূর্ব্বক উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন।

মহম্মদ যুদ্ধযাত্রা কালে এক জন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; তাহাতে এক সময়ে তিনি আইশাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলে সে কোন কারণ বশতঃ সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইল।

---

* বেইজাবী।

পরে আর এক জন পুরুষ তাহাকে মহম্মদের তাঁবুতে লইয়া গেলে আইশার প্রতি ব্যভিচার দোষের সন্দেহ জন্মিল; তাহাতে মহম্মদ আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ বিষয়ে কী বোধ কর? আলী তাহাকে দোষী করিলেন, কিন্তু মহম্মদ কিছু কাল পরে মৃগীরোগগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, আইশা নির্দোষী বটে, ইহা আমার নিকটে দৈববাণীদ্বারা প্রকাশ হইয়াছে; আর যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষ আরোপ করে সে যদি চারি জন সাক্ষী না দিতে পারে তবে তাহাকে অশীতিবার কোড়া প্রহার করা যাইবে। অতএব উক্ত দোষ প্রযুক্ত * এক জন কবি এবং মহম্মদের এক জন শালী উভয়ই তদ্রূপ দণ্ড পাইল।

কোরেশ ও যিহূদীয় লোকেরা মদীনা আক্রমণার্থে উদ্যত হইলে মহম্মদ চতুর্দিগে পরিখা করিয়া নগর রক্ষা করিলেন। এই পরিখা তিনি স্বহস্তে খনন করিতে লাগিলে সকলের প্রবৃত্তি জন্মিল। ঐ কর্ম্ম ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়াতে দশ সহস্র শত্রু পঞ্চদশ দিবস অবধি নগর আক্রমণ করিলেও তাহাদিগের চেষ্টা বৃথা হইল। এই সময়ে এক দিন আলী আপন পিতৃব্য আমরুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করিলেন; তাহাতে আমরু ভূমিতলে পতিত হইলে তিনি বক্ষঃস্থলে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গদ্বারা তাহার কণ্ঠ ছেদন করিলেন। ধর্ম্মের নিমিত্ত এরূপ কঠোর কর্ম্ম পূর্ব্বে কখন হয় নাই।

মহম্মদের কেবল তিন সহস্র সৈন্য ছিল, এ কারণ তিনি দেবপূজক ও যিহূদীয় লোকদের মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া দিলেন।

---

* ইবন মিশাক।

ইতিমধ্যে শত্রুগণের শিবির প্রচণ্ড বায়ুদ্বারা ছিন্নভিন্ন হওয়াতে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া মদীনাহইতে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধ পরিখার রণ নামে খ্যাত আছে।

শত্রুগণের মধ্যে অনেক যিহুদীয় লোক ছিল; ও তাহারা ছল পূর্ব্বক মহম্মদকে বধ করিতে মন্ত্রণা করিয়াছিল, এই দুই কারণ প্রযুক্ত তিনি তিন সহস্র পদাতিক ও ৩৬ জন অশ্বারোহি সেনা লইয়া খোরাইদা নামক তাহাদিগের নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ঐ নগর ১৪ দিন পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া পরে হস্তগত করিলেন। মহম্মদ খোরা-ইদা নিবাসি সাত শত লোককে বদ্ধ করিয়া মদীনায় আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়াইলেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যখন দেখিলেন যে যিরূশালম নগর ধ্বংস হইবে তখন তিনি রোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু মহম্মদ, যিনি আপনাকে রহীমের রসূল অর্থাৎ দয়ালু ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া জানাই-তেন, তিনি অতি নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক ঐ ৭০০ লোককে হত করেন। ফলতঃ মহম্মদ আপত্তি করিয়া কহিতেন, * যদ্রূপ যিহোশূয়া ঈশ্বরহইতে কিনানীয় লোকদিগের উৎপাটন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি উহাদিগকে হত্যা করিতে অনু-মতি পাইয়াছি। ঐ যিহুদীয়দের লুটিত দ্রব্য তিন শত বর্ম্ম, এক সহস্র বর্ষা, পঞ্চদশ শত ঢাল, এবং প্রচুর দ্রাক্ষারস, ও মিসরী ইত্যাদি। মহম্মদ সে সকলের পঞ্চম অংশ গ্রহন করিয়া আপ-নার সৈন্যগণকে মেষ ও উষ্ট্র সকল ও তিন শত বর্ম্ম দিলেন। অশ্বারূঢ় সেনারা পদাতিকগণহইতে তিন গুণ অধিক পাইল।

* ইবন মিশাক।

ঐ যুদ্ধে যে সকল স্ত্রীলোক ধৃতা হয় তাহাদিগকে মহম্মদ ক্রীতা দাসী করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নেজেড দেশহইতে অশ্ব আনয়ন করিলেন। মহম্মদ ঐ দাসীদিগের মধ্যে রহনা নামে পরমসুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন; কিন্তু বিবাহিতা হইলে আমাকে অন্তঃপুরে সর্ব্বদা বাস করিতে ও ঘোমটা দিয়া থাকিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া সে তাহা অস্বীকার করিয়া মহম্মদের উপপত্নী হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিল।

এই সময়ে মহম্মদের অনুমত্যনুসারে তাঁহার এক জন যিহূদীয় শত্রু বন্ধুভাবে ছলপূর্ব্বক হত হইল। তৎপরে মহম্মদ খোরাইদা দেশস্থ যিহূদীয়দিগকে জয় করিয়া তাহাদের মেষ ও সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইলেন। লুটের আশয়ে অনেক আরবীয় লোক তাঁহার সেনা হইল। মহম্মদ কহিতেন, কাপট্য করা এবং পরিশোধে অপারক হইয়া ঋণগ্রস্ত হওয়া, এই দুই পাপ ব্যতিরেকে আমার শিষ্যগণ অবিশ্বাসি লোকদিগকে বধ করিলে সকল পাপহইতে মুক্ত হইবে। আর তিনি কোরানে আটবার লিখিয়াছেন, অবিশ্বাসিদিগের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিও না।

হিজরার ষষ্ঠ বৎসরে মহম্মদ তিন কারণ প্রযুক্ত মক্কা নগরে তীর্থ যাত্রা করেন। প্রথমতঃ, ঐ স্থানহইতে তিনি অপমানিত ও দূরীকৃত হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ, মক্কা পুণ্যস্থান; তৃতীয়তঃ, তিনি স্বপ্নে তথায় যাত্রা করিতে আদেশ পাইয়াছিলেন। এই সকল হেতু প্রযুক্ত মহম্মদ পঞ্চদশ শত সৈন্য লইয়া মক্কায় যাত্রা করিলেন। কোরেশেরা তৎকালে তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিল না, এই জন্যে তিনি সেনাগণ সহিত মক্কার প্রান্তভাগে

থাকিয়া মস্তক মুণ্ডন, ও উষ্ট্র জবেহ করিলেন, এবং স্ত্রীসংসর্গ ও সুগন্ধ দ্রব্যহইতে বিরত হইলেন। পর বৎসরে কোরেশেরা তাঁহার সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়া মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল; অর্থাৎ তোমরা খড়্গ কোষে রাখিয়া তিন দিবসের মধ্যে নগরহইতে প্রস্থান করিবা। কিন্তু মহম্মদ যে ঈশ্বরের প্রেরিত ইহা তাহারা স্বীকার করিল না।

এই রূপ তীর্থ যাত্রাদ্বারা মহম্মদের পরাক্রম বৃদ্ধি হইলে তিনি রাজ্যের ও ধর্ম্মের প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন। ফলতঃ হিন্দুলোকেরা কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ সম্মান করিয়া থাকে, তৎকালীন মুসলমানেরা মহম্মদকে ততোধিক মান্য করিত। বিশেষতঃ তাহারা তাঁহার ছিন্ন নখ ও কেশ লইয়া পবিত্র বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থে যত্ন পূর্ব্বক রাখিত, তাঁহার নিষ্ঠীবন চাটিয়া খাইত, এবং তাঁহার পানীয় উদক ঘর্ম্মাক্ত হেতু অতি দুর্গন্ধ হইলেও সমাদর পূর্ব্বক পান করিত।

মদীনার উত্তরে পাঁচ দিনের পথ খয়বার নামে এক প্রদেশ আছে। মদীনা হইতে বহিষ্কৃত যে সকল ধনি য়িহূদীয় লোকেরা তথায় যাইয়া বাস করিয়াছিল, তাহারা মহম্মদের শিষ্যদিগের প্রতি দ্বেষ করিত। মহম্মদ ইহা শুনিয়া তাহাদের প্রতিহিংসা করণাভিলাষে চতুর্দ্দশ শত সৈন্য লইয়া তদ্দেশ আক্রমণার্থে গমন করিলেন। পরে তিনি তাদক নগরকে জয় করিয়া তত্রস্থ য়িহূদীয় লোকদিগের সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার সম্পত্তি গোপন করিলে মহম্মদ তাঁহাকে বধ করিয়া সাফা নাম্নী তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন; কিছু দিন পরে ঐ স্ত্রী মুসলমানী হইল। পরে মহম্মদ অন্য ২ ক্ষুদ্র

নগর জয় করিয়া শেষে খয়বার নগর হস্তগত করিয়া লুটে নানা ভক্ষদ্রব্য ও রত্ন পাইলেন। তাহার অর্দ্ধেক ভাবি তীর্থ যাত্রার ব্যয়ার্থে রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সকল দ্রব্য সৈন্যদিগকে দান করিলেন। পরে তিনি খয়বারের ভূমি সকলকে ১৮০০ অংশ করিয়া অশ্বারোহি সেনাগণের মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন।

এই স্থানে মহম্মদের এমত ভারি বিপদ ঘটিয়াছিল, যে তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক পীড়া অনেক প্রকার ভোগ করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলেন। বিশেষতঃ, তিনি ঐ নগরস্থ এক জন যিহূদীয়ের গৃহে বাস করিতে গেলে জয়নাব নামে এক ক্রীতা দাসী মেষের জঙ্ঘা বিষাক্ত করিয়া আহারার্থ তাঁহার সম্মুখে রাখিল। পরে মহম্মদের এক জন শিষ্য তাহার কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া মরিল, এবং মহম্মদও যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভক্ষণ করত অতিশয় ক্লেশ পাইলেন। আলী ঐ স্ত্রীর পিতা ও পিতৃব্যকে হত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিহিংসার নিমিত্তে সে এই রূপ করিল। মহম্মদ এ বিষয়ে জয়নাবকে অনুযোগ করিলে সে উত্তর দিয়া কহিল, তুমি সত্য প্রেরিত হইলে ইহা অবশ্য অবগত হইতে পারিতা; আর যদি তাহা না হও, তবে তুমি হত হইলে আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল, কারণ আমার জাতীয়দের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছ। মুসলমানেরা কহিয়া থাকে যে ঐ জঙ্ঘা নিজে মহম্মদকে তাহা আহার করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু তাহা শুনিতে ২ তিনি এক গ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহার হৃৎপিণ্ড ঐ বিষে নিত্য কম্পিত হইত, ইহা মৃত্যুকালে মহম্মদ আপনি কহিলেন।

মহম্মদ ঐ রূপ ক্লেশ পাইয়া সৈন্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, যে যিহূদীয় লোকদের ভোজন পাত্র সুপরিষ্কৃত না হইলে তোমরা তাহা ব্যবহার করিও না, এবং হিংস্র পক্ষী বা পশু ও গ্রাম্য গর্দ্দভের মাংস ভক্ষণ করিও না; এবং পাচকেরা ভোজ্যদ্রব্য প্রথমে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ না করিলে আপনি তাহা * খাইতেন না।

উক্ত খয়বারের যুদ্ধ ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছিল। অনন্তর মহম্মদ মক্কা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আপন শত্রু আবুসুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিয়ৎ দিন পরে তিনি কেনীনা নামে খয়বার দেশস্থ এক জন মান্য যিহূদীয়ের স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। মহম্মদ আপন সেনাপতিদিগকে স্থানে ২ প্রেরণ করিলে আরব দেশবাসি যিহূদীয় লোক সকল তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে ভীত হইয়া † পরাজয় মানিয়া কর প্রদানে অঙ্গীকার করিল।

সেই সময়ে মহম্মদ তাবৎ দেশীয় লোকদিগকে স্বমতাবলম্বি করিতে মনস্থ করিয়া তৎসম্পাদনার্থ এক মোহর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে "মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত" এই কথা খোদাইলেন। পরে তিনি সকল রাজার নিকটে উক্ত মোহরাঙ্কিত পত্র সমেত দূত প্রেরণ করিয়া মুসলমান হওনার্থ তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। প্রথমে হাবেশ দেশীয় রাজার নিকটে তাহা প্রেরণ

* ইবন মিশাক।

† মহম্মদের মৃত্যুর কিছু দিন পরে ওমার নামক খালীফা তাঁহার আদেশানুসারে প্রকাশ করিলেন, আরব দেশে কেবল এক জাতি বাস করিবে, এবং এক ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে; ইহা কহিয়া তিনি তাবৎ যিহূদীয়দিগকে আরবদেশহইতে বহিষ্কৃত করিলেন।

করেন। মহম্মদ সেই পত্রে যীশু খ্রীষ্টকে প্রকৃত কুমারীর পুত্র ও ঈশ্বরের আত্মা স্বীকার করাতে ঐ রাজা তাঁহাকে যথার্থ প্রেরিত বলিয়া মানিল।

পরে মহম্মদ খস্রু নামক পারস্য দেশের রাজার নিকটে ঐ রূপ পত্র সমেত দূত পাঠাইয়া লেখেন, তুমি যদি আমার মত গ্রহণ না কর তবে অগ্নি পূজকদিগের যে পাপ তাহা তোমার প্রতি বর্ত্তিবে। রাজা ঐ পত্র দেখিয়া কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, দাসীর পুত্র কি আমার প্রতি এরূপ লিখিয়াছে? ইহা কহিয়া তিনি সেই পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া য়েমেন দেশের অধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন, হয় তো তুমি মহম্মদকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত কর, নতুবা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পাঠাও। এমত আজ্ঞা পাইয়াও কিছু দিন পরে ঐ অধ্যক্ষ এবং তদ্দেশবাসি পারস্য লোক সকল মহম্মদকে দিগ্বিজয়ি জানিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিল।

ইস্তাম্বুল মহানগরের সম্রাট হিরাক্লিয়স মহম্মদের ঐ রূপ পত্র পাইয়া সন্তোষ পূর্ব্বক দূতের হস্তে বহুদ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইলেন। সে রাজা তৎকালে দম্মেষক নগরে ছিলেন। "মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত" ইহা পাঠ করণানন্তর তিনি চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, এ স্থানে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যে মহম্মদের বিষয় বিশেষরূপে আমাকে জানাইতে পারে? তখন আবুস্থফিয়ান্ এবং আর২ কতক জন কোরেশ জাতীয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া এক জন দ্বিভাষাবাদিদ্বারা রাজার প্রশ্ন সকলের উত্তর দিল। যথা;

প্রশ্ন। মহম্মদের বংশ উত্তম কি না?

উত্তর। হাঁ উত্তম বটে।

প্র। তাঁহার বংশে কি কোন কালে কেহ রাজা ছিল ?

উ। না।

প্র। তিনি আপনাকে প্রেরিত জানাইবার পুর্ব্বে কি মিথ্যাবাদী রূপে খ্যাত ছিলেন ?

উ। না, তাঁহার কথা সকল যথার্থ ছিল, একারণ তাঁহার নাম সকলে "আমীন" অর্থাৎ বিশ্বস্ত রাখিয়াছে।

প্র। ধনি লোকেরা তাঁহার শিষ্য হয় কি দরিদ্র ?

উ। দরিদ্র।

প্র। ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যার বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে ?

উ। বৃদ্ধি হইতেছে।

প্র। কেহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া পরে কি ত্যাগ করিয়াছে ?

উ। না।

প্র। তোমরা কি তাঁহার বিরুদ্ধে কখন ২ যুদ্ধ করিয়া থাক ?

উ। হাঁ করিয়া থাকি।

প্র। তাহাতে তোমাদিগের জয় কি পরাজয় হয় ?

উ। কখন তিনি জয়ী হয়েন কখন বা আমরা হই।

প্র। তিনি বিশ্বাসঘাতক কি না ?

উ। না।

প্র। পুর্ব্বে ঐ ধর্ম্ম কেহ ঘোষণা করিত কি না ?

উ। না।

প্র। তাঁহার ঘোষণার মূলার্থ কী ?

উ। প্রার্থনা, উপবাস, কুটুম্ব লোকদিগের প্রতি অনুরাগ, এবং পাপ কর্ম্মহইতে নিবৃত্তি।

সম্রাট ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে দূতকে বিদায় * করিলেন। হিরাক্লিয়স উক্ত কথাতে ভীত হন নাই, কারণ মহম্মদের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কেহ রাজা না থাকাতে তিনি বুঝিলেন, আমার রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত নয়, বরং ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্তে মহম্মদ এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বিবেচনা করিয়া সম্রাট মহম্মদের ধর্ম্ম যথার্থ বোধ করিলেন।

পরে মিসর দেশের অধ্যক্ষ এক জন খ্রীষ্টিয়ান মহম্মদের পত্র সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাহা গজদন্ত নির্ম্মিত একটি সিন্ধুকের মধ্যে রাখিল, এবং প্রচুর উপঢৌকনের সহিত দুই জন ক্রীতা দাসীকে মহম্মদের নিকটে প্রেরণ করিল। মহম্মদ তাহাদের মধ্যে মরিয়ম নাম্নী পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কা এক জনকে পরম সুন্দরী দেখিয়া মোহিত হইয়া তাহাকে উপপত্নী করিলেন। তিনি কোরাণে লিখিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে ভ্রষ্টা করে, তাহার কশাঘাত হইবে; তথাপি তিনি ঐ স্ত্রীকে সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন, আমি তৎ সম্ভোগের নিমিত্তে দৈববাণী শুনিয়াছি, তাহাতে উক্ত ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিতে সম্মত হইলাম। ফলতঃ তিনি স্বীয় শিষ্যগণকে চারিটীর অধিক বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াও আপনি বিংশতি বিবাহ করিলেন।

মহম্মদ এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মক্কাতীর্থে যাত্রা করিতে স্থির করিলেন। তাহাতে তিনি তীর্থ যাত্রির বেশধারী হইয়া ২০০০ সৈন্য সহ ঐ নগরে প্রবেশ করিয়া কাবা

---

* মিশকাৎ।

মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করেন ; কিন্তু কোরেশেরা তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে প্রার্থনা করণার্থে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। মহম্মদ শাফা উপগিরিহইতে মেরুয়া পর্য্যন্ত তিন বার দৌড়িয়া গেলেন। তিনি তিন দিবসের পরে মক্কা তীর্থহইতে প্রত্যাগমন করিয়া ময়মুনা নাম্নী একান্ন বর্ষ বয়স্কা এক জন বিধবাকে বিবাহ করিলেন। এই স্ত্রী খালীদের খুড়ী ছিল, এবং তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা খালীদ মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের খড়্গ নামে বিখ্যাত হন। ঐ সময়েতেও আমরু মহম্মদের ধর্ম্মাবলম্বী হইলে কতক বৎসর পরে মিসর দেশকে জয় করিলেন।

বসরা নগরের অধ্যক্ষ মহম্মদের দূতকে ধরিয়া দেশস্থ মুতা নগরে বধ করাতে মহম্মদ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে স্থির করিলেন। ঐ যুদ্ধে মহম্মদের মুক্ত দাস জয়েদ সেনাপতি হইয়া তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রান্তরের পারগামী হইলেন; কিন্তু গ্রীক্‌ ও আরবীয় খ্রীষ্টিয়ানদের দশ সহস্র সৈন্য তাঁহার বিপক্ষ * হইয়া উঠিল। তখন জয়েদের কোন ২ সৈন্য পথকে দুর্গম বুঝিয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিলে আবদাল্লা নামে এক জন সুকবি ও সেনাপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, আমরা ধর্ম্ম বিস্তার করণার্থ যুদ্ধ করিতে যাই; ইহাতে অগ্রে জয় নতুবা স্বর্গলাভ হইবে। আমরা বলে ও সংখ্যায় বিশ্বাস করি না, কেননা এ মনুষ্যদের পরস্পর যুদ্ধ

---

* গ্রীস দেশীয়দের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ এ রূপে আরম্ভ হইয়া আট শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকিয়া ইস্তাম্বুল নগর পরাজিত হইলে খ্রীষ্টীয় ১৪৫৩ সনে তাহার শেষ হয়।

নয়, বরং সত্য ধর্ম্ম মিথ্যা ধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। আইস, আমরা বিধর্ম্মিদের শবরাশিদ্বারা স্বর্গ গমনের পথ প্রস্তুত করি।

মোয়াব দেশহইতে অর্দ্ধ দিনের পথ অন্তর মুতা নগরে যুদ্ধ হইল, তাহাতে জয়েদ এক সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত হন। তাঁহার বিষয়ে মহম্মদ কহিতেন, তিনি সূর্য্যোদয়হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমার স্মরণে থাকেন, এবং প্রত্যেক বায়ুতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। পরে জাফর নামে মহম্মদের এক জন জ্ঞাতি পুণ্যপতাকা ধারণ করিলে শত্রুরা তাহা প্রাপণের নিমিত্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি সেই পতাকা দক্ষিণ হস্তে করিলে শত্রুরা তাঁহার সে হস্ত কাটিয়া ফেলিল; পরে বাম হস্তে ধারণ করিলে সে হস্তও কাটা গেল; তাহাতে বাহুদ্বয়ে ধরিলেন। পরে এক খড়্গাঘাতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইলে তিনি পতাকা সুদ্ধ ভূতলে পড়িলেন। অনন্তর আবদাল্লা ইহা দেখিয়া পতাকা লইয়া ধারণ করিলেন; কিন্তু তিনিও পঞ্চাশৎ আঘাত পাইয়া পতিত হইলেন। তখন নূতন শিষ্য খালীদ তাহা ধরিয়া শত্রুগণের সহিত এমত ঘোরতর রূপে যুদ্ধ করিলেন, যে তাঁহার হস্তে নয় খানি খড়্গ ভগ্ন হইল। পরে তিনি পতাকা রক্ষা করত অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে শ্রেণী পূর্ব্বক করিয়া শত্রুদের নিকটহইতে লইয়া গেলেন। কেবল অল্প সেনাগণ রক্ষা পাইয়াছিল; কিন্তু খালীদ তাহাদিগকে ইতস্ততঃ লইয়া যাওয়াতে শত্রুগণ নূতন সৈন্য বোধে তাহাদিগের পশ্চাতে আইল না। অবশিষ্ট সেনাগণ মদীনায় উপস্থিত হইলে তন্নিবাসি লোকেরা তাহাদিগকে পরাজিত বলিয়া অবজ্ঞা করত তাহাদের মুখে

ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সময়ে গ্রীক দেশীয়দিগের সৈন্য অধিক থাকাতে মহম্মদ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। জাফর নামক তাঁহার আত্মীয় ব্যক্তি ঐ রণে পতিত হইলে তাঁহার বন্ধুগণ অনেক বিলাপ করিতে লাগিল; তাহাদের সান্ত্বনা করিবার নিমিত্তে মহম্মদ কহিলেন, তোমরা আপনাদের মৃত ভ্রাতার নিমিত্তে ক্রন্দন করিও না। ইহাঁর যে হস্তদ্বয় রণে ছেদিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গ গমনার্থে মুক্তাময় দুই * পক্ষ পাইয়াছেন। হে পাঠকগণ দেখ, পৌল এবং মহম্মদ এই দুই জনের কথা কেমন বিভিন্ন! সাধু পৌল কহেন, "আমি যদ্যপি দগ্ধ হইতে আপন শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করি, তথাপি প্রেম না থাকিলে আমার কোন ফল নাই।" পুনশ্চ কহেন, "পুণ্য ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না।"

মহম্মদ মক্কাস্থ লোকদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্যে সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধি পত্র স্থির করিলে পরে অনেক প্রজা ও সৈন্য লুট করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার পক্ষে আইল, অতএব তিনি পুর্ব্ব অপমানের প্রতিফল দেওনার্থে মক্কা নগর এবং কাবা নামক দেবপূজক লোকদের প্রধান মন্দিরকে আক্রমণ করিতে স্থির করিলেন। কোরেশরাও ঐ সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মহম্মদের পক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে মক্কা নিবাসিরা তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্তি করণ জন্য আবুছুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করিলে তাঁহার চেষ্টায় কোনই ফল দর্শিল

---

* হিশামী ও ওয়াকিদী।

না। মহম্মদ তাঁহার একটি কথাও শুনিলেন না, বরং হাবিবা নাম্নী মহম্মদের এক স্ত্রী স্বীয় পিতা আবুছুফিয়ানকে আপন স্বামির বিছানাতে বসিতে নিবারণ করিয়া কহিল, পয়গম্বরের বিছানাতে দেবপূজক লোককে বসিতে দেওয়া উচিত নয়। পরে তিনি প্রস্থান করিলে মহম্মদ অতিত্বরায় দশ সহস্র সৈন্যসহ গোপনে মক্কা আক্রমণার্থে যাত্রা করিলেন। তিনি ঐ নগরের নিকট পোঁছিলে পর নগরস্থ লোকেরা জ্ঞাত হইল যে মহম্মদ আইলেন, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা কিছুই জানিত না। পরে মহম্মদ রক্তবর্ণ বর্ম্ম পরিধান করিয়া কোরানে লিখিত জয়ের প্রতিজ্ঞা উচ্চৈঃস্বরে কহত মহাবীরের ন্যায় মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আট বৎসর পূর্ব্বে ঐ নগরহইতে অপমানিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। যিরূশালম নগরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রবেশ করা হইতে ইহা অনেক বিশেষ। দেখ, তিনি পাপ ও রোগহইতে যাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে জয়ধ্বনি করত গ্রহণ করিল।

মহম্মদের চিরশত্রু আবুছুফিয়ান স্বসেবিত প্রতিমাহইতে রক্ষার উপায় না দেখিয়া তাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি মহম্মদকে প্রেরিত বলিয়া একেবারে স্বীকার না করাতে ওমার তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, আবুছুফিয়ান প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে মহম্মদকে প্রেরিত রূপে মানিলেন, পরে তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা মক্কাস্থ সকল লোক মহম্মদের বশীভুত হইল। আবুছুফিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে মহম্মদ অতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রায় তাবৎ মক্কাস্থ লোকদিগকে ক্ষমা করিলেন। বিশেষতঃ কোরান রচনা কালে মহম্মদের লেখক স্বীয়

অভিলাষানুসারে কোন২ কথা পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তথাপি তিনি তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। আবুস্থফিয়ান অতি উৎসুক মুসলমান হইলেন; আর যখন তাঁহার পুত্র সেনাপতি হইয়া স্থরিয়া দেশে রণযাত্রা করেন, তখন তাঁহার অধীনে থাকিয়া মহম্মদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিলেন।

মহম্মদের সেনাগণ মক্কা নগরে শ্রেণীপূর্ব্বক প্রবেশ করিলে পর তিনি কাবা মন্দিরকে সাত বার বেষ্টন করিয়া স্বীয় যষ্টি-দ্বারা তৎস্থিত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর স্পর্শ করণানন্তর জিম্‌জিম নামক কূপের জল পান করিলেন। মুসলমানেরা কহে, ইব্রাহীমের পুত্র ইস্‌মাইল তৃষ্ণাতে মৃতপ্রায় হইলে এক জন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে ঐ কূপ দেখাইয়াছিল। আরব দেশের সকল স্থানে ঐ কূপের জল বিক্রয় হয়; ফলতঃ হিন্দুরা গঙ্গাস্নানে যে রূপ পুণ্য বোধ করে, মুসলমানেরা জিম্‌জিম্ কূপের জল পান করণে তদ্রূপ জ্ঞান করে, এবং শবাচ্ছাদনবস্ত্রে ঐ জল দেওয়া অতি পুণ্যজনক কর্ম্ম বলে। পরে মহম্মদের হস্তে কাবার চাবি সমর্পিত হইলে তিনি সেই মন্দিরে প্রবেশিয়া কুলঙ্গীতে স্থিত ৩৬০ প্রতিমাকে ভগ্ন করাইলেন; ঐ সকল প্রতিমা শত২ বৎসর অবধি তথায় থাকিয়া পূজিত হইত। তাহার মধ্যে হোবাল নামক যে এক প্রতিমা ইরাক দেশহইতে আনীত হইয়াছিল, লোকেরা বোধ করিত ইহারই অনুগ্রহে বৃষ্টি হইয়া থাকে। কাবাতে ইব্রাহীম ও ইস্‌মাইলের প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহাদিগের হস্তে ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্ঞাপক তীর থাকিত। ঐ মন্দিরের এক স্তম্ভে যীশু খ্রীষ্ট শিশুরূপে মরিয়ম কুমারীর ক্রোড়ে খোদিত ছিল। তদ্ভিন্ন সুন্দরী স্ত্রীরূপধারী স্বর্গ দূত

গণের কতক চিত্রপট এবং কাষ্ঠে খোদিত এক কপোতের মূর্ত্তি ছিল।

মক্কাস্থ লোকেরা মহম্মদের নিকট আসিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিল, আমরা আপনার সকল কথা শুনিব। তাহাতে মহম্মদ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এক্ষণে সত্য উপস্থিত হইল, মিথ্যা অন্তর্হিত হউক! ইহা বলিয়া স্বহস্তে প্রতিমা সকলকে নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি কোরেশদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন২ বংশের গৌরব আর করিও না; কেননা সকল মনুষ্যই আদমের সন্তান, আর আদম ধূলিহইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তখন তিনি মক্কাস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলকে সঙ্গে করিয়া শাফা উপগিরিতে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া তাহারা দিব্য করিয়া মহম্মদকে কহিল, আপনি যথার্থ ঈশ্বরের প্রেরিত; এখন অবধি আমরা প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া আপনকার ধর্ম্ম বিস্তারার্থে যুদ্ধ করিব। স্ত্রীলোকেরাও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিল, ইহার পরে আমরা চুরি ও ব্যভিচার ও কন্যাহত্যা আর করিব না, ও শোকে আপন২ বস্ত্র ও কেশ ছিঁড়িব না, আর মিথ্যা কথা * কহিব না।

পর দিন মহম্মদ মন্দিরে গিয়া প্রচার করিয়া কহিলেন, মক্কা নগর পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি পুণ্য স্থান; ইহাতে রক্তপাত কি বৃক্ষচ্ছেদন আর হইবে না। পরে তিনি কতক গুলিন নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন; তাহার মধ্যে একটি এই, কোন ব্যক্তি টাকা দিয়া কিছু কালের নিমিত্তে উপপত্নী করিতে

---

* ইনসান আর উগান।

পারিবে। পরে প্রতিমা পূজা যুক্তির বিরুদ্ধ, তদ্বিষয়ে মহম্মদ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ঘোষণা করিলে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, (আল্লা আকবর) অর্থাৎ ঈশ্বর মহান্। তাঁহা বিনা ঈশ্বর নাই, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

ইহাতে মহম্মদ কোরেশদের অধ্যক্ষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তোমাদিগের প্রতি আমি কী করিব? তাহারা কহিল, হে মান্য ভ্রাতঃ! আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন। ইহা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, যাও, তোমরা মুক্ত হইলা। তখন তিনি আর সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তিন জন পুরুষ ও এক স্ত্রীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। মক্কা নিবাসি সকলে মুসলমান হইলে পর তিনি তাহাদিগের পূর্ব্ব দোষ বিস্মৃত হইলেন। ঐ চারি জন ব্যতিরেকে কাহারও ধন ও প্রাণের হানি হইল না, কেবল আব্দাল্লা নামক আর এক জন প্রাণে নষ্ট হইল। মহম্মদ কোরানের এক অংশ তাহাকে লিখিতে দিলে সে ব্যক্তি তাহার স্থানে ২ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তন্নিমিত্তে ঐ রূপ দণ্ড পাইল। পরে তিনি আজ্ঞা * করিলেন, মুসলমান ব্যতীত আর কেহ কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে।

মদীনাস্থ লোকেরা ঐ সকল কথা শুনিয়া অনুমান করিল, মক্কা নগর পুনর্ব্বার মহম্মদের প্রিয় হইয়াছে, এখন আমাদিগের নগরে তিনি আর বাস করিবেন না। কিন্তু তিনি

---

* মহম্মদের এই আজ্ঞা পাইয়া মুসলমানেরা যিরূশালম মন্দিরেও খ্রীষ্টিয়ানদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না।

কহিলেন, যে নগর আমাকে আশ্রয় দিয়াছে তাহা আমি কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

পরে মহম্মদ এই রীতি সংস্থাপন করিলেন, এক ব্যক্তি প্রতি-দিবস পাঁচবার মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রার্থনার নিমিত্তে লোক-দিগকে আহ্বান করিবে; তাহা মুসলমানদের মধ্যে অদ্যাবধি চলিত আছে।

মহম্মদ অষ্টাদশ দিবস মক্কায় স্থিতি করিয়া ঐ নগরের সকল প্রতিমা নষ্ট করিলেন, তাহা কেবল নয়, কিন্তু অন্য ২ স্থানের মন্দির ও প্রতিমা সকল ভগ্ন করিতে চতুর্দিগে সৈন্য পাঠাইলেন। তৎকালে হিজস দেশে অনেক সমরপ্রিয় দেবপূজক বাস করিত। তাহারা যখন দেখিল যে মুসলমানেরা স্থানে২ আমাদের পূজ্য প্রতিমা সকল ভগ্ন করিতেছে, তখন তাহারা স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে হুনাইন নামক উপত্যকাতে আপনাদের সৈন্য সকল সংগ্রহ করিয়া মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গেল। সেনাগণ আরও সাহস পূর্ব্বক যেন যুদ্ধ করে, একারণ মালিক নামে তাহাদের সেনাপতি তাহাদিগকে স্ব২ স্ত্রী ও সন্তান ও সম্পত্তি সকল সঙ্গে লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। হুনাইন মক্কাহইতে ছয় ক্রোশ দুর। দেবপূজ-কেরা নিকটবর্ত্তি উপগিরি সকলের পার্শ্বে থাকিয়া মুসলমান-দের প্রতি অতি শক্তরূপে আক্রমণ করিল, তাহাতে তাহারা শ্রেণীভঙ্গ হইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া কোরেশদিগের বোধ হইল, মুসলমানদের পরাজয় হইবে; ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট ছিল, কেননা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মহম্মদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যায় নাই। মহম্মদের কেবল অল্প সেনা ছিল, কিন্তু তিনি যখন

তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ঈশ্বরের প্রেরিত ও পয়গম্বর; তখন তাহারা সাহস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ী হইল। এই ঘোরতর রণে মহম্মদ বক্ষস্থলাচ্ছাদক উজ্জ্বল বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক এক শ্বেত অশ্বতরে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে শত্রুদিগকে নষ্ট করিলেন। দেবপূজক লোকদের ৭০ জন হত হইলে তাহারা পরাজয় মানিল।

পরে মহম্মদ দেবপূজকদিগের প্রতিমা ভগ্ন ও সম্পত্তি সকল লুট করিতে পুনর্ব্বার আপন সেনাপতিদিগকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন। সুফ সমুদ্রের নিকটে নকলা নামক কোরেশদিগের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান ছিল; তথায় খালিদ গমন করত উজ্জা নামে খ্যাত প্রতিমাকে ফেলিয়া দিয়া মহম্মদের নিকট যাইয়া তাহার সংবাদ দিলেন। তাহাতে মহম্মদ তাঁহাকে কহিলেন, তুমি ফিরিয়া যাইয়া সেই স্থানের কোন বিশেষ লোকের সহিত সাক্ষাৎ কর। ইহাতে খালিদ তথায় পুনর্ব্বার গমন করিলে মন্দিরের পুরোহিতা মুক্তকেশী হইয়া কৃতাঞ্জলি করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ত্বরায় বাহিরে আইল। খালিদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিলেন। পরে মহম্মদের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সংবাদ দিলে তিনি কহিলেন, এখন তুমি উজ্জাকে নষ্ট করিয়াছ বটে।

পরে খালিদ মহম্মদের আজ্ঞানুসারে ৩৫০ সৈন্য লইয়া তেহামা দেশে গমন করিলেন। পথিমধ্যে অল্প দিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন কত গুলিন লোককে পাইয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী? ইহাতে তাহারা ইসলাম (অর্থাৎ মুসলমান) না কহিয়া

সবনা (অর্থাৎ আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি) কহিল; তাহা শুনিয়া খালিদ বোধ করিলেন, উহারা মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, এ কারণ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহা শুনিয়া মহম্মদ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।

অবশেষে টাইফ নগর ব্যতীত দেবপূজক লোকদিগের আর কোথাও দুর্গ রহিল না। তথাকার লোকেরা পূর্ব্বে মহম্মদকে প্রস্তরাঘাত করিয়াছিল। মহম্মদ কতক বৎসর হইল এক পারস্য দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানকে দাসত্বহইতে মুক্ত করিলে সে মুসলমান হইয়া তাঁহাকে মদীনার চতুর্দ্দিগে পরিখা খনন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল। সেই ব্যক্তির প্রবৃত্তিদ্বারা মহম্মদ টাইফ নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ঐ নগরস্থ লোকেরা দ্রাক্ষারস ব্যবসায়দ্বারা প্রতিপালিত হইত, অতএব তাহারা যেন শীঘ্র বশীভূত হয়, এ নিমিত্তে মুসলমানেরা তাহাদিগের দ্রাক্ষালতা সকল ছেদন করিল; কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা হইল। পরে মুসলমানেরা ঢালে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিবার মানসে নগরের প্রাচীরের নিকটে গেল; কিন্তু নগরস্থ লোকেরা লৌহ গলাইয়া তাহাদিগের উপরে ঢালিয়া দিলে তাহারা অগ্রসর হইতে পারিল না। বিংশতি দিন পরে মহম্মদ কিছু দূরে গেলে হূনাইনে লুটিত দ্রব্যের বিভাগ বিষয়ে তাঁহার ও সৈন্যদিগের পরস্পর বড় বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি এক বৃক্ষের পার্শ্বে পলায়ন করিলে কোন২ লোকেরা তাঁহার কুর্ত্তি ধরিয়া * ছিঁড়িয়া ফেলিল। মহম্মদ নূতন সেনাদিগকে লুটিত দ্রব্যহইতে আপনার অংশ দিলেন, যেন

* সিরাৎ আররছুল।

তাহারা ধর্ম্মে দৃঢ়তর আসক্ত হয়; ইহা দেখিয়া প্রাচীন সৈন্যগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মহম্মদের প্রবোধ বাক্যে তাহারা শেষে ক্ষান্ত হইল।

টাইফ নগরবাসি ওরুয়া নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাহা দেখিয়া নগরস্থ অনেক লোক মুসলমান হইল। পরে নগর নিবাসিরা মহম্মদের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। বিশেষতঃ তাহারা এই প্রতিজ্ঞা করিল, তিন বৎসর পরে আমরা লাট্ দেবীর পূজা পরিত্যাগ করিব। কিন্তু মহম্মদ কহিলেন, তাহার পূজা আর এক দণ্ডও করিতে দিব না। অতএব তাঁহার আজ্ঞানুসারে ঐ দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন হইলে তাহার সমুদায় আভরণ লুটিত হইল, ইহা দেখিয়া সকলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিল। পরে তাহারা মহম্মদকে কহিল, আমরা দিবসিক পাঁচবার প্রার্থনা করিতে পারিব না। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, প্রার্থনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম নিষ্ফল। এতদর্থে কোরানে লিখিত আছে, প্রার্থনা ধর্ম্মের স্তম্ভ ও স্বর্গের চাবি। পরে টাইফ নগর মহম্মদের হস্তগত হইলে তিনি প্রচার করিলেন, আমাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, মুসলমানেরা আপন বন্দীগণের স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিতে পারিবে। উক্ত নগরের লুট চব্বিশ সহস্র উষ্ট্র, ও চল্লিশ সহস্র মেষ, ও ১৬০ সের রূপা। মহম্মদ ধর্ম্ম বিষয়ে চঞ্চলচিত্ত নূতন মুসলমানদিগকে সুস্থির করিতে এবং বিশ্বাসি প্রাচীনদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করণার্থে এই সমুদায় দ্রব্য তাহাদের মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন। এই রূপ লাভজনক নবধর্ম্মে কোরেশদিগের ভক্তি শীঘ্র জন্মিল।

মহম্মদ টাইফ নগর বশীভূত করিয়া মক্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কাবা মন্দিরে পরিচারকাদি নিযুক্ত করিয়া তিনি মদীনায় গেলেন। ঐ সময়ে তাঁহার কন্যা জয়নাবের মৃত্যু হইলে তিনি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কিছু কাল পরে মরিয়ম নামে যে ক্রীতা দাসীকে উপপত্নী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে এক পুত্র প্রসব করিল, তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দরিদ্র লোককে অনেক দান করিয়া কতকগুলিন বন্দিদিগকে মুক্ত করিলেন। মহম্মদ ঐ পুত্রের নাম ইব্রাহীম রাখিলেন। তাঁহার অনেক স্ত্রী থাকিলেও মরিয়ম ব্যতিরেকে আর কাহারও পুত্র সন্তান ছিল না।

হিজরার নবম বৎসরে নানা দেশীয় লোকদিগের দূতেরা মহম্মদের নিকট আসিয়া তাঁহার কর্তৃত্বের অধীনে থাকিতে চাহিল। তন্মধ্যে বনিংতামিন্ নামে আরবীয় এক গোষ্ঠী মদীনাস্থলোকদিগের সহিত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিষয়ক বিচার করিল।

যে সকল আরবীয় জাতিরা পূর্ব্বে পরস্পর বিভিন্ন ও শক্তিহীন ছিল, তাহারা মহম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক লুট করিবার লোভে এক্ষণে একত্রিত হইল। ইহাতে মহম্মদের ক্ষমতা অধিক বৃদ্ধি হইলে তিনি অন্যান্য দেশেও স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতে মানস করিলেন। এক দিন তিনি আরব দেশীয় এক জন সৈন্যকে কহিলেন, বাবিলন নগরের শ্বেতবর্ণ দুর্গ সকল শীঘ্র আমার শিষ্যগণের হস্তগত হইবে; তাহা হইলে কাদেশিয়হইতে কাবা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরাও নির্ভয়ে পদব্রজে যাতায়াত করিতে পারিবে।

মহম্মদ এই অভিপ্রায়ে অন্য তাবৎ দেশীয় দেবপূজক লোকদিগের বিরুদ্ধে এক ধর্ম্মযুদ্ধ প্রচার করিলেন। অনেক স্থানহইতে শত্রুদিগের সংবাদ তাঁহার নিকটে আইল, কিন্তু তিনি কোন স্থানে গমন করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতেন না। গ্রীষ্মকাল প্রযুক্ত কূপ সকল শুষ্ক হইয়াছিল, আর খর্জ্জূর সংগ্রহ করণের সময় সন্নিকট; তাহাতে সেনাগণ সকলে মূতার সংগ্রামের পরাজয় স্মরণ করিয়া সেই যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হইল। তখন, মহম্মদ কোরানের এক নূতন অধ্যায় প্রকাশ করিলেন; তাহাতে লেখা আছে, গ্রীষ্মকালের তাপ-হইতে নরকের তাপ অধিক। পুরুষেরা এরূপ ভগ্নাশ হইলেও কোন২ মুসলমানী স্ত্রীলোক ঐ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে নিজ২ আভরণ দান করিল; এবং অধ্যক্ষদিগের মধ্যে ওমার ও অস্মান তজ্জন্য চারি সহস্র টাকা দিলেন। ইহা পাইয়া মহম্মদ তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, তোমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পাপ সকল মার্জ্জনা করা যাইবে। আবু-বকর পোনের শত টাকা দিলে তাঁহার আর কিছু সঙ্গতি রহিল না; ইহা জানিয়া মহম্মদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পরিবারের নিমিত্তে অবশিষ্ট কী আছে? তাহাতে তিনি কহিলেন, ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত।

মহম্মদ হরিদ্ বর্ণ ভাল বাসিতেন, তাহাতে তিনি ঐ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিংশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন। এক দিন যাত্রা করিলে পর, তাঁহার কতকগুলিন সৈন্য তপ্ত ধূলি ও মারাত্মক বায়ুদ্বারা অতিক্লিষ্ট হইয়া ও শত্রুদিগের অনেক সৈন্যের আগমন শুনিয়া উৎসাহ

ভঙ্গ হইল; তাহাতে তাহারা ত্রস্ত হইয়া মদীনায় প্রত্যাগমন করিল। মহম্মদ মক্কাস্থ লোকদের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া তাহাদিগের উপরে আলিকে অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিলেন। সাত দিন গমনের পর অন্য সকল সেনারা মদীনার উত্তরে এক ক্ষুদ্র প্রবাহ ও পর্ব্বতস্থ শীতল গর্ত্তের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে পূর্ব্বে থামদ জাতিরা বাস করিত; তাহারা শাপগ্রস্ত হইয়াছিল, একারণ মহম্মদ সে স্থানে আপন সৈন্যদিগকে স্থিতি করিতে দিলেন না। পর দিন রাত্রিতে তৃষ্ণা নিবারণের নিমিত্তে তাহারা আপন ২ উষ্ট্রদিগকে বধ করিল। পরে তাবক নামে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথায় বিংশতি দিন বাস করত মহম্মদ নিকটবর্ত্তি প্রদেশ সকল জয় করণার্থে ঐ স্থানহইতে সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। তখন সুরিয়া দেশে অনেক সৈন্য উপস্থিত আছে, ইহা অবগত হইয়া তিনি সকল অধ্যক্ষদিগের পরামর্শানুসারে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ ফিরিয়া আসিবার সময়ে এক রাত্রি কতক সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হই-লেন, তাহাতে যদি তাঁহার উষ্ট্র অতি বেগে পলায়ন না করিত, তবে তিনি অবশ্য হত হইতেন। প্রত্যাগমন কালে মহম্মদ প্রচার করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরের বাক্য শরীরের শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর, মনের ধন পরম ধন, সৎকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার, ঈশ্বরের ভয় পরম বুদ্ধি, এবং স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে ধরিবার নিমিত্তে শয়তানের জালস্বরূপ হয়।

অবশেষে সৈন্যগণ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া মদীনায় প্রবেশ করিল। এরূপ দূরদেশে তাহারা পূর্ব্বে যুদ্ধ যাত্রা কখন করিত না। পরে মদীনাস্থ যে ২ লোকেরা যুদ্ধেতে অস্বীকৃত হইয়াছিল,

মহম্মদ তাহাদিগকে মণ্ডলীহইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনার শিষ্য-গণকে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে কেহ ২ দুঃখিত হইয়া মস্জীদের প্রাচীরে আপনা-দিগকে বদ্ধ করিয়া বলিল, মহম্মদ যদি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে এ স্থানে অনাহারে মরিব। ইহা শুনিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন। তিনি কহিতেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধকারিকে এক ঘোটক দিবে, সে মরিলে পর ঐ ঘোটকের আহার ও বিষ্ঠার পরিমাণে তাহার পাপের হ্রাস হইবে। আর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রযুক্ত যাহার চক্ষে অশ্রুপাত হয়, ও যুদ্ধকালে যাহার চক্ষে কৃপা না জন্মে সেই দুই প্রকার চক্ষুঃ নরকাগ্নি দর্শন করিবে না।

মহম্মদ সমুদায় আরব দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আপ-নার স্ত্রীদিগের ঈর্ষ্যা জয় করিতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল স্ত্রীকে ভিন্ন ২ বাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক জনের গৃহে এক ২ দিন বাস করিতেন। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীরা মিসর দেশীয়া মরিয়ম নাম্নী উপস্ত্রীতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি একমাস পর্য্যন্ত কাহারও গৃহে না যাইয়া একাকী ছিলেন। পরে তাহাদের সান্ত্বনা করণার্থে তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, আমি মরিয়মের নিকটে আর যাইব না। কিন্তু এমত প্রতিজ্ঞা করিলেও কাম রিপু সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি কিছু কাল পরে প্রতারণা পূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে ঈশ্বর কহিয়াছেন, তুমি স্বকৃত শপথ স্বচ্ছন্দে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবা; তোমার নিয়ম সামান্য লোকের নিয়ম তুল্য নহে। তিনি

স্ত্রীদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়া কোন পুরুষকে তাহাদিগের মুখ দেখিতে দিতেন না, এবং মৃত্যুকালে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন।

ইং ৬৩২ শালে মহম্মদ মক্কা নগরে স্বয়ং তীর্থ যাত্রা করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সবল হইলে তিনি পারমার্থিক অস্ত্র অগ্রাহ্য করিয়া লৌকিক অস্ত্র ব্যবহার করত আলিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অতএব তিনি মহম্মদের আজ্ঞানুসারে মক্কায় যাইয়া এ কথা প্রচার করিলেন, ইহার চারি মাস পরে দেবপূজকদিগকে আর ক্ষমা করা যাইবে না, বরং ছলে ও বলে তাহাদের সহিত নিত্য যুদ্ধ হইবে, তাহাতে তাহারা পুণ্য-মাসে কি পুণ্যস্থানেও রক্ষা পাইবে না, ও তাহাদিগকে কুটুম্ব বলিয়া কোন মুসলমান দয়া করিবে না, আর তাহাদের সঙ্গে কাহারও আলাপাদি * হইবে না।

মহম্মদ এরূপ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন কার্য্য সকল সিদ্ধ করিলেন, তাহাতে অবিলম্বে নানা দেশের রাজারা ও অধ্যক্ষ-গণ তাঁহার নিকটে মদীনায় দূত প্রেরণ করিল। তিনি মিসর দেশস্থ মেম্‌ফিশ নগরের কোপ্ত জাতীয় অধ্যক্ষের নিকটে এক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন। অধ্যক্ষ ঐ দূতকে সম্মান পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মহম্মদের নিমিত্তে কতক গুলিন বহুমূল্য দ্রব্য

---

* ইহার ৩০ বৎসর পরে অর্থাৎ ওমার খালীফার রাজত্বকালে উক্ত আজ্ঞানুসারে তাবৎ যিহূদীয় এবং খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা আরব দেশহইতে দূরীকৃত হইল, এবং মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের পাগড়ী ও কোমরবন্দ পরিতে নিষেধ হইল।

পারিতোষিক দিলেন। পরে মুসলমানেরা যখন মিসর দেশে যুদ্ধ করিল তখন কোপ্ত জাতীয়েরা তাহাদের সহকারী ছিল।

মহম্মদ আলিকে য়েমেন দেশে যুদ্ধ এবং ধর্ম্ম ঘোষণা করিতে নিযুক্ত করিলেন। আলি তথায় গিয়া প্রথমে কোরানের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ না করিলে তিনি তর্ক পরিত্যাগ করিয়া খড়্গ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে ৪৩ জন খড়্গদ্বারা হত হইলে পরে আর সকলে ভীত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্বীকার করিল। অল্প দিনের মধ্যে ঐ সকল দেশ মুসলমান ধর্ম্মের বশীভূত হইল। ইহাতে যীশু খ্রীষ্টের এবং মহম্মদের উপদেশে কত প্রভেদ দেখা যায়। ফলতঃ যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যগণ ব্যাঘ্রের নিকট মেষপালের ন্যায়, কিন্তু মহম্মদের শিষ্যগণ অন্ধ কূপহইতে নির্গত শলভের ন্যায় ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহম্মদের বৃদ্ধাবস্থা ও মৃত্যু।

এই সময়ে মহম্মদের চেষ্টা সকল সফল হইলেও এই এক মহাবিপদ ঘটিল, অর্থাৎ তাঁহার অদ্বিতীয় পুত্র ইব্রাহীম ১৮ মাস বয়সে মৃত হইল। মহম্মদ অদ্বিতীয় পুত্র শোকে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া তাহার শবের উপরে পতিত হওত কহিলেন, হে আমার পুত্র! তোমার বিচ্ছেদে আমার চক্ষুঃ অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইতেছে, কিন্তু বিপদ্‌কালে ক্রন্দন করিলে দুঃখের উপশম হয়। তোমার পশ্চাৎ আমি শীঘ্র গমন করিব, ইহা

যদি না জানিতাম, তবে আরো দুঃখ পাইতাম। আমরা ঈশ্বরহইতে আগত হইয়াছি, শীঘ্র তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইব। মহম্মদের মৃত্যুকালে তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে কেবল খাদীজার গর্ব্ভজা ফতেমা নাম্নী কন্যা জীবিতা ছিল। ঐ কন্যাকে আলি বিবাহ করিয়াছিলেন, ও তাহাহইতে এক বৃহৎ গোষ্ঠী জন্মিল; তাহারা এক্ষণে সৈএদ নামে খ্যাত আছে। মহম্মদের পুত্র সন্তান অবশিষ্ট না থাকাতে লোকেরা তাঁহাকে অপুতা অর্থাৎ বেঁড়্যা বলিত।

মহম্মদের কর্ত্তৃত্ব যত বৃদ্ধি পাইল, তত্র তাঁহার শারীরিক বল ক্রমশঃ ২ হ্রাস পাইল। একতঃ পুত্র শোকে, তাহাতে নানা কর্ম্মে মনের ব্যস্ততা, ও বিষাক্ত মাংস ভক্ষণে শূলবেদনা, এ সকল প্রযুক্ত তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা শীঘ্র উপস্থিত হইতে লাগিল। অতএব আপনাকে উত্তরোত্তর ক্ষীণ বুঝিয়া তিনি হিজরার ১০ বৎসরে মক্কাতীর্থে শেষ যাত্রা করিতে স্থির করিলেন।

মুসলমানেরা কহিয়া থাকে ধর্ম্মের পাঁচ স্তম্ভ আছে, অর্থাৎ তাহা পাঁচ অংশে বিভক্ত হয়, যথা; তীর্থযাত্রা, ঈশ্বরে ও তাঁহার পয়গম্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা, দান, এবং রমজান মাসে উপবাস। মক্কা নগর অতি পূর্ব্বকাল অবধি দেবপূজকদিগের তীর্থ স্থান ছিল। আধুনিক আরবীয়দের এমত প্রতীতি আছে, ইব্রাহীম মক্কায় প্রবেশ কালে যে প্রস্তরের উপরে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্য পর্য্যন্ত আছে।

মহম্মদের এই শেষ তীর্থযাত্রা স্মরণীয় বটে। পূর্ব্বে যে সকল পর্ব্বতীয় লোকেরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা আপন ২ দুর্গ ও প্রান্তরহইতে আসিয়া তাঁহার সহিত তীর্থে যাইবার

কারণ মদীনায় উপস্থিত হইল; তাহাতে যে ব্যক্তি উষ্ট্রব্যবসায়ী ও খাদীজার গোমস্তা হইয়াছিলেন, এবং হিজরার প্রথম তিন বৎসরে কেবল ছয় জনকে শিষ্য করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি ১১৪০০০ এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার স্বীয় ধর্ম্মাক্রান্ত লোককে সমভিব্যাহারে লইয়া * তীর্থ যাত্রা করিলেন।

তীর্থযাত্রা কালে মহম্মদের সহিত নয় জন ভার্য্যা গমন করিল। তাঁহার সঙ্গিলোকদের প্রার্থনার রবে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইল, তাহাতে কোন শক্রগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। ঐ সময়ে সমস্ত আরবীয় ও যিহূদীয় লোকেরা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হইয়া বলিদানের মেষ ও উষ্ট্র সকলকে পুষ্পাভরণে ভুষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল। সেনাগণ তাহাদের রক্ষক হইয়া সঙ্গে ২ চলিল।

মহম্মদ মক্কায় পঁহুছিবা মাত্র অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া তীর্থযাত্রিকের বেশ ধারণ পূর্ব্বক কাবা মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্যামবর্ণ প্রস্তরকে চুম্বন করিলেন। মুসলমানেরা কহে, জিব্রীয়েল দূত ঐ প্রস্তর ইস্মাইলকে দিয়াছিলেন; তাহা তৎকালে শ্বেতবর্ণ ছিল, কিন্তু মনুষ্যদিগের পাপে এক্ষণে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। পরে মহম্মদ জিম্‌জিম্ কূপের নিকটে গমন করিলেন। ইস্মাইলের মাতা হাজিরা

* উক্ত লোকেরা প্রায় মহম্মদের ভয়ে ঐ কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল; ইহার প্রমাণ, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পক্ষীয় খ্রীষ্টিয়ান ও যিহূদীয় এবং দেবপূজক লোক বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হইলে আসল মুসলমানেরা শীতকালের রাত্রিযোগে ত্যাক্ত মেষপালের ন্যায় ছিল। তখন আবুবক্কর মহম্মদের উত্তরাধিকারী হওত জয় ও লুটের লোভ দর্শাইয়া ধর্ম্মে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তিদিগের মন শীঘ্র সুস্থির করিলেন।

তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইলে জিব্রীয়েল তাহাকে ঐ কূপ দেখাইয়াছিলেন, মুসলমানদিগের এমত বিশ্বাস আছে। ইব্রাহীম স্বীয় পুত্র ইস্মাইলকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তৎস্মরণার্থে মহম্মদ আপন আয়ুর বর্ষ সংখ্যানুসারে ৬৩ উষ্ট্র স্বহস্তে বলিদান * করিলেন। পরে তিনি আপন কেশ সকল মুণ্ডন করিয়া শিষ্যদিগকে বাঁটিয়া দিলেন। খালিদ তাহার এক গোচা আপন পাগড়ীতে রাখিয়া কহিতেন, যুদ্ধকালে ইহা ধারণ করিলে আমার দিব্য শক্তি হয়। মহম্মদ ইব্রাহীমের ন্যায় শয়তানকে তাড়না করণার্থে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন, এবং তীর্থ যাত্রিদিগকে বিশেষ স্থানে সাত ২ খানি প্রস্তর ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন।

মক্কায় উপস্থিত হওনের পর নবম দিনে মহম্মদ উষ্ট্রারোহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি ঐ সময়ে কহিলেন, অধিক সুদ গ্রহণ করা অনুচিত; বিধবা ও পিতৃ মাতৃহীনের প্রতি কোন অত্যাচার করা নিষিদ্ধ; এবং চারি স্ত্রী বর্ত্তমানা থাকিলে আর বিবাহ করিবেক না; বিধবা স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর চারি মাস দশ দিন পরে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে; আর কেহ কোন প্রাণির রক্ত পান করিবে না, কিম্বা শ্বাস বদ্ধ করিয়া হত জন্তুর মাংস আহার করিবে না; অথবা ঈশ্বরের উদ্দেশে না কাটিলে জন্তুর মাংস খাইবে না; এবং প্রতিমার উদ্দেশে নিবেদিত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না।

---

* ইহাঁর চারি শত বৎসর পরে এক জন খালীফা ঐ তীর্থে যাইয়া ৪০ সহস্র উষ্ট্র ও গরু এবং ৫০ সহস্র মেষ বলি দিলেন।

মহম্মদ দশম দিনে মিনা নামক উপত্যকাতে যাইয়া সাত খানি প্রস্তর পশ্চাদ্দিগে নিক্ষেপ করত, "ঈশ্বর মহান! ঈশ্বর মহান!" এই কথা বার ২ কহিলেন। পরে এই রূপ তিন দিবস করিয়া চতুর্দ্দশ দিনে কাবা মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অষ্টাদশ দিনে তিনি প্রচার করিয়া কহিলেন, যিনি আমাকে ভাল বাসেন, তিনি আলিকেও ভাল বাসুন। ঐ কথার দ্বারা আলির মিত্রগণ বুঝিল, যে আলিই মহম্মদের উত্তরাধিকারী হইবেন; ইহাতে মহম্মদের মৃত্যুর পরে মুসলমানদের মধ্যে অনেক রক্তপাত হইল। ঊনবিংশ দিনে মহম্মদ তীর্থহইতে মদীনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

মহম্মদ মদীনায় প্রত্যাগমন করিলে পর দুই জন প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে কৃতকার্য্য দেখিয়া অথচ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত জানিয়া আপনাদিগকেও ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে আস্বাদ নামে প্রথম ব্যক্তি অতি ধনবান ও সুবক্তা ছিলেন; তিনি ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা আরবীয় লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেন, যথা, অতি সংকীর্ণ মুখ এক শিশির মধ্যে একটী অণ্ড রাখিয়া সকলকে দেখাইলেন। আস্বাদের অনেক শিষ্য হইলে তিনি প্রায় চারি মাসের মধ্যে সমস্ত য়েমেন দেশকে বশীভূত করিলেন। ইহাতে মহম্মদ প্রচার করিলেন, অবিশ্বাসিদিগকে যে কোন প্রকারে বধ করিলে ভাল হয়। পরে তাঁহার প্রবৃত্তিদ্বারা দুই জন অনুচর শানা নগরে যাইয়া আস্বাদের স্ত্রীর সাহায্যে তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় বধ করিল; আস্বাদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ পুনর্ব্বার ইসলাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মোসাইলমা নামক দ্বিতীয় ব্যক্তি অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে কোরানের ন্যায় এক পুস্তক রচনা করিয়া তাহাকে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া প্রকাশ করিলেন। অল্প কালের মধ্যে অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইলে তিনি মহম্মদকে পত্রদ্বারা এই প্রস্তাব করিলেন, আইস্থন, আমরা দুই জন মিলিয়া পৃথিবীকে ভাগ করিয়া লই। ঐ পত্রের শিরোনামে লিখিলেন, আল্লার প্রেরিত মহম্মদের প্রতি আল্লার প্রেরিত মোসাইলমা এই পত্র লিখিতেছেন। মহম্মদ তৎকালে পীড়িত ছিলেন, তথাপি যুদ্ধের আয়োজন করিয়া তিনি তদুত্তরে এই কথা মাত্র লিখিলেন, আল্লার প্রেরিত মহম্মদ মিথ্যাবাদি মোসাইলমার প্রতি লিখিতেছেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর খালিদ মোসাইলমাকে আক্রমণ করিলে তিনি দশ সহস্র শিষ্যের সহিত রণে পতিত হইলেন। যে বড়শাদ্বারা মহম্মদের পিতৃব্য হত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই মোসাইলমা হাবেশ দেশীয় এক জন ক্রীত দাসকর্তৃক আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার অবশিষ্ট শিষ্যেরা খড়্গের ভয়ে ইস্‌লাম অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মহম্মদ জয়েচ্ছু হইয়া হিজরার ১১ বৎসরে স্থরিয়া দেশ আক্রমণার্থ অনেক বলবান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ওসমা নামক ২০ বৎসর বয়স্ক এক যুবাকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ যুবা জয়েদ নামক মহম্মদের প্রিয় দাসের পুত্র; আর যখন মহম্মদ হুনাইন যুদ্ধে স্বীয় সেনাগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সেনাপতিরা আপনাদিগকে ক্রীত দাসের

পুত্রের অধীন দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু মহম্মদ যুবার গুণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র জানিয়া মস্জিদের মধ্যে প্রাচীন সেনাপতিদিগকে জাতির অহঙ্কার বিষয়ে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতে তাঁহারা ঐ তিরস্কার সহ্য করিয়া অতিভক্তি প্রকাশ করত কহিলেন, ধর্ম্মের পতাকা যাঁহার হস্তে হয়, তিনি শিশু হউন বা শত্রু হউন, আমরা তাঁহার বশীভূত হইয়া যুদ্ধ করিব।

সৈন্যগণ যে দিবস মদীনাহইতে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিল, সেই দিন মহম্মদ সাঙ্ঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার মস্তকে হঠাৎ অতিশয় বেদনা হইলে তিনি রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া নগরের পথ দিয়া কবর স্থানে গমন পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন।

পরদিন তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। দুই তিন দিবস পরে তিনি আপন প্রিয়তমা স্ত্রী আইশার গৃহে গিয়া বাস করিলেন। তথায় ঘোরতর জ্বর হওয়াতে উত্তাপ উপশমের নিমিত্তে মহম্মদ আপন মস্তকে সাত কলসী জল ঢালিয়া কহিলেন, আমি খয়বার স্থানে যে বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। ঐ জলসেকে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তিনি মসজিদে যাইয়া মিম্বর স্থানে দণ্ডায়মান হওত লোকদিগকে কহিলেন, আমার মৃত্যুকাল সন্নিকট হইতেছে; সৈন্যেরা আমার প্রিয় বন্ধু জয়েদের পুত্র ওসমার অধীন থাকিবে। ইহা কহিয়া তিনি সকলের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঐ সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল,

আপনি আমার এক টাকা ধারেন; তাহাতে মহম্মদ তাহাকে স্থদসমেত টাকা দিয়া কহিলেন, পরলোকে লজ্জিত হওনা-পেক্ষা ইহলোকে লজ্জা স্বীকার করা ভাল। পরে তিনি আবু-বকরকে মসজিদের উপদেশক পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় বন্ধু-দিগকে কহিলেন, আমি মক্কাহইতে দূরীকৃত হইয়া মদীনায় আইলে যাহারা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি তোমরা সদ্ব্যবহার করিও। ইহা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে, এই জনরব হওয়াতে তিনি কিঞ্চিৎকাল পরে চেতনা পাইয়া অতি দুর্ব্বল প্রযুক্ত হামাগুড়ি দিয়া মসজিদের মধ্যে যাইয়া সকলকে কহিলেন, প্রেরিতগণ সকলই মরিয়া গিয়াছেন; এই-ক্ষণে আমিও আপন প্রভুর নিকটে চলিলাম। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে নিয়মিত সময়ে সকল ঘটনা হইয়া থাকে। আমার জীবন তোমাদিগের যাদৃশ উপকারক মৃত্যুও তাদৃশ হইবে। ইহা কহিয়া তিনি ওহদ রণে পতিত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া তিনটি শেষ আজ্ঞা দিলেন, যথা; তোমরা সকল দেবপূজকদিগকে আরব দেশহইতে দুর করিও, ও নূতন মুসলমানদিগকে আপনাদের সমান পদ দিও, এবং সকলে সর্ব্বদা প্রার্থনায় আসক্ত থাকিও।

মহম্মদ ঘোর বিকারের সময়ে মস্যাধার ও লেখনী চাহিলেন; কিন্তু পাছে বিভোল হইয়া কোরানের বিপরীত কোন কথা লিখেন, এই ভয়ে ওমার তাহা তাঁহাকে দিলেন না। তাঁহাতে গৃহমধ্যে এমত গোলযোগ উপস্থিত হইল যে মহম্মদ সকলকে বা-হিরে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পর দিনে তিনি পুনরায় মসজিদে

যাইতে চেষ্টা করিলেও পথে মূর্চ্ছিত হওয়াতে পৌঁছিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎপর দিনে যাইয়া তিনি শিষ্য সকলকে ঐক্যভাবে থাকিতে বলিয়া মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পরে তাঁহার যে ২৮ জন ক্রীতদাস ছিল, তাহাদিগকে দাসত্বহইতে মোচন করিতে, এবং তাঁহার গৃহে যত ধন ছিল তাহা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

মহম্মদ যুদ্ধের সময়ে যেরূপ সেইরূপ মৃত্যু সময়েও সুস্থির-চিত্ত ছিলেন। তিনি পৈত্তিক জ্বরে ও শিরঃপীড়ায় অতিশয় ক্লেশ পাইয়াও স্বীয় কবরের বিষয়ে বিশেষ২ আজ্ঞা দিলেন। "ঈশ্বর খ্রীষ্টেতে থাকিয়া আপনার সহিত জগজ্জনের সম্মিলন-কারী হইলেন," মহম্মদ সত্য ধর্ম্মের এই মূল উপদেশের শত্রু হইয়াও ঈশ্বরের দয়া পাইবার ও স্বর্গে যাইবার আশা করিতেন। ফলতঃ তিনি পূর্ব্বে যে রূপ প্রবঞ্চনা করিতেন, মরণের সময়েও সেইরূপ করিয়া কহিলেন, "মৃত্যুদূত আমার নিকট প্রাণ চাহিলে জিব্রীয়েল আসিয়া আমাকে বলিলেন, হে মহম্মদ, মরিতে কি বাঁচিতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর; ইহাতে আমি মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছি।" মহম্মদ নয় বার যুদ্ধ করিয়া স্বহস্তে অনেক লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে কিছু মাত্র খেদ জন্মিল না।

পীড়ার একাদশ দিনে তিনি রীত্যনুসারে প্রার্থনা করিতে মস্জিদে গেলেন। তাহা দেখিয়া লোকেরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আরোগ্য জানিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল; কিন্তু কিছু কাল পরে বাটীতে আসিয়া তিনি অধিক রোগাক্রান্ত হওয়াতে মৃত্যুকাল উপস্থিত বুঝিয়া কহিলেন, "নিদানকালে ঈশ্বর আমার

নিকট হউন!” ইহা কহিয়া তিনি অচৈতন্য হইলেন। তৎক্ষণাৎ আইশা আপনার পিতাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার পূর্ব্বে মহম্মদ তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার শেষ কথা এই ছিল, “স্বর্গস্থ সঙ্গিগণের নিকটে যাই।”

মহম্মদের মৃত্যু এত শীঘ্র হইবে, কাহারো এমত বোধ ছিল না; তাহাতে মদীনা নগরে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল, এবং যে সৈন্যেরা যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদিগের গমন স্থগিত হইল। অনেকে অনুমান করিল, মহম্মদ মরেন নাই, মুসার ন্যায় অভিভূত আছেন। এইরূপ তর্ক বিতর্ককালে আবুবকর কোরানের এক ভাগ বাহির করিয়া সকলকে জানাইলেন, ইহাতে লিখিত আছে, মুহম্মদ অমর নহেন।

মহম্মদের কবর মক্কায় কি মদীনায় অথবা যিরূশালম নগরে হইবে, এ বিষয়ে অনেক আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন আবুবকর মহম্মদের নিজ বাক্য উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিলেন, যথা; প্রেরিত যে স্থানে প্রাণত্যাগ করেন সেই স্থানে তাঁহার কবর হইবে; আর যাহারা মস্জিদের ভিতরে কবর দেয় তাহারা শাপগ্রস্ত। অতএব মহম্মদ আইশার গৃহে যে খাটের উপরে মরিয়াছিলেন, তাহার নীচে তাঁহাকে কবর দেওয়া গেল; কিন্তু কতক বৎসর পরে ঐ স্থানে এক পরিপাটী মস্জিদ নির্ম্মিত হইল।

মহম্মদ কোন ব্যক্তিকে স্বীয় উত্তরাধিকারিরূপে নিযুক্ত করেন নাই। তিনি কহিতেন, যে ব্যক্তি রাজ্য স্থাপন করে তাঁহার উত্তরাধিকারী তদীয় গৌরব ও দুষ্টান্ত মাত্র প্রাপ্ত হয়।

আলি মহম্মদের উত্তরাধিকারী হইবেন, এমত সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তিনি মহম্মদকে কবর দেওনে ব্যস্ত হইলে আবুবকর রাজ্য প্রাপ্তির উপায় চেষ্টা করিলেন, তাহাতে কবর দেওনের পূর্ব্বেই রাজ্যের নিমিত্তে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল।

এই রূপে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছিল। বাস্তবিক তিনি অত্যাশ্চর্য্য ও নিপুণ ব্যক্তি ছিলেন; এবং যে ভ্রমরূপ রাজ্য তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য অল্প বৎসরের মধ্যে চতুর্দ্দিগে বিস্তৃত হইলে আশিয়া ও আফ্রিকা ও ইউরপ দেশস্থ নানা জাতীয়েরা কোরানের মত গ্রহণ করিল। তাহাতে হিরা গহ্বরহইতে যে ধূঁয়া নির্গত হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের সাগর অবধি আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল। মহম্মদের যে রূপ স্বভাব তাহা তৎস্থাপিত ধর্ম্মের রীতি ও ব্যবহারে প্রকাশ হয়; অর্থাৎ তিনি কোন ক্রমেই অন্য ধর্ম্ম সহ্য করিতে পারিতেন না; এবং সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞান ও বিদ্যা প্রদানার্থে কোন চেষ্টাও করিতেন না।

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের এক স্থূল মর্ম্ম এই যে রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না; মহম্মদ এই ধর্ম্মের পরম শত্রু ছিলেন। ধর্ম্মপুস্তকের প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ৯ অধ্যায়ের ১২ পদে যে পঙ্গপালের কথা লিখিত আছে, মহম্মদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিরা তাহার ন্যায় হইয়া প্রায় সকল দেশ জয় করিলেন। মহম্মদ প্রচার করিতেন, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সকল ঘটনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তুরকী দেশীয় লোকেরা এই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া মড়ক উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে

কোন উপায় চেষ্টা করে না; ইহাতে অসংখ্য লোক অসময়ে মারা পড়ে।

মহম্মদের শরীর মধ্যম প্রকার ছিল। তাঁহার স্কন্ধ বিস্তৃত, ও ললাট উচ্চ, এবং গণ্ডদেশ লোহিত বর্ণ ছিল। তিনি এমত প্রিয়দর্শন ছিলেন যে তাঁহার মুখ দেখিবামাত্র সকলেই প্রেম করিত। তিনি অন্যের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিতে পারিতেন না। তাঁহার যে রূপ বল তদ্রূপ সাহস ছিল না। তাঁহার মস্তক ও নাসিকা বৃহৎ, এবং তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে এক শিরা ছিল; ক্রোধ হইলে ঐ শিরা টিপ২ করিয়া নড়িত। তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে লোম ও তিলে আবৃত কপোতের অণ্ড প্রমাণ একটী আঁব ছিল; মুসলমান লোকেরা বোধ করিত, ঐ আঁব তাঁহার প্রেরিত হওনের চিহ্ন।

মহম্মদের শিষ্যগণ তাঁহার বিষয়ে অনেক অলৌকিক কথা কহিয়াছে, যথা; তিনি পশ্চাৎদিগে দেখিতে পাইতেন, এবং তাঁহার শরীরকে মক্ষিকায় স্পর্শ করিতে পারিত না, ইত্যাদি। মহম্মদ শৌচ ক্রিয়াদির বিষয়ে অতি মনোযোগী থাকিতেন। তিনি কহিতেন, পৃথিবীর মধ্যে স্ত্রীগণ ও সুগন্ধি দ্রব্য পরম সুখজনক পদার্থ হয়। তিনি তৎকালীন লোকদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ হইলেও ভাবি শুভাশুভের লক্ষণ ও জাদু প্রভৃতি মানিতেন। তাঁহার প্রতীতি ছিল যে কুস্বপ্ন দেখিলে নিজ বাম স্কন্ধে তিন বার থুথু দিলেই ঐ স্বপ্নজন্য অমঙ্গল নিবারণ হয়। তিনি প্রত্যেক কর্ম্ম দক্ষিণ দিগহইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিগে সমাপন করিতেন, এবং অগ্রে দক্ষিণ নেত্রে পরে বাম নেত্রে রসাঞ্জন দিতেন।

বিধর্ম্মোৎপাদক লোকেরা প্রায় সকলেই কোন ২ উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত হয়, তাহাতেই তাহাদের ধর্ম্মের দোষ আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব অস্বীকারকারি আরিয়স, এবং মহম্মদও ছিলেন। মহম্মদ খাওয়া পরার প্রতি বিশেষ যত্ন করিতেন না। তিনি স্ত্রীজাতিকে স্নেহ করিতেন, একারণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি স্বদেশীয় গল্প ভাল বাসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আপন স্ত্রীদিগের নিকট ঐ গল্প করিতেন। তিনি ছোট বড় সকলের প্রতি প্রিয়ভাষী ছিলেন, এবং সমান ব্যবহার করিতেন, ইহাতেই তাঁহার শিষ্য বৃদ্ধি হইল। মহম্মদ সকল আরব দেশ জয় করিয়াও স্বীয় গৃহে অতি সামান্য কর্ম্ম করিতেন, যথা; তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করিতেন ও স্বহস্তে ছাগী দুহিতেন। তাঁহার আহারের দ্রব্য রুটী খর্জ্জুর ও তৈল ছিল। তিনি লোভী ছিলেন না, বরং ধনাদি যাহা ২ পাইতেন সকলি বিতরণ করিয়া ফেলিতেন। দরিদ্র লোক আসিয়া কখন ২ তাঁহার সহিত একত্র আহার করিত। তিনি কাহারও প্রতি বিষন্নবদন হইতেন না। তাঁহার গ্রন্থবিদ্যা অধিক ছিল না বটে, কিন্তু তিনি মনুষ্যদের স্বভাব ও চরিত্র উত্তম রূপে জানিতে পারিতেন।

মুসলমানেরা কহে, মহম্মদের বাল্যাবস্থায় স্বর্গদূত আসিয়া তাঁহার হৃৎপিণ্ডহইতে আদি পাপ রূপ শ্যামবর্ণ চিহ্ন উত্তোলন করিয়াছিল, আর তদবধি তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার, কাম ও প্রবঞ্চনাদি কুক্রিয়া দেখিয়া আমারা ইহা কদাচ স্বীকার করিতে পারি না। বোধ হয় তিনি প্রথমে

সোক্রাটীস ও রামমোহন রায়ের ন্যায় যথার্থানুবর্ত্তী ছিলেন, কিন্তু পরে তাহা ক্রমে ২ পরিত্যাগ করিয়া প্রবঞ্চনা করিতে লাগিলেন, যথা; তিনি যখন স্বীয় অভিলাষ সিদ্ধ করণের জন্যে কহিতেন, এতদ্বিষয়ে আমাকে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন, তৎকালে তাঁহার মন প্রবঞ্চনায় বিলিপ্ত হইত। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আরও ভ্রষ্টাচারী হইতে লাগিলেন। দেখ, তিনি কামাদি রিপুগণকে দমন করিতে আজ্ঞা করিয়াও স্বয়ং পোনেরটি বিবাহ করিলেন; এবং প্রথমে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্ম প্রচারক রূপে প্রকাশ করিয়া পরে সামান্য যোদ্ধার ন্যায় আপন শত্রুদিগকে খড়্গদ্বারা সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইতি।

মহম্মদের বয়ঃক্রম সম্বলিত জীবন চরিত্রের ঘটনাবলি।

১ বৎসরে। মহম্মদের পিতার মৃত্যু হয়।—মহম্মদ শব্দের তাৎপর্য্য—তিনি সুস্থতার জন্য প্রান্তরে প্রেরিত হন।

২—৫। মহম্মদ প্রান্তরে ধাত্রীদ্বারা প্রতিপালিত হন।—তিনি স্বাভাবিক প্রকম্পশীল।

৬। মহম্মদকে মৃগীরোগগ্রস্ত দেখিয়া ধাত্রী ভীতা হইয়া তাঁহাকে মাতার নিকটে আনিয়া দেয়।—কিছু দিন পরে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

৭—৯। মহম্মদ মক্কা নগরে বাস করেন।

১০—১১। তিনি ওকাদ নামক মেলায় গমন করেন।

১২। মহম্মদের খুড়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া দেশে গেলে তথায় তিনি সের্জিয়স উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৩—১৯। তিনি নানা মেলায় যাইয়া মনুষ্যদিগের রীতি নীতি বিষয় অনেক অবগত হন।—বিশেষতঃ ১৬ বৎসরে দক্ষিণ আরব দেশে যান।

২০। তিনি মক্কার নিকটস্থ কোন এক যুদ্ধে উপস্থিত হন।

২১—২৩। অন্য কর্ম্মে অপারক প্রযুক্ত মহম্মদ মেষপালকের কর্ম্ম স্বীকার করেন।

২৪। খাদাইজার গোমস্তা হইয়া ঘুরিয়া দেশ পর্য্যটন করেন।

২৫—২৮। মহম্মদ ২৫ বৎসরে খাদাইজাকে বিবাহ করেন।

২৯—৩৫। বানিজ্য কর্ম্ম করেন, ও গোপনে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন।—কাবা মন্দিরের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা নিষ্পন্ন করেন।

৩৬—৩৯। বণিকের কর্ম্ম করেন, এবং ধর্ম্মের বিষয়ে চঞ্চল হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হন।—তিনি প্রকাশ করেন যে জিব্রীয়েল দূতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।—মহম্মদের স্ত্রী ও ক্রীত দাস ও ভ্রাতৃপুত্র প্রথমে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

৪০—৪১। চল্লিশ জন ক্রীতদাস ও বিদেশীয় ও নাস্তিক লোকেরা গোপনে তাঁহার শিষ্য হয়।

৪২। মহম্মদ প্রকাশ্যরূপে আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া জানাইলে তাঁহার কুটুম্ব লোকেরা তাঁহাকে উপহাস ও তাড়না করে।

৪৩—৪৪। মহম্মদ দেবপুজকদিগের নরকভোগ প্রচার করিলে কোরেশেরা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়।—তাঁহার খুড়া দেবপুজক হইয়াও তাঁহাকে রক্ষা করেন।

৪৫। ছয় জন শিষ্য প্রকাশ্য রূপে তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করে।

৪৬—৪৭। মহম্মদ শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বগৃহের মধ্যে বদ্ধ থাকেন।—ওমার তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।—কোরেশেরা তাঁহাকে দুর করিয়া দেয়।—কোন ২ মুসলমানেরা হাবেশ দেশে যাইয়া বাস করে। খাদাইজার ও আবুতালবের মৃত্যু হয়।—মহম্মদ টাইফ নগরে পলায়ন করেন।

৪৮। আইশার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ, এবং সাদা ও হাসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

৪৯। কএক জন মদীনাস্থ তীর্থযাত্রিরা তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তম্মতাবলম্বী হয়।

৫০। তাঁহার মেরাজ অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন।—স্ত্রীলোকদের শপথ।

৫১। দুই প্রহর রাত্রির সময়ে মদীনাস্থ শিষ্যদের সভা হইলে তাহারা মহম্মদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দিব্য করে।—কোরেশেরা তাঁহাকে উগ্রতর তাড়না করাতে তিনি গহ্বরে লুক্কায়িত হইয়া থাকেন।—তিনি মদীনায় পলায়ন করিলে হিজরা সন আরম্ভ হয়।—তিনি মদীনায় এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।—আইশাকে বিবাহ করেন।—তাঁহার মণ্ডলীস্থ লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

৫২। তিনি যিহূদীয় লোকদিগকে আপন ধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করেন।—মক্কা ও মদীনাস্থ শিষ্যদিগের মধ্যে ভ্রাতৃত্বরূপ বন্ধুতা করান।—তিনি কোরেশদিগের কাফিলা লুঠ করেন।—বদরের যুদ্ধ।

৫৩। মহম্মদ রমজান মাসের উপবাস স্থাপন করেন।

৫৪। মহম্মদের যষ্টির কথা।—দুই বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।—তিনি কোন ২ যিহূদীয় লোককে বধ করেন। —ওহদ রণে পরাভূত হন।—দ্রাক্ষারস পান নিষেধ করেন। —অদৃষ্টের কথা প্রচার করেন।

৫৫। তিনি এক বন্দি অধ্যক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন।—আপনার এক জন শত্রুকে গোপনে হত্যা করিতে চেষ্টা করেন। —জয়েদ জীবৎ থাকিতে তিনি তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

৫৬। তিনি মদীনায় শত্রুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন।—সাত শত যিহূদীয় লোককে হত করেন।—তিনি রোহনা নামে এক যিহূদীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

৫৭। মহম্মদ মক্কা নগরে তীর্থযাত্রা করেন।

৫৮। মহম্মদ বিষ ভক্ষণ করেন।—তিনি আর দুই বিধবাকে বিবাহ করেন।—গ্রীক ও পারস্য সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন।—পুনর্ব্বার মক্কায় তীর্থ যাত্রা করেন।—অন্য বিধবাকে বিবাহ করেন।

৫৯। তিনি সুরিয়া দেশকে আক্রমণ করেন।—মুতায় পরাস্ত হন।—মহম্মদ মক্কা নগরকে জয় করিয়া প্রতিমা সকল ভঙ্গ করেন।—হূনাইনের যুদ্ধ।

৬০। প্রান্তরে যুদ্ধযাত্রা।—মহম্মদের স্ত্রীদিগের বিবাদ।—তিনি মক্কায় শেষ তীর্থ যাত্রা করেন।

৬১। প্রতিযোগি অধ্যক্ষগণ তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।—মহম্মদের মৃত্যু।

মহম্মদীয় রাজ্যের পুরাবৃত্ত।

মহম্মদের পরলোক প্রাপ্তির পর মুসলমানদিগের রাজ্য উত্তর ২ বৃদ্ধি পাইয়া, শেষে কোন কাফিলা ছয় মাসে যত দূর যাইতে পারে, তত দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল। তাহাতে সমরকন্দ ও টিম্বক্টু এই উভয় দেশের লোকেরা কোরাণ নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে, এবং ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা এই উভয় দেশের লোকেরা মক্কাতে একত্র হইতে লাগিল, ও মুসলমানদের নাম সিবীরিয়া মরুভূমি পর্য্যন্ত মান্য হইল। কিন্তু এই জগৎ সম্বন্ধীয় না হইলেও খ্রীষ্টধর্ম্ম যদ্রূপ সত্য শিক্ষাব প্রচারদ্বাবা রোমীয় রাজগণের ভয়ানক শত্রুতা জয় করিয়া তাহাদের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল, মহম্মদের ধর্ম্ম তদ্রূপ না হইয়া কেবল খড়্গদ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু হইল।

প্রথম অধ্যায়।

আবুবকর নামে প্রথম কালীফ।

মুসলমানেরা বলে, মহম্মদ আত্মরক্ষার নিমিত্তেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ও ব্যবহারানুসারে তাঁহার শিষ্যেরা অস্ত্রের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করা বিহিত জ্ঞান

করিত, ইহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণদ্বারা সপ্রমাণ হইবে। যৎকালে খ্রীষ্টীয় নামধারি দলসমূহের পরস্পর দ্বেষ ও সামান্য লোকদিগের ঘোর অজ্ঞানতা ও রোমীয় রাজ্যের বলহীনতা প্রযুক্ত এমন শত্রুদিগকে নিবারণ করিতে কাহারো উদ্যোগ অথবা ক্ষমতা ছিল না, তৎকালে নীচবংশজাত কিন্তু অসীম সাহস বিশিষ্ট ঐ মুসলমানেরা ইহলোকে লুটদ্বারা ধনী হওনের আকাঙ্ক্ষাতে ও পরলোকে মদ্যপান ও স্ত্রীসম্ভোগজন্য সুখ পাইবার আশাতে উন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক অতি অল্প কালের মধ্যে সুরিয়া ও পারস্য ও ইজিপ্ত ও আফ্রিকার উত্তরভাগ ও স্পেন, এই সমুদয় দেশ জয় করিল।

খ্রীষ্টীয় ৬৩২ শালের জুন মাসের অষ্টম দিবসে মহম্মদ পরলোক প্রাপ্ত হন। সিকন্দর বাদসাহের ন্যায় তিনিও আপনার উত্তরাধিকারিপদে কাহাকেও নিযুক্ত না করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার কারণ নিশ্চয় করা কঠিন। কি জানি তিনি কাহাকে সেই পদ দিবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম শিষ্য ও প্রিয় পাত্র যে আলি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ছিলেন, এবং অতি বুদ্ধিমান যে আবুবকর তাঁহার শ্বশুর ছিলেন, এই দুই জনের মধ্যে কে উক্ত পদের যোগ্য, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর ছিল। তাঁহারা উভয়েই মহম্মদের অতি ভক্ত শিষ্য, এবং মক্কা নগরস্থ উত্তম বংশজাত ছিলেন। মক্কার লোকেরা যখন মহম্মদকে আপনাদিগের দেশহইতে দূর করিয়াছিল, তখন মদীনা নিবাসি লোকেরা দশ বৎসর তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, এই জন্য তাহারা আপনাদিগের স্বদেশীয় সাদ্ নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে চাহিল। আবার

মক্কার লোকেরা বলিল, আমরা মহম্মদের স্বদেশীয় লোক ও প্রথম শিষ্য, অতএব উক্ত কর্ম্মের ভার আমাদিগেরই অর্হে। তৎকালে আলি মহম্মদের কবর দিতে ও কোরাণের ছিন্নভিন্ন খণ্ড সকল সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে অনুপস্থিত জানিয়া ওমার সাহসপূর্ব্বক কালীফের পদে আবুবকরকে নিযুক্ত করণের পরামর্শ দিলে সকলে বিবাদের ভয়ে সম্মত হইল; তাহাতে দ্বিষষ্টি বৎসর বয়স্ক উক্ত আবুবকর সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্থাপনে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিষেক কালে সাদের বন্ধুদিগকে নিকটে আসিবার অনুমতি দত্ত হইল না। এবং "এক খাপে দুই খড়্গ রাখা যায় না," এই কথা বলিয়া ওমার কহিলেন, আলি যদি এই কর্ম্মে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার বাটীর সহিত ভস্মসাৎ করিব। তাহাতে আলিকে তাঁহার কথায় সম্মত হইতে হইল। ফাতেমা নাম্নী তাঁহার স্ত্রীর পরলোক প্রাপ্তির পর সর্ব্বসাধারণেই আবুবকরকে কালীফ বলিয়া গ্রাহ্য করিল। এই প্রকারে সেকন্দর বাদসাহের মরণানন্তর তাঁহার রাজ্য যেমন নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, মহম্মদীয় রাজ্য তদ্রূপ বিভক্ত না হইয়া উত্তমরূপে স্থাপিত হইল; আর বাস্তবিক ওমারই তাহার কর্ত্তা হইলেন।

এত দিনের পর জগতের মধ্যে দাবানলের ধূম উঠিতে লাগিল। মহম্মদের কাল হইলেও তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত্বরায় বিস্তারিত হওনের প্রধান কারণ খড়্গই ছিল। এক শত বৎসরের মধ্যে তাহা ইউরোপের পশ্চিম

প্রান্তে স্থিত জিব্রল্টর ডমরু অবধি আশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে স্থিত চীন দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। আর যদ্যপি ধর্ম্ম বিষয়ক বাদানুবাদ ও গৃহ বিচ্ছেদদ্বারা অতি শীঘ্র মুসলমানদিগের রাজকীয় প্রতাপ ও বিদ্যার প্রাচুর্য্যের হ্রাস পাইল, তথাপি মহম্মদীয় ধর্ম্ম বর্দ্ধিষ্ণু থাকিল। ইউরপ মহাদ্বীপে যখন তাহার হ্রাস হইতে লাগিল, তৎকালে আফ্রিকা মহাদ্বীপের উত্তরাংশে এবং ফরাৎ নদীর নিকটস্থ সমুদয় দেশে তাহা অত্যন্ত প্রবল ছিল।

আবুবকর কেবল "কালীফ," অর্থাৎ মহম্মদের প্রতিনিধি এবং মুসলমান মণ্ডলীর ও রাজ্যের অধ্যক্ষ, এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে কোন২ কালীফ আপনাদিগকে "পৃথিবীতে ঈশ্বরের ছায়া" বলিয়া জানাইতেন।

খ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা পৃথিবীর সকল স্থানে যাইয়া তাবৎ লোককে সুসমাচার জ্ঞাত কর।" কিন্তু আবুবকর সিংহাসনারোহণ করিবামাত্র স্বদেশীয়দের পরস্পর বিবাদ নিবারণার্থে এবং মহম্মদের শেষাজ্ঞানুসারে তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম ভূমণ্ডলব্যাপ্ত করণাভিপ্রায়ে নিষ্ঠুর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই তিনি সুরিয়া নামক অতি উর্ব্বরা দেশ আক্রমণাশয়ে মহম্মদ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ৭০০ সৈন্য ঐ দেশের সীমাস্থিত কোন২ অঞ্চল জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। স্বদেশে থাকিলেও সেই সৈন্যদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত, কেননা যাহারা কেবল ভয়বশতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করাতে মহম্মদের মরণানন্তর বিদ্রোহী হওনে প্রস্তুত ছিল, এমন আরবি জাতি সকলকে দমন করা তাহাদের আবশ্যক হইত। পশ্চাল্লিখিত বিবরণে উক্ত

সৈন্যদিগের তাহা প্রকাশ পাইবে। এক জন আরবি যুব-সেনার মাতা ও ভগিনী তাহার সহিত ঐ যুদ্ধে গিয়াছিল। যে যুদ্ধে ঐ যুবার কাল হয়, তাহা আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে সে কহিয়াছিল, "আমি দুনিয়ার সুখ সম্পত্তি ইচ্ছা করি না, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে এই বর প্রার্থনা করি, যে ধর্ম্মের কারণ প্রাণবিয়োগ হইলে পরে আমার আত্মা বেহেস্তের সর্ব্বপ্রকার ফলভোগি ও সর্ব্বপ্রকার পানীয়পায়ি হরিদ্বর্ণ কোন পক্ষির গলার থলিতে বাস করিতে পায়। এইক্ষণে বিদায় হইলাম; বেহেস্তের উদ্যানে ও নির্ঝরের নিকটে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

এই সৈন্যেরা মদীনানগরীয় লোক, এবং যজদের অতি অল্প বয়স্ক ওসামা নামা পুত্র তাহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। প্রথম দিবস আবুবকর তাহাদিগের সহিত পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ও তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "কোন ব্যক্তির অঙ্গচ্ছেদ করিও না, খর্জ্জুরাদি ফলোৎপাদক কোন বৃক্ষ নষ্ট করিও না, বালকদিগকে ও বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদিগকে ও স্ত্রীলোকদিগকে এবং উদাসীনদিগকে রক্ষা করিও, কিন্তু মুণ্ড যাজকদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলিও।"

এই সময়ে মক্কার লোকেরাও পুনর্ব্বার দেবপূজা করিতে ইচ্ছুক হইল, কিন্তু খালিদ আপন খড়্গবলে তাহাদিগকে দমন করিলেন। আবুবকর কহিয়াছিলেন, আরবি লোকদিগকে ভয় না দেখাইলে তাহারা অতি শীঘ্রই দেবপূজকের মত পুনর্ব্বার অবলম্বন করিবে, কেননা সেই মত খণ্ডনমাত্র হইয়াছে, উন্মূলন হয় নাই। আর তৎকালে খ্রীষ্টীয়ান প্রজারাও বিদ্রোহী হওনের উপক্রম করিতেছিল।

মহম্মদের প্রতিযোগী আস্‌নাদ নামা এক জন ইয়েমন দেশের বাহরিন নগর পর্য্যন্ত প্রধানাংশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সানাদেশের শাসনকর্ত্তাকে যুদ্ধে বধ করণানন্তর তাঁহার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সেই বিধবা তাঁহার কতক গুলিন অসন্তুষ্ট প্রধান লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। আবুবকর আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা না বলিয়া কেবল মহম্মদের উত্তরাধিকারিরূপে বিখ্যাত হওয়াতে অসভ্য বেদুইনেরা তাঁহাকে কর দিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু এক দিবস রাত্রিযোগে মদীনা নগরে গিয়া আবুবকরের বাটী আক্রমণ করিলে তিনি তাহা-দিগকে পরাজয় করিলেন। পরে আসামা সুরিয়া দেশের সীমা-হইতে প্রত্যাগমন করিলে আবুবকর প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক, বেদুইনদিগের হইতে আমি কর গ্রহণ করিব। এই নিমিত্ত তিনি অষ্ট সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া একাদশ জন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া মহম্মদের আজ্ঞানুসারে "কোরাণ কিম্বা খড়্গ" এই ঘোষণা করত রাজবিদ্রোহ নিবারণার্থ "ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ" আরম্ভ করিতে অনুমতি দিলেন; আর এই কথা প্রকাশ করিলেন, যে "মহম্মদ প্রাণত্যাগ করিলেও তাঁহার ঈশ্বর পূর্ব্ববৎ জীবিত আছেন।" এই সময়ে সুলাইহি নামা সদ্বংশজাত এক ব্যক্তি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া ঘোষণা করাতে মহম্মদের কতক গুলিন বন্ধুও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত একাদশ সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে খালিদ নামা এক ব্যক্তি তাহাদিগের কতকগুলিনকে পরাজয় করিলে, যাহারা কোন মুসলমানকে

নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা কালীফের অনুমত্যনুসারে উচ্চ স্থান-হইতে নীচে নিক্ষিপ্ত, কিম্বা প্রস্তরাঘাতে হত, কিম্বা অগ্নিতে দগ্ধ হইল। সালমা নাম্নী যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রী আপনাকে ভবিষ্যদ্বাদিনী রূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি এবং তাঁহার উষ্ট্ররক্ষক এক শত লোক যুদ্ধ করিতে২ প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। মহম্মদের পরলোক প্রাপ্তির পর মেস-পতামিয়া দেশীয় সুজা নাম্নী একটি সদ্বংশোদ্ভবা খ্রীষ্টীয়ান স্ত্রীলোক প্রায় ১০০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আপনাকে ভবিষ্য-দ্বাদিনীরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন; পরে অন্যান্য বংশের লোকেরা ঈর্ষ্যা বশতঃ তাঁহার পক্ষ হইতে অস্বীকার করিলে তিনি ইয়েমামা নামক অঞ্চলে গিয়া, তথাকার মসাইলামা নামে এক শত বৎসর বয়স্ক যে ব্যক্তি মহম্মদের প্রতিযোগিরূপে ঘোষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। তন্নি-মিত্ত খালিদকে তৎস্থানে প্রেরণ করিলে যে ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের স্থায়িত্ব সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে মহম্মদীয়েরাই জয়ী হইল, মসাইলামা ও তাহার দশ সহস্র সৈন্য নষ্ট হইল। এই যুদ্ধে খালি-দের পক্ষ অনেক গুলিন উত্তম২ সৈন্যও হত হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হইল, তাহাতে ইয়েমামা নগরীয় লোকেরা বড় ক্লেশ পাইল না; কারণ তাহারা আপনা-দিগকে অধিক শক্তিমান জানাইবার আশয়ে সৈন্যদিগের ন্যায় সজ্জিত বিবাহিতা ও অবিবাহিতা যুবতীদিগকে প্রাচীরো-পরি দণ্ডায়মান করিয়াছিল।

(খ্রী ৬৩৩ শাল) এই প্রকারে মহম্মদের অধিকাংশ বন্ধু

ও পরিচিত লোক নষ্ট হওয়াতে আবুবকর কোরাণের ছিন্ন-ভিন্ন খণ্ড সকল সংগ্রহ করা আবশ্যক বুঝিয়া তৎসম্বলিত খর্জ্জুর পত্র ও শ্বেতবর্ণ প্রস্তর ও পশুর অস্থি সকল একত্র করিলেন।

মহম্মদ অমর নহেন, এমত প্রমাণ পাওয়াতে বাহরিণ দেশীয় লোকেরা খ্রী ৬৩৯ শালে মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিল, তাহাতে মুসলমানদিগেব দ্বারা তাহাদের নগর এক মাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হওনান্তর অবশেষে রাত্রিযোগে সৈন্যদিগের একটা ভোজে ব্যস্ত হওন সময়ে পরাজিত হইল। যে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বক্তা ওমানদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি হত হইলেন; তথাকার নাজির নায়েব বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা মুসলমান লোকদের হস্তগত হইলেন; পুরুষেরা হত ও অন্যান্য লোকেরা ক্রীত দাসরূপে বিক্রীত হইল। এক জন গায়িকা মহম্মদেব নিন্দা সূচক কতক গুলিন গীত প্রস্তুত করাতে তাহার দুই হস্ত ছিন্ন ও সম্মুখের সমুদয় দন্ত আঘাতদ্বারা উৎপাটিত হইল।

এই প্রকারে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি আরবদেশীয় দেব-পূজক ও যিহূদি ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সকল বিপক্ষতা খড়্গদ্বারা নিবারিত হইলে পরে যুদ্ধেতে অতিশয় আসক্ত মুসলমানদিগের সন্তোষার্থে এবং পরদেশ জয় করণ বিষয়ক মৃত মহম্মদের বাঞ্ছা সাধনার্থে অন্য রণস্থলের অন্বেষণ করা আবশ্যক হইল। মহম্মদের পরলোক প্রাপ্তির নয় মাস পরেই (খ্রী ৬৩৩ শালে) ঈরাক অর্থাৎ মেসপতামিয়া দেশের এক অঞ্চল আক্রমণ করা হয়। ঐ দেশ তাৎকালিক পরাক্রান্ত পারসীক রাজ্যের অধীন

ছিল; কিন্তু কন্স্তান্তীনপুরীস্থ গ্রীক রাজাধিরাজদিগের আক্রমণ এবং স্বদেশীয় নানা প্রকার বিবাদ প্রযুক্ত সেই পারসীক রাজ্যের শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইরাক্‌বাসি লোকেরা অধিকাংশ আরববংশজাত, এই জন্যে পারস্য রাজ্যের অধীনতা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিল, অতএব কেবল ফরাৎ নদী তীরস্থ দুর্গ সকলের রক্ষক সৈন্যদলের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ করা আবশ্যক হইল। খালিদ অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া আপনার পরাজিত ইয়েমামা দেশহইতে ঐ ইরাক্ দেশে যাত্রা করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে ফরাৎ নদীতীরস্থ বস্রা নগরে পৌঁছিলেন। দামাস্কস নগরহইতে মরুভূমি দিয়া গেলে প্রায় চারি দিনে উক্ত নগরে যাওয়া যায়। তৎকালে তাহা প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল, আর ঐ স্থানেই মহম্মদ সের্জিয়স নামক উদাসীনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাহইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ নগরবাসি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা আপনাদিগের নগর রক্ষণের নিমিত্ত অত্যন্ত পুরুষত্ব প্রকাশ করিল। তাহারা নগরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরোপরি দাঁড়াইয়া রাগান্ধ হইয়া আপনাদের পবিত্র ক্রুশ প্রভৃতি পতাকা সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। মুসলমানেরা জলাভাবে বালুকাতে স্নান করিয়া অশ্বারোহণে প্রাতঃকালীন ভজনা করিয়া "যুদ্ধ যুদ্ধ, স্বর্গ স্বর্গ," এই রূপ উচ্চৈঃশব্দ করিতে২ অতি বেগে নগর আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। নগরের শাসনকর্ত্তা মনে২ মুসলমানদের পক্ষ, ভূমিনিমিত্ত শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু নগরীয় লোকেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার নিজগৃহে রুদ্ধ করিল।

সেই গৃহ প্রাচীরোপরিস্থিত, অতএব তিনি পত্রদ্বারা শত্রুদিগের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন; তাহাতে মধ্যরাত্রে খ্রীষ্টীয় সৈন্যদিগের ন্যায় ছদ্মবেশি এক শত মুসলমান লোক প্রাচীরের মধ্যে কৃত সুড়ঙ্গ দিয়া নগরে প্রবেশ করিল; পরে নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া অন্য সকল সৈন্যকে প্রবেশ করিতে দিলে সমূহ নরহত্যা হইল। খালিদ্ দূতদ্বারা বিপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে এই প্রকার কথা কহিয়া পাঠাইলেন, " মুসলমান হও, নতুবা কর দেও। তাহা না হইলে যে সৈন্যদলের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহারা যেমন মরণাকাঙ্ক্ষী, তোমার লোকেরা তেমন জীবনাকাঙ্ক্ষী নহে। তাহারা সন্ধি অপেক্ষা যুদ্ধ ভাল বাসে, ও তোমাদিগকে কুক্কুরের তুল্য জ্ঞান করে।" উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বস্রা নগরের নিকটে যুদ্ধ করণ দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। পলায়নের আশঙ্কা প্রযুক্ত পারসীকদের অনেক সৈন্যদিগকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করত একত্র করিয়া সংগ্রাম স্থলে আনয়ন করা গিয়াছিল। ইয়েরমক নামক স্থানের যুদ্ধে অনেক গ্রীক সৈন্যদিগকে তদ্রূপ আনয়ন করা গিয়াছিল। পারস্য লোকেরা পরাজিত হইলে মুসলমানদের প্রত্যেক অশ্বারোহি সৈন্য লুটের অংশরূপে এক সহস্র দ্রাহম (অর্থাৎ সিকি) প্রাপ্ত হইল। পারস্য সৈন্যাধ্যক্ষের মুকুটের মূল্য এক লক্ষ দ্রাহম। এই "শৃঙ্খলীয়" যুদ্ধের পরে যে স্থানে ফরাৎ ও তিগ্রিষ নামক দুই নদী একত্র হয়, সেই স্থানে আর এক যুদ্ধ ঘটিল। তাঁহাতে ত্রিশ সহস্র সৈন্য নষ্ট হইল, অবশিষ্টেরা পোতারোহণে পলাইয়া রক্ষা পাইল। অতি শীঘ্র আর এক রক্তপাতময় সংগ্রাম হইল।

এক দল আরবি খ্রীষ্টীয়ান লোক পারসীকদের সহিত মিলিলে খালিদকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে ফরাৎ নদী পার হইয়া, পূর্ব্বে যে স্থানে কূফা নগর ছিল, সেই স্থানে যাইতে হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বে পারস্য সৈন্যদল অধ্যক্ষের অনুমতি না শুনিয়া আহার করিতে বসিল; বসিবামাত্র খালিদ আপন অশ্বারোহি সৈন্যদিগকে যুদ্ধারম্ভ করিতে অনুমতি দিলেন, তাহাতে অতি ভয়ানক সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল। যুদ্ধের মধ্যকালে খালিদ ঈশ্বরের নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "এই যুদ্ধে যদি আমি জয়ী হই, তবে কাহাকেও জীবৎ রাখিব না, শত্রুদিগের রক্তে এই ফরাৎ নদীকে রক্তস্রোত করিব।" অনন্তর পারসীকেরা পলায়ন করিলে খালিদ আপন সৈন্যদিগকে কহিলেন, যে২ লোক প্রতিরোধ করে না, তাহাদিগকে বন্দী করণ পরে বন্দি লোক সকল একত্র হইলে তিনি তাহাদিগকে নদীতীরে আনাইয়া যে পর্য্যন্ত নদীর জল রক্তবর্ণ না হয়, তদবধি তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। আহা, যাকূবের প্রতিজ্ঞাহইতে খালিদের এই প্রতিজ্ঞা কি ভিন্ন! (আদিপুস্তক ২৮ অ; ২০, ২১)

অনন্তর ফরাৎ নদীতীরস্থ আর এক নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। ঐ নগরে যে লুট হয়, তাহা অংশ করিলে আরবিদের প্রত্যেক অশ্বারোহি সৈন্য দেড় সহস্র দ্রাহম প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে খালিদ হীরা নগরের প্রতি গমন করিলে ঐ রাজ্যের আরবীয় প্রধান২ লোকেরা এক লক্ষ নবতি সহস্র দ্রাহম পরিমিত বার্ষিক কর দিতে সম্মত হইল, এবং তাহাদের কর্ত্তা মান্য পারসীক লোকেরাও তাহাতে স্বীকৃত হইল।

ইতিমধ্যে পারস্য প্রধান লোকেরা তিশিফন নগরে একত্র হইয়া কাহাকে রাজা করিবেন, এই বিষয়ের বিবাদ করিতে লাগিলেন; তাহাতে খালিদ তাঁহাদের নিকটে ও পারস্য দেশের অন্যান্য প্রধান লোকের নিকটে দূতদ্বারা এই আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন, তোমরা মহম্মদীয় ধর্ম্ম কিম্বা খড়্গ কিম্বা করদান, ইহার মধ্যে কোন্‌টা মনোনীত কর, তাহা অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত কর। বাগ্‌দাদের নিকটে পারসীক রাজ্যের বশীভূত আনবার নামে একটী নগর ছিল। তন্নগরীয় লোকেরা আরব জাতি প্রযুক্ত মুসলমানদের সহিত সংগ্রাম করণে অসম্মত হওয়াতে তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল; তথাপি সেই নগরের নিকটে পারসীক লোকদের সহিত এমত ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল, যে আরবীয়েরা হত উষ্ট্রদের শবে পরিখা পরিপুরিত করিল। সেই যুদ্ধে আরবীয়দের তীরদ্বারা অনেক পারসীকদের নয়ন বিদ্ধ হইয়াছিল, এই জন্য সেই যুদ্ধের নাম নয়নযুদ্ধ হইল। এই রূপে ক্রমে ২ খালিদ ফরাৎ নদীর পশ্চিম তীরস্থ অনেক দেশ পরাজয় করিলেন, এবং গ্রীক ও পারসীক ও আরবি শত্রুদিগের অনেক সৈন্য সামন্ত পরাভব করিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে খালিদকে স্থরিয়া দেশে যুদ্ধ যাত্রা করণে অনুমতি দত্ত হইল, কারণ বস্রা নগর পরাভূত হইলেও পুনরায় তথা যুদ্ধ করা আবশ্যক হইল। তাহাতে তিনি অবিলম্বে আজনাদীন নামক স্থানের অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন।

তৎকালে সমুদায় আরব দেশ সংগ্রামাদির দ্বারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের অধীন হওয়াতে পরদেশ পরাজয় করণের

ঘোষণা হইলে যে২ আরবীয় লোকের অশ্ব বা উষ্ট্র ছিল, তাহারা সকলে আপনাদের জন্মস্থানে মরুভুমির বিনিময়ে অতি উর্ব্বরা সুরিয়া দেশের আকাঙ্ক্ষাতে যুদ্ধ করিতে ধাবমান হইল। কিন্তু উক্ত দেশ বশীভুত করা দুঃসাধ্য কর্ম্ম; এই জন্যে নানা পথ দিয়া নানা আরবীয় সৈন্যদল তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল। প্রথমতঃ আবুবকর পূর্ব্বোক্ত খালিদকে সপ্ত সহস্র সৈন্য সমর্পণ করিয়া তথাকার গ্রীক লোকদের বিপরীতে পাঠাইলেন। পরে মহম্মদের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে গণিত আমরু নামক এক জন সেই দুষ্কর কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইলেন। ওমান দেশের আধিপত্য তাঁহার থাকাতে তিনি অনেক সম্মান ও সুখসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তথাপি কালীফের আজ্ঞা পাইবামাত্র সম্মত হইয়া কহিলেন, "আমি মহম্মদীয় ধর্ম্মের তীরস্বরূপ, আপনি ধনুর্দ্ধর হইয়া স্বেচ্ছানুসারে তীর লইয়া বৈরিদের বিরুদ্ধে ত্যাগ করিতে পারেন্।" স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি মহম্মদীয় লোকদের এই রূপ যে ভক্তি ছিল, তাহাতে অহঙ্কারি লোকেরাও নম্রতা স্বীকার করাতে সেই ধর্ম্মের আত্যন্তিক প্রভাব জন্মিল।

আবুবকর যে ওমারকে অতি মান্য জ্ঞান করিতেন, তিনি খালিদের বিপক্ষ ছিলেন, অতএব তাঁহার রেসমি বস্ত্রে বড় অসন্তোষ দেখাইলে খালিদ প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন না; তাঁহার পরিবর্ত্তে আবু সফীয়ানের পুত্র ইয়েজীদ সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহাতে খালিদ কহিলেন, সৈন্যাধ্যক্ষ পদ যে কেহ প্রাপ্ত হউক, ধর্ম্মবিরোধিদিগের সহিত সংগ্রাম করণের অনুমতি আমার পাইলেই

হয়। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধাদের অকৃতকার্য্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত বস্রা নামক অতি সুরক্ষিত নগরের অধিপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে সেই নগর পরাভূত হইয়াছিল। পরে চৌদ্দ সহস্র নূতন সৈন্য প্রেরিত হইলে হিব্রোণ নগরের নিকটবর্ত্তি আজনাদীনের যুদ্ধে অর্দ্ধ লক্ষ গ্রীক লোক নষ্ট হইল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কেবল চারি শত সত্তরি জন প্রাণত্যাগ করিল। (১৬ জুলাই ৬৩৩) সেই যুদ্ধে মহম্মদীয় সৈন্যসামন্তের মধ্যে এক দল স্ত্রীলোক স্বীয় ধর্ম্মের অনুরাগ বশতঃ সমর করিয়াছিল। সংগ্রাম সংঘটনের পূর্ব্বে গ্রীক লোকদের সেনাপতি খালিদকে এই কথা কহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "আপনি নিবৃত্ত হইলে আমি আপনকার সৈন্যদিগের নিমিত্তে অপরিমিত বসন মুদ্রাদি পারিতোষিক দিব।" তাহাতে খালিদ উত্তর করিলেন, "হে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিরা, তোরা কোরাণ বা করদান কিম্বা খড়্গ, এই তিনের মধ্যে একটা মনোনীত কর, আমরা তোদিগকে কুক্কুর তুল্য জ্ঞান করি, তোদের পারিতোষিকের কথা কেন শুনিব? যুদ্ধ করিলেই তোদের সমস্ত ধন পাইব।" বাস্তবিক সেই সমরে মুসলমানদের লক্ষ ২ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ও সর্ব্ব প্রকার বহুমূল্য অস্ত্রাদি সজ্জা লাভ হইল।

যে চারি জন মহম্মদীয় সেনাপতি চারি পথে ঘুরিয়া দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা শত্রুদের পরাক্রম ও প্রতিরোধ প্রযুক্ত অনেক বাধা পাওয়াতে তাহাদের মিলিত হইয়া সংগ্রাম করা আবশ্যক হইল। এক দিন বিপক্ষ পক্ষের এক দূত তাহাদের শিবিরে গিয়া প্রত্যাগমন কালে তাহাদের

চরিত্রের এই বর্ণনা করিলেন, "উহারা রাত্রিযোগে উদাসীনদিগের তুল্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদ্যোগী, দিবাভাগে মহাবীরের সদৃশ যুদ্ধকারী; উহাদিগের মধ্যে কোন রাজকুমার চৌর্য্য ক্রিয়া করিলে সামান্য চোরের ন্যায় তাঁহার হস্তচ্ছেদন হয়, এবং পরদারগামী হইলে প্রস্তরাঘাতে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।"

গালীলদেশস্থ তিবিরিয়া নামক হ্রদের পূর্ব্ব অঞ্চলে ইয়েরমক নামক এক ক্ষুদ্র নদ আছে, তাহার তীরে অশীতি সহস্র গ্রীক সৈন্য শিবির করিয়া মুসলমানদের অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ মুসলমানদের চারি সেনাধ্যক্ষের অধীন কেবল ছত্রিশ সহস্র সৈন্য ছিল। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা ঐক্য আবশ্যক, ইহা বুঝিয়া ঐ চারি জন ঐকমত্য হইয়া সেই সমরের নিমিত্ত আপনাদের মধ্যে এক জনকে অর্থাৎ খালিদকে প্রধান কর্ত্তৃত্বের ভার সমর্পণ করিলেন। মহম্মদ ঐ খালিদকে "ঈশ্বরের তলবার" এই যে উপাধি দিয়াছিলেন, তাহার উপযুক্ততা সেই দিনে প্রকাশ পাইল। মহম্মদীয় সেনাদিগকে সাহসিক করণার্থে খৈবারের যুদ্ধে মহম্মদের যে পতাকা ছিল, সেই পীতবর্ণ পতাকা এই ঘোরতর সমরের দিবসে পুনরায় ব্যবহার করা গেল।

আর মুসলমানদের মধ্যে দুই দল যুবতী সেই দিনে পুরুষদের ন্যায় যুদ্ধ করিল, বরং পুরুষগণ অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিল। অবশেষে বিপক্ষ পক্ষের এক জন সেনাপতি মুসলমানদের পক্ষ হইলে তাহার অধীন গ্রীক সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া খালিদ অতিশয় সাহস পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া শত্রুদের অশ্বারোহি সৈন্য-

হইতে পদাতিকগণকে বিভিন্ন করিয়া বলেতে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদের শিবির হস্তগত করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। সেই দিনে দেড় লক্ষ খ্রীষ্টীয়ান লোক যুদ্ধে হত কিম্বা ঐ নদীতে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এক সময়ে মুসলমান সেনাগণ পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়নে উন্মুখ হইলে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধকারিণী যুবতীরা তাম্বুর খুঁটি লইয়া তাহাদিগকে তাড়না করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে যিহোশূয় যে অমালেকীয়-দিগকে কিনান দেশহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ যুবতীরা তাহাদের বংশোদ্ভবা, এমত জনশ্রুতি আছে। সে যাহা হউক, সেই যুদ্ধের সময়ে খালিদও আত্যন্তিক ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ মধ্যে ২ আপন সেনাদিগকে আশ্বাস দেওনার্থে উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, "তোমাদের সম্মুখে বেহেস্ত এবং পশ্চাৎ শয়তান ও নরকানল আছে।"

উক্ত যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যাকালে (৬৩৪ শালের ২২ আগষ্ট) আবুবকরের মৃত্যু হইল। এক দিন অতিশয় শীত হইলে স্নান করাতে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। মরণকালে তাঁহার তেষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, তাহার মধ্যে তিনি আড়াই বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজত্ব প্রাপ্তির বিষয়ে যেন বিবাদ না হয়, এই জন্য তিনি মৃত্যুকালীন দানপত্রদ্বারা ওমারকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন। ঐ পত্র লিখিবার অগ্রে ওমা-রের সহিত কথাবার্ত্তা হইলে ওমার কহিয়াছিলেন, আমি কালীফের পদের অপেক্ষা করি না; তাহাতে আবুবকর উত্তর দিলেন, সত্য, কিন্তু কালীফের পদ তোমার অপেক্ষা করি-তেছে। মহম্মদের জীবনকালে আবুবকর তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু

ছিলেন, এবং তিনি নির্লোভতা ও পরিমিত ভোগ প্রযুক্ত অতি সুখ্যাত ছিলেন। কালীফের পদে নিযুক্ত হইলে পরে তিনি কিছু দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ আপনার পশুপাল চরাইতে আপনি যাইতেন। এবং তাঁহার সৈন্য সামন্তদ্বারা অপরিমিত ধনবিশিষ্ট দুই তিন দেশ পরাজিত হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ আপনার সকল মুদ্রা দরিদ্রদিগকে দান করাতে আপনি নির্ধন থাকিলেন। মরণকালে তাঁহার একটা উষ্ট্র ও এক জন কাফ্রি ক্রীত দাস ব্যতিরেকে আর কিছু সম্পত্তি ছিল না।

ইয়েরমক নদী তীরস্থ যুদ্ধের পরে মুসলমানদের সৈন্য সামন্ত দামাস্কস (বা দম্মেষক) নগরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। পৃথিবীতে উক্ত নগরের ন্যায় পুরাতন অতি অল্প নগর আছে। ইব্রাহীমের সময়ে তাহার নামের উল্লেখ হইয়াছিল। (আদিপুস্তক ১৪; ১৫।, ঐ ১৫; ২) নামান তন্নিকটবর্ত্তি নদীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। (২ রাজাবলি ৫; ১২) এই বর্ত্তমান সময়ে সেই স্থান গাজীপুরের ন্যায় অতি উত্তম গোলাপ জল, এবং বেত্রের ন্যায় সুখনম্য খড্গের নিমিত্ত অতি প্রসিদ্ধ আছে। ঐ প্রথম মুসলমানদের সময়ে তাহা অতি বৃহৎ বাণিজ্যস্থান ছিল। তন্নিবাসি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ভিন্ন ২ সেনাপতির অনুরক্ত নানা দলে বিভক্ত ছিল। ঐ সেনাপতিগণের মধ্যে এক জনের সহিত খালিদ আপনি যুদ্ধ করত তাঁহাকে শ্রান্ত ক্লান্ত দেখিয়া অশ্বহইতে ভূমিতে টানিয়া বন্দী করিলেন; পরে অবিলম্বে আর এক বিপক্ষ সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলে যখন বন্ধুগণ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিল, তখন তিনি অস্বীকার করিয়া

কহিলেন, অদ্য পরিশ্রম করিলে কল্য বিশ্রাম পাইব; নতুবা স্বর্গীয় সুখভোগের মধ্যে বাহুল্যরূপে বিশ্রাম পাইব। অনন্তর খালিদ দ্বিতীয় সেনাপতিকেও বন্দী করিলেন; এবং দুই জনে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিয়া নগরের ভিতরে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি দিলেন। অপর নগর নিবাসি লোকেরা মহম্মদীয়দিগকে নগরাবরোধহইতে নিবৃত্ত করণের আশাতে প্রচুর অর্থ দিতে স্বীকার করিলে খালিদ তাহাদিগকে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, "আমরা সন্ধি অপেক্ষা যুদ্ধ অধিক ভাল বাসি, ও তোদিগকে কুক্কুরবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করি।" তাহাতে নগরের লোকেরা যুদ্ধ করিতে বাহির হইলে পূর্ব্বোক্ত মহম্মদীয় স্ত্রীলোকেরা তাম্বুর খুঁটিদ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিল। সম্পূর্ণ এক বৎসর অবরুদ্ধ হইলে পরে নগরের অধিকাংশ লোকেরা ক্ষুধাতে ক্লিষ্ট হইয়া আবু অবাইদা নামক মহম্মদীয় প্রধান সেনাপতির সহিত করদানের নিয়মে সন্ধি স্থির করিলে যখন উক্ত সেনাপতি বন্ধুভাবে নগরের এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে খালিদ সন্ধির সমাচার না পাওয়াতে বল পূর্ব্বক আর এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকেই বধ করিতে লাগিলেন; তথাপি পশ্চাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত হইলেন।

ঐ নগরের অবরোধ সময়ে তন্নিবাসি উদকসিয়া নাম্নী অতি সুন্দরী যুবতীর সহিত যোনাস নামক এক যুবার বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। পরে যুবতীর পিতা মাতা বিবা-

হে অসম্মতি প্রকাশ করিলে সেই বর কন্যা একপরামর্শ হইয়া নগরের বাহিরে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু সেই স্থানেও আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে যুবতী পুনর্ব্বার নগরমধ্যে গিয়া একটী স্ত্রীলোকদের মঠে আশ্রয় লইলেন, যুবা ধরা পড়িয়া মুসলমানদের পরামর্শানুসারে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিলেন; কেননা তাহারা তাঁহাকে কহিলেন, নগর আমাদের হস্তগত হইলে অবশ্য তোমাকে সেই কন্যা দিব। অতএব নগর পরাজিত হইবামাত্র যোনাস সেই যুবতীর আশ্রয় স্থানে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে চাহিলেন; কিন্তু যুবতী বলিলেন, আমি ধর্ম্মচ্যুত পুরুষের ভার্য্যা কখন হইব না; এবং মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত এই দামাস্কস নগরের সুন্দর অট্টালিকা ও রম্য উদ্যান অপেক্ষা বরং পরদেশে প্রবাস ও দুর্গতি আমার মঙ্গল বোধ হয়। নগরের যে লোকেরা করদানে অসম্মত, তাহারা পূর্ব্বোক্ত সন্ধির দ্বারা প্রস্থানার্থে তিন দিবসের অবকাশ পাইয়াছিল, তাহাতে অনেক ২ লোক একত্র হইয়া প্রস্থান করিয়াছিল; বিশেষতঃ ঐ যুবতীও তাহাদের মধ্যে ছিলেন। অতএব তাঁহাকে আপনার হস্তগত করণার্থে যোনাস চতুর্থ দিনে পথপ্রদর্শক হইতে স্বীকার করিলে খালিদ চারি সহস্র অশ্বারোহি সৈন্য লইয়া সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া পর্ব্বত পার হইয়া তাহাদের লাগাইল পাইলেন; তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম হইলে ঐ প্রস্থানকারি লোকদের মধ্যে কেবল এক জন পুরুষ প্রাণে বাঁচিয়া পলায়ন করিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় উদক্‌সিয়া ধরা পড়িলেন, কিন্তু এমত দুরবস্থাতেও ধর্ম্মচ্যুত যোনাসকে ঘৃণা করাতে, পাছে তাঁহার ভার্য্যা হইতে হয়,

এই ভয়ে ছুরিকা দ্বারা আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করিলেন। বন্দি স্ত্রীলোকদের মধ্যে কন্‌স্তান্তীনপুরস্থ রাজাধিরাজের এক কন্যা ছিলেন; অতএব মুসলমানেরা যোনাসকে সান্ত্বনা করণার্থে সেই রাজপুত্রীকে দিলেন; কিন্তু তিনি সান্ত্বনা না মানিয়া সেই রাজকুমারীকে বিনামূল্যে মুক্তা করিয়া তাঁহার পিতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মুসলমানদের অদৃষ্ট বা কপাল সম্পর্কীয় সান্ত্বনার কথা সকল অগ্রাহ্য করিয়া অল্প দিনের পরে তাহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে২ রণস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতে তাঁহার তুল্য অন্য অন্য লোককে আকর্ষণ করণার্থে এক জন মুসলমান সকলকে বলিতে লাগিল, আমি স্বর্গ নিবাসি যোনাসের দর্শন পাইয়াছি; তিনি সূর্য্যাপেক্ষা অধিক তেজস্বী; এবং উদক্‌সিয়ার পরিবর্ত্তে সপ্তর্ষি জন কামিনীর সহিত লীলা করিতে২ বাহুল্যরূপে সান্ত্বনা পাইতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ওমার কালীফের কথা।

আবুবকর মরণকালে যাঁহাকে আপনার উত্তরাধিকারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই ওমার মহম্মদের শ্বশুর ছিলেন। রাজত্ব পাইবামাত্র উক্ত ওমার ক্ষুদ্র ও পরাক্রমি উভয় প্রকার লোকদের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অল্পবয়স্ক সময়ে তিনি উষ্ট্ররক্ষক ছিলেন,

তন্নিমিত্ত কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্তি কালে কহিলেন, "উষ্ট্রকে নাকে ধরিয়া টানিলে সে যেমন নায়কের পশ্চাৎ২ গমন করে, তদ্রূপ আরবি লোকেরাও নায়কের পশ্চাৎ২ গমন করে; কিন্তু তাহারা কোন্ স্থানে চালিত হয়, তাহা অগ্রে বিবেচনা করা নায়কের কর্ত্তব্য, অতএব আমি তাহাই করিব।" তিনি আপন অধিকারের আরম্ভকালে তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোককে আরব দেশহইতে বাহির করিলেন, কারণ সমুদয় আরবদেশে যে কেবল এক ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, ইহা মহম্মদের মনোবাঞ্ছা ছিল। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি আরবদেশস্থ যিহূদি লোকদিগকেও কুফা নগর ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বাস করিতে নিষেধ করিলেন। আর অন্য২ মতাবলম্বিদের সহিত যেন মুসলমানদিগের আত্মীয়তা না হয়, এই নিমিত্তে তাহাদিগকে বিশেষ প্রকার পাগড়ী ও কটিবন্ধন ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। যে আরবি লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অস্বীকার করণানন্তর পুনরায় পরাজিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ভিন্নমতাবলম্বি বিদেশিদিগের সহিত যুদ্ধ করণের অনুমতি দিলেন। তিনি কুলের শ্রেষ্ঠতা কিম্বা বয়সের আধিক্যমূলক প্রাধান্য অগ্রাহ্য করিতেন, এবং খালিদের পরিবর্ত্তে আবু অবাইদা নামক এক জন অতি বীর্য্যবান যুবাকে ঈরাক দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত দেশে তখনও পারসীক লোকদের আধিক্য প্রযুক্ত মুসলমানদের পরাক্রম ক্ষীণ ছিল, তথাপি অল্প কালের মধ্যে মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্থির হইলে ঈরাক ও পারস্য দেশ তাহাদের বশীভূত হইল। ইহার এক কারণ এই যে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গ্রীক্ রাজ্যের সহিত

যুদ্ধ করাতে ও তৎপরে রাজত্বপদের বিষয়ে মুখ্য লোকদের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে পারসীক রাজ্য তৎকালে দুর্ব্বল হইয়াছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র নরহত্যা হইত, আর সৈন্যগণ স্ত্রীবৎ সাহসহীন, ও রাজমন্ত্রিরা ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিবাদের সূক্ষ্ম বিচার করণে নিবিষ্ট ছিলেন। আবু অবাইদা দুঃসাহস প্রকাশ করাতে এক হস্তি দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর পারসীকদের এক জন সেনাপতি পুল ভাঙ্গিয়া মুসলমানদের পলায়ন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া পরাজিত হইল। সেই যুদ্ধে তাহাদের চারি সহস্র লোক পতিত হইল, অন্য দুই সহস্র লোক মদীনাতে পলাইয়া রক্ষা পাইল। সেই সময়ে যদি পারসীক লোকদের পরস্পর ঐক্য থাকিত, তবে মুসলমানদিগকে আপনাদের দেশহইতে দূর করা তাহাদের দুঃসাধ্য হইত না। অল্প কাল পরে লুটদ্বারা প্রচুর ধন পাইবার আশাতে আকর্ষিত নূতন সৈন্য সামন্ত আরব দেশহইতে আগমন করিলে পারসীক সৈন্যগণ ফরাৎ নদী পার হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ পুরুষত্ব দেখাইলেও পরাজিত হইল; অনন্তর তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে মুসলমান সেনাপতি পুল ভাঙ্গিবাতে তাহাদের অসংখ্য লোক হত হইল। সেই যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক সৈন্য প্রত্যেকে দশ ২ জন শত্রুকে বধ করিয়াছিল, এই কারণ তাহার "দশমাংশের যুদ্ধ" এই নাম হইল। তৎকালে পারস্য দেশে এক জন মহিষী রাজত্ব করিতেছিলেন, অতএব প্রজারা স্ত্রীলোকের অধীনতা আপনাদের অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান করাতে তাঁহাকে

রাজ্যচ্যুত করিয়া ইয়েজ্‌দিজির্দ্দ নামক এক জন রাজবংশীয় যুবাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। সেই যুবার বয়স এক বিংশতি বৎসরমাত্র, তথাপি তিনি মুসলমান লোকদিগকে জয় করিয়া স্বরাজ্যহইতে দূর করিলেন। তাহাতে ওমার যুদ্ধ করিতে অতি উদ্যোগী হইলে ত্রিশ সহস্র নূতন সৈন্য আরব দেশহইতে পারস্য দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; তাহাদের সেনাপতি পারসীক সৈন্যাধ্যক্ষ রস্তমের নিকটে কোরাণ কিম্বা খড়্গ কিম্বা করদান, ইহার মধ্যে একটা মনোনীত করণের আজ্ঞা প্রেরণ করিলে উক্ত রস্তম আপনার এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্যে নির্ভর রাখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক এই রূপ উত্তর করিলেন, “ওরে আরবি লোক, কীট ও সর্প ও বৃশ্চিক তোদের খাদ্য, ও শুষ্ক মৃত্তিকা তোদের শয্যা, ও উষ্ট্রলোম তোদের লজ্জার আচ্ছাদন, ও অনবরত যুদ্ধ ও লুট তোদের ধর্ম্ম, আর কন্যা প্রতিপালনের ভার এড়াইবার নিমিত্তে তোরা আপন ২ কন্যাদিগকে বধ করিস।” ইহা বলিয়া তিনি অভিমান পূর্ব্বক মৃত্তিকাতে পরিপূর্ণ কএকটি থলি আরবি দূতগণের গলদেশে বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। তাহাতে তাঁহারা সেই অপমান শুভ লক্ষণ জ্ঞান করিয়া, পারস্য ভূমি আমাদিগকে দত্ত হইল, ইহা মনে নিশ্চয় করিয়া স্বদেশীয়দের শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর নিরর্থক বিবেচনাতে কতক মাস গত হইলে পারসীক সৈন্য সামন্ত ফরাৎ নদী পার হইয়া আরব ও পারস্য দেশের সীমার নিকটবর্ত্তি কাদেশীয়া নামক স্থানে মহম্মদীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। পারসীকদিগের এক লক্ষ

বিংশতি সহস্র সৈন্য সামন্ত ছিল। তাহাদের সম্মুখে রাজ্য সম্পর্কীয় যে যুদ্ধপতাকা যাইত, তাহা বহুমূল্য নানাবিধ রত্নেতে শোভিত বারো হস্ত দীর্ঘ ও আট হস্ত প্রস্থ একটী চিতা ব্যাঘ্রের চর্ম্ম। কারণ তাহার দেড় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে নিষ্ঠুর শত্রুগণ পারস্য দেশ হস্তগত করিলে এক জন সামান্য কর্ম্মকার স্বদেশীয়দিগের অগ্রগামী হইয়া আপনার স্ফুলিঙ্গ নিবারক চর্ম্মনির্ম্মিত আবরণ যুদ্ধপতাকা করিয়া শত্রুদিগ-কে পরাজয় করণ পূর্ব্বক দূর করিয়াছিল। অতএব যে যুদ্ধে সেই পতাকার ব্যবহার হইবে, তাহাতে আমরা অজেয় হইব, এই রূপ পরম্পরাগত কথা পারসীকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে কাল ক্রমে সেই কর্ম্মকারের গাত্রাবরণ চর্ম্ম জীর্ণ হইলে তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত বিশাল ব্যাঘ্রের চর্ম্ম রাজ-পতাকা হইল। পারসীক লোকেরা আরবিদিগকে অতিশয় তুচ্ছ জ্ঞান পূর্ব্বক কহিত, হরিদ্বর্ণ গিরগিটী তোমাদের ভক্ষ্য, ও লবণাক্ত জল তোমাদের পেয়, এবং উষ্ট্র প্রভৃতি পশুর মোটা লোমের বস্ত্র তোমাদের আচ্ছাদক; কিন্তু সেই অসভ্য লোকেরা যুদ্ধেতে অতিশয় বিক্রমশালী ছিল। যদ্যপি কেবল ত্রিশ সহস্র আরবি সৈন্য ছিল, তথাপি তাহারা তিন দিবস যুদ্ধ করণানন্তর চতুর্থ দিনে জয়ী হইল। তৃতীয় দিবসের রা-ত্রিতেও মশালের আলোতে যখন মনুষ্যচূর্ণকারি "যুদ্ধরূপ পেষণী" ঘুরিতেছিল, তখন অতি প্রসিদ্ধ কাব্যরচিকা খান্সা নাম্নী বিধবার চারি পুত্র হত হইল। মাতা সায়ংকালে তাহা-দিগকে কহিয়াছিলেন, যেখানে তুমুল যুদ্ধ ও অধিক রক্ত-পাত দেখিবা, সেই স্থানে সংগ্রাম করিও। পরে তাহাদের মরণ-

সংবাদ পাইলে তিনি কহিলেন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ হউক, কেননা ধর্ম্মের সাক্ষিরূপে হত আমার পুত্ত্রগণের মৃত্যুদ্বারা আমিও ধন্যা হইলাম। চতুর্থ দিবসে অতি প্রচণ্ড পশ্চিম বায়ু পারসীক লোকদের পরাভূত হওনের প্রধান কারণ হইল ; কেননা তদ্দ্বারা চালিত বালিতে তাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল। রস্তম নামক তাহাদের সেনাপতি তাম্বু সকল ভূমিতে পতিত দেখিয়া একটা উষ্ট্রের নিম্নে আশ্রয় লইলেন, পরে শত্রুরা সমীপবর্ত্তী হইলে লম্ফ দিয়া জলমধ্যে পড়িলেন, তথাপি এক জন আরবি লোক তাঁহাকে চিনিয়া পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। সেই ব্যক্তির বড়শার অগ্রে রস্তমের মস্তক বিদ্ধ দেখিয়া পারসীক সৈন্যগণ নিরাশ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, আর মহম্মদীয় সৈন্যেরা উচ্চৈঃস্বরে "আল্লা আকবার ২" বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাদিগকে নিরুপায় করিল। ঐ আরবি লোক রস্তমের ছিন্ন মস্তক আপনার সাদ নামক প্রধান সেনাপতির সাক্ষাতে আনিলে তিনি পুরস্কাররূপে রস্তমের সমস্ত সজ্জা তাহাকে দিলেন ; তাহার মধ্যে বর্ম্মের মূল্য প্রায় পাঁচিশ সহস্র টাকা ও শিরোভূষণের মূল্য এক লক্ষ টাকা। যুদ্ধে লব্ধ অন্য সকল বহুমূল্য বস্তুর কোন ২ অংশ অতি বীর্য্যবান সেনাদিগকে দত্ত হইল ; পরে যে ২ সৈন্য কোরাণ গ্রন্থ উত্তমরূপে অবগত ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকের পাণ্ডিত্যানুসারে অবশিষ্ট সকল বিভক্ত হইল। সেই কাদেশীয়ার যুদ্ধদ্বারা তিগ্রিস নদীর পশ্চিমে স্থিত ইরাক নামক সমস্ত প্রদেশ মহম্মদীয় লোকদের হস্তগত হইল।

মুসলমান লোকেরা তখন পারসীকদিগের পশ্চাৎ তাড়না

না করিয়া ফরাৎ নদীর তীরে আপনাদের পরাক্রম দৃঢ় করা আবশ্যক বুঝিয়া, উক্ত নদী যে স্থানে সাগরের সহিত মিলে সেই স্থানের অনতিদূরে একটী নূতন নগর নির্ম্মাণ করিল। তথাকার ভূমির শুক্লতা প্রযুক্ত সেই নগরের নাম বস্রা হইল। তথায় অল্প কালের মধ্যে চতুর্দ্দিগ্‌হইতে আনীত লোক বসতি করাতে সে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান হইল, বিশেষতঃ পারস্য ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের যে বাণিজ্য তাহার প্রধান স্থান হইল। এবং তথায় স্থাপিত সৈন্যদলের ভয়ে নিকটবর্ত্তি খুযি-স্থান নামক প্রদেশের পারসীক শাসনকর্ত্তা এক প্রকার বলহীন হইলেন। তাহার এক বৎসর পরে কূফা নামে আর এক প্রসিদ্ধ নগর স্থাপিত হইল। কাহীরা ও বস্রার ন্যায় এই নগরও আরব দেশের দিগে নদীতীরে নির্ম্মিত হইল।

তৎপরে ষষ্টি সহস্র মুসলমান সৈন্য তিগ্রিস নদী পার হইয়া তাহার পূর্ব্বতীরস্থ তিশিফন কিম্বা মাদাইন নামক মহানগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পারসীক রাজা তাহা রক্ষা করা আপনার অসাধ্য জানিয়া রাত্রিযোগে সেই রাজধানী ত্যাগ করিয়া শত্রুদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহারা ঐ নগরে এত ধন পাইল যে প্রত্যেক সৈন্যের অংশ ১২০০০ দ্রাহম নামক রৌপ্য মুদ্রা হইল। তথাকার যে অতি প্রসিদ্ধ রাজ-পুরীর কাঁথড়া অদ্যাপি দেখা যায়, তাহার প্রধান কুঠরী ৩০০ হস্ত দীর্ঘ ও ১২০ হস্ত প্রস্থ ও ১০০ হস্ত উচ্চ ছিল। সেই কুঠরীর মেঝিয়াতে ৩০০ হস্ত দীর্ঘ ও ৬০ হস্ত প্রস্থ এক শতরঞ্চ ছিল; তাহাতে হীরকাদি মণির শিল্প কার্য্যেতে এদন উদ্যা-নের (কিম্বা স্বর্গীয় উদ্যানের) বৃক্ষ ও পুষ্প ও ফল ভূষিত

চিত্র ছিল। ওমার পশ্চাৎ মহম্মদের সহচরদের মধ্যে সেই শতরঞ্চ বিভাগ করিলে আলি তাহার যে ভাগ পাইলেন, ১০০০০ রৌপ্য মুদ্রা তাহার মূল্য ছিল। অধিকন্তু সেই রাজপুরীতে একটা স্বর্ণময় উষ্ট্রের আকৃতি প্রভৃতি অনেক বহুমূল্য দ্রব্য পাওয়া গেল, তাহার মধ্যে যে রাশীকৃত কর্পূর ছিল, মুসলমানেরা তাহা লবণ জ্ঞান করাতে আপন২ রুটীর সহিত খাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার তিক্ত আস্বাদে বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। অনন্তর মুসলমানদের সেনাপতি উক্ত রাজধানীর তুল্য একটা প্রাসাদ কূফা নগরে নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলে ওমার তাহার সংবাদ শুনিয়া, মুসলমানেরা পাছে পারসীকদের ন্যায় সুখভোগে রত হয়, এই ভয়ে আপনার প্রেরিত লোকদ্বারা সেই নূতন প্রাসাদ দগ্ধ করাইলেন, এবং তন্নির্ম্মাণকারি সেনাপতিকে কহিলেন, পারসীক ভুপতিদিগের রাজপুরীতে যে বৃহৎ দ্বার ছিল, তুমি আপনার নূতন প্রাসাদে সেই দ্বার বসাইতে উদ্যত আছ, এমত সংবাদ আমি পাইলাম। ঐ যে রাজগণ ইহলোকে অপূর্ব্ব প্রাসাদে সুখভোগ করিয়া নরকে নামিয়াছে, তুমি কি তাহাদের সদৃশ হইতে চাহ? এবং তাহাদের ন্যায় কি ঐ দ্বারে দ্বারিগণকে নিযুক্ত করিয়া যাহারা তোমার নিকটে কোন নিবেদন করিতে আসিবে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে চাহ? পুরস্কারাদি বিতরণের বিষয়ে সেই ওমার কহিতেন, ধর্ম্মের ফল পরলোকে হইবে; ইহলোকে যাহার যাহা আবশ্যক তাহার তাহাই মাত্র প্রাপ্য। তথাপি তাঁহার অধিকার সময়ে মৃত সৈন্যদিগের অনাথ স্ত্রী ও বালকদের তত্ত্বাবধারণ উত্তম রূপে হইত।

এই সময়ে আলির পরামর্শানুসারে ওমার হিজরা অর্থাৎ পলায়ন নামক শক স্থাপন করিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬২২ শালের ১৬ জুলাই তারিখে মক্কাহইতে মহম্মদের ঐ পলায়ন হইয়াছিল। তৎকালে চন্দ্রের কলা বৃদ্ধি হইতেছিল, তন্নিমিত্তে ক্রুশ যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ, তেমনি তুরুক লোকদের বোধানুসারে চন্দ্রের বৃদ্ধিকলা মহম্মদীয় ধর্ম্মের চিহ্নস্বরূপ। মহম্মদি লোকেরা বৎসরের পরিমাণ সূর্য্যের গতি অনুসারে গণনা না করিয়া চন্দ্রের গতি অনুসারে গণনা করে, অর্থাৎ চব্বিশ পক্ষেতে বৎসর হয় ইহা স্থির করে, তৎপ্রযুক্তে প্রকৃত বৎসর অপেক্ষা মহম্মদীয় বৎসর কিঞ্চিৎ ন্যূন হয়, অর্থাৎ প্রকৃত বত্রিশ বৎসরে মহম্মদি তেত্রিশ বৎসর লাগে, এই জন্যে তাহাদের বার্ষিক পর্ব্ব প্রতি বৎসর প্রায় দশ দিন অগ্রে পড়িয়া ক্রমাগত তাবৎ ঋতুতে পালিত হয়। *

কাদেশীয়ার যুদ্ধের পরে পারস্য দেশস্থ মহম্মদীয় সৈন্য প্রায় এক বৎসর বিশ্রাম করিল। সেই অবসরে সুরিয়া দেশস্থ সৈন্য বিশ্রামহইতে নিবৃত্ত হইয়া ইমিষা নগর অবরোধ করণ

---

* খ্রীষ্টীয় ১৫৫৫ শালের শেষে, অর্থাৎ হিজরি ৯৬৩ শালে ভারতবর্ষের অধিকারি মুসলমান লোকেরা আপনাদের মধ্যে চলিত বৎসরের গণনাকে বার্ষিক কর নিরূপণে অকর্ম্মণ্য জানিয়া সূর্য্যগতি অনুসারে নূতন গণনা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নূতন গণনা বঙ্গদেশে অদ্যাপি চলিত আছে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫৫৬ শালের ১১ আপ্রিল তারিখে বাঙ্গালি সন নামক গণনানুসারে ৯৬৩ শালের আরম্ভ হয়। অতএব সনের এবং খ্রীষ্টীয় শালের মধ্যে নিরন্তর ৫৯৩ বৎসর ও তিন মাস ও এগারো দিন ব্যবধান আছে জানিবা।

পূর্ব্বক হস্তগত করিল। পরে অন্যান্য নগরের মধ্যে তদ্মোর কিম্বা বালবেক নামক অতি প্রসিদ্ধ নগরও পরাজিত হইল। সেই নগর প্রথমে সুলেমান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তথায় অনেক২ আশ্চর্য্য গাঁথনি হইল, তাহার মধ্যে বালের অর্থাৎ সূর্য্যদেবের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তাহার যে২ স্তম্ভাদি অদ্যাপি দেখা যায়, তাহা ৪০ বা ৫০ হস্ত দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড-দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে কৈসরিয়া ও আন্তিয়খ নগরও মুসলমানদের হস্তগত হইলে সেই দেশের পূর্ব্বস্বামি গ্রীকজাতীয় রাজাধিরাজ ঐ দেশ রক্ষা করণে নিরাশ হইয়া নিজ রাজধানী কনস্তান্তীনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর মুসলমানেরা পুণ্য স্থানরূপে মান্য যিরূশালম নগর আপনাদের অধিকার করণার্থে অবরোধ করিতে লাগিল। তাহাতে চারি মাস পরে তন্নিবাসি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা নগর রক্ষা করণের আর কোন উপায় না দেখিয়া অবরোধকারি সেনাপতিকে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, আমরা দৈববাণীদ্বারা তিন অক্ষর বিশিষ্ট নামের সেনাপতিকে (অর্থাৎ ওমার কালীফকে) নগর সমর্পণ করণের আজ্ঞা পাইয়াছি। অতএব যদি তিনি আপনি আইসেন, তবে আমরা তাঁহার বশীভূত হইব। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওমার অতি আনন্দিত হইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। তিনি লালবর্ণ উষ্ট্রে আরূঢ় হইয়া গমন করিলেন; তাঁহার সম্মুখে খর্জ্জূর ফল ও চাউল সম্বলিত একটী ছালা ও পশ্চাৎ তাঁহার কাষ্ঠময় থাল প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রী সম্বলিত একটী চর্ম্মের থলিয়া ঐ উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বদ্ধ ছিল। এবং রাত্রিকালে তিনি বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন। এমন হইলেও রাজকীয় প্রতাপ বিশিষ্ট

থাকিলেন ; বিশেষতঃ পট্ট বস্ত্র পরিহিত কতিপয় আরব লোক-
দিগকে নম্রতা শিখাইবার নিমিত্তে তাহাদের মুখ কাদার মধ্য
দিয়া টানিতে আজ্ঞা দিলেন। এবং পথের মধ্যে ঘৃণার্হ
কুকর্ম্মকারি আর এক জন মুসলমানকে প্রহার করিলেন। যিরূ-
শালমে উপস্থিত হইলে পর তিনি কিছু দিন প্রাচীরের বাহিরে
একটী তাম্বুতে বাস করিলেন; তখন লোমশুদ্ধ মেষচর্ম্ম নির্ম্মিত
বস্ত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। পরে যখন নগরের অধিকারী হই-
লেন, (৬৩৭ শাল) তখন যে নিয়ম স্থির করিলেন, সেই নিয়ম
মুসলমানেরা পশ্চাৎ পরাজিত অন্যান্য স্থানের লোকদিগের
সহিতও করিয়াছে। এক ২ ব্যক্তির বার্ষিক কর, ও মহম্মদীয়
যাত্রিককে তিন দিবস অতিথি করিবার বিধি, ও মহম্মদীয় লোক-
হইতে ভিন্ন প্রকার বস্ত্র ও নামের ব্যবহার, এবং যে কোন
সময়ে হউক্ গীর্জাঘরে প্রবেশ করণে মহম্মদীয় লোকদের
অধিকার, এবং ক্রুশ স্থাপন ও ঘন্টা বাজানহইতে নিবৃত্তি, এবং
নূতন গীর্জাঘর নির্ম্মাণ করণে ও অশ্বারোহণে নিষেধ, এই সকল
বিষয় ঐ নিয়মের সার। জগতের শেষে পুনরুত্থান কালে সমুদয়
মনুষ্য যিরূশালমে একত্রীকৃত হইবে বলিয়া মহম্মদ পূর্ব্বে সেই
নগর হস্তগত করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন; অতএব তাহার
পরাজয় হইলে ওমার অতিশয় আনন্দিত হইয়া, যে স্থানে পূর্ব্বে
সুলেমানের মন্দির ছিল, সেই স্থানে অতি সুন্দর একটী মস-
জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া পুণ্য স্থানরূপে নিরূপণ করিলেন। ঐ
সময়াবধি যিরূশালম নগরে কেবল এক বার নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত
খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল, অন্য তাবৎ সময় ব্যাপি-
য়া তাহা মুসলমানদের অধিকারে রহিয়াছে। এবং ঐ মসজিদে

প্রবেশ করণের অনুমতি অদ্যাপি অতি মান্য ধনবান খ্রীষ্টীয়ান লোকেরও অতি দুর্লভ।

অন্যান্য কোন নগর কেবল কর দিবার নিয়মে মহম্মদি লোক-দের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিল। ইমিষা নামক নগর ছলদ্বারা তাহাদের হস্তগত হইল; ফলতঃ মহম্মদীয় সেনাপতি অনেক দিনাবধি তাহার বৃথা অবরোধ করিলে পর প্রস্থান করণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যাত্রা করণের পূর্ব্বে লোক প্রেরণ করি-য়া বিংশতি সংখ্যক বড় সিন্দুক রাখিতে নগরাধ্যক্ষের নিক-টে প্রার্থনা করিলেন। নগরাধ্যক্ষ সম্মত হইলে এক দিন রবি-বার সেই সকল সিন্দুক পাঠান হইল। সেই সকল সিন্দুকের তলাতে চোরা কুঠরীর মধ্যে এক ২ মহম্মদি যোদ্ধা লুকাইয়া-ছিল। অতএব যে সময়ে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা ভজনালয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছিল, সেই সময়ে ঐ সকল যোদ্ধা সিন্দুকহইতে নির্গত হইয়া নগরদ্বার সকল খুলিয়া স্বজাতীয় সৈন্যদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল।

আলেপ্পো নামে আর এক নগর পাঁচ মাস অবরুদ্ধ হওনানন্তর অন্য প্রকার ছলদ্বারা মহম্মদীয় লোকদের হস্তগত হইল। মহম্মদীয় শিবিরে দামেষ নামে অতি বৃহৎকায় এক ক্রীত দাস ছিল। সে ও তাহার সাত জন সঙ্গী কুকুর সদৃশ আকৃতি দেখাইবার নিমিত্তে সলোম চর্ম্মে স্ব স্ব শরীর আবৃত করিয়া রুটী খণ্ড খাইতে ব্যস্ত হইয়া রাত্রিকালে নগরের প্রাচীরের নিকটে বেড়াইতে লাগিল। পরে তথায় উপস্থিত হইলে দামেষ শীঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইল; পরে তাহার স্কন্ধে আর এক জন উঠিয়া দাঁড়াইল। এই প্রকারে সকলে এক জন অন্যের স্কন্ধে

উঠিয়া দাঁড়াইলে যে ব্যক্তি সকলের উচ্চতম ছিল, সে লম্ফ দিয়া প্রাচীরের উপরে উঠিয়া আপন পাগড়ি খুলিয়া তদ্দ্বারা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আপনার নিকটে তুলিল, পরে তাহার সাহায্যে আর এক ২ জন করিয়া ক্রমে ২ ত্রিশ জনকে প্রাচীরের উপরে উঠাইল। সেই স্থান এমন দুরাক্রম যে প্রহরি লোকেরা নিশ্চিন্তুতা প্রযুক্ত মত্ত হইয়া নিদ্রা গিয়াছিল; তাহাতে উক্ত ত্রিশ জন তাহাদিগকে বধ করিয়া দুর্গহইতে নগরে প্রবেশ করণ পূর্ব্বক স্বজাতীয়দের নিমিত্তে নগর-দ্বার খুলিয়া দিল।

অনন্তর আন্তিয়খ নগর বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা শত্রুদিগের অধীন হইলে কনস্তান্তীনপুরের রাজাধিরাজ তথাহইতে পলায়ন করিলেন। মহম্মদীয় সেনাপতি যদ্যপি তথাকার সুখভোগের বাহুল্য ভয়ে আপন সৈন্যদিগকে ঐ নগরে অবস্থিতি করিতে দিলেন না, তথাপি অল্প দিনের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হইয়া তাহাদের ২৪০০০ জনকে নষ্ট করিল। অপর ত্রিপলি ও সোর এই দুই নগরও বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা মহম্মদি লোকদের হস্তগত হইল, এবং কৈসরিয়া ও তার্সস এই দুই নগরের লোক স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল। অনন্তর অল্প দিনের মধ্যে বিধর্ম্মরূপ ধূমোৎপাদক যুদ্ধানল উক্সাইন নামক সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত ব্যাপিল।

ঐ সময়ের দুই বৎসর পরে খালিদ যে অপমান সহ্য করিলেন তৎপ্রযুক্ত মনোদুঃখে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি সুরিয়া দেশের যে পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন, তাহার প্রশংসা-সূচক বৃত্তান্ত লিখিবার নিমিত্তে পাঁচিশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা

দিয়াছিলেন, এবং কোন বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করণ সময়ে যৌতুকরূপে অধিক ধন দিয়াছিলেন, এই প্রকার কএকটী কারণ বশতঃ তাঁহার বিপক্ষ ওমার তাঁহার প্রতি চৌর্য্য দোষ আরোপ করিয়া তাঁহার পাগড়িদ্বারা গলবস্ত্র করিয়া সাধারণ ঢেঁঢরা পেটকের দ্বারা তাঁহাকে কশাঘাত করাইলেন, তাহাতে তিনি লজ্জাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেই স্থরিয়া দেশ বিজয়ি সেনাপতির মরণানন্তর তাঁহার ধনসম্পত্তির অনুসন্ধান হইলে তাঁহার অস্ত্রাদি সজ্জা এবং একটা অশ্ব ও এক ক্রীত দাস ব্যতিরেকে আর কিছুই পাওয়া গেল না।

উক্ত স্থরিয়া দেশ যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মুসলমানদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইল, ইহার প্রধান কারণ এই যে ভিন্ন২ নগরের লোকেরা একপরামর্শ না হইয়া ও পরস্পর সাহায্য না করিয়া কেবল আপন২ নগরের চিন্তা করত শত্রুদের সহিত ভিন্ন২ নিয়ম করিল। মহম্মদি লোকেরা ঐ সকল নিয়ম রক্ষা করিল, এবং বার্ষিক কর লঘু করিল। আর যাহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করে তাহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া সেই কর দান ক্ষমা করিল। এই প্রকারে খ্রীষ্টীয়ান লোকের মধ্যে অনৈক্য উৎপন্ন করাতে মহম্মদীয় লোকেরা খড়্গদ্বারা যাহা সাধন করিয়াছিল, তদপেক্ষা ছলেতে অধিক সাধন করিল। ওমার খ্রীষ্টীয়ান লোকদের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতেন না, বরং খ্রীষ্টের প্রতি সমাদর করিয়া এক বার বৈৎলেহমস্থ তাঁহার জন্মস্থানে গিয়া প্রার্থনা করিলেন।

সম্প্রতি পারস্য রাজ্যের কথা পুনর্ব্বার উল্লেখ করা যাইতেছে। মাদাইন নগর মুসলমানদের হস্তগত হইলে পরে

তাহারা হামাদান নামক নগর জয় করিল। উক্ত স্থান অতি পূর্ব্বকালে ইষ্টের রাণীর জন্মভূমি ছিল। অপর পারসীক সৈন্যেরা আদরবয়জান নামক প্রদেশহইতে বহিষ্কৃত হইলে তাহাদের রাজা তেহরাণের নিকটবর্ত্তি রেয়ী নগরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর ফরাৎ ও তিগ্রিস এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তি মেসপতামীয়া নামক প্রদেশ মুসলমানদের অধীন হইলে তাহারা খুষিস্থান নামক অঞ্চল আক্রমণ করিতে লাগিল। তথাকার সুস্তর নামক দৃঢ় নগর ছয় মাস পর্য্যন্ত বৃথা অবরুদ্ধ হইল, পরে এক জন পারসীক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আরবিদিগকে কোন সুড়ঙ্গ দেখাইলে তাহারা নগরে প্রবেশ করিয়া তাহা হস্তগত করিল। তথাপি হর্ম্মষাণ নামক সেনাপতি তখনও দুর্গরক্ষা করত কহিলেন, যদি তোমরা আমাকে অভয় দান দিয়া তোমাদের প্রধান অধ্যক্ষ ওমারের নিকটে লইয়া যাও, তবে আমি এই দুর্গ তাঁহার হস্তে সমর্পন করিব। তাহাতে তাহারা সম্মত হইলে তিনি দূরবর্ত্তি মেদীনা নামক নগরে নীত হইয়া এক দিন অতি সুন্দর বেগুনীয়া রঙ্গের রাজবস্ত্র পরিহিত হইয়া মস্তকে রাজমুকুট দিয়া ওমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তৎকালে ওমার অতি সামান্য লোমজ বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত হইয়া একটী মসজীদের দ্বার সমীপে ভিক্ষুকদের জনতার মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। অতএব উনি মুসলমানদের প্রধান অধ্যক্ষ, এই কথা সমভিব্যাহারি লোকদের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া হর্ম্মুষাণ অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে ওমার জাগ্রৎ হইয়া তাঁহার নামাদি পরিচয় শুনিবামাত্র আপন সঙ্গিদিগকে বলিলেন, উহার ঐ সকল মুকুটাদি মিথ্যা সজ্জা

অপনয়ন কর। অনন্তর হর্ম্মুষাণকে কথা কহনের অনুমতি দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মৃত লোকের মত, কি জীবৎ লোকের মত কথা কহিব? ওমার উত্তর করিলেন, জীবৎ লোকের মত। তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করিলেন? ওমার প্রত্যুত্তর করিলেন, ক্ষমা করিব কেন? তোমার দ্বারা কত বিশ্বাসি লোকের মৃত্যু হইয়াছে! অবশ্য তুমি প্রাণদণ্ডের যোগ্য। ইহাতে হর্ম্মুষাণ নিবেদন করিলেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে পানার্থে আমাকে কিঞ্চিৎ জল দিতে আজ্ঞা হউক। ইহাতে ওমার সম্মত হইলে অনুচরদের মধ্যে এক জন এক বাটি জল আনিল। অনন্তর হর্ম্মুষাণ আর বার জিজ্ঞাসা করিলেন, যাবৎ আমি এই জল পান না করি, তাবৎ আপনি না আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন? তাহাতে ওমার, অবশ্য করিব, বলিলে হর্ম্মুষাণ তৎক্ষণাৎ সেই জল ভূমিতে ঢালিয়া কহিলেন, এই জল ভূমিহইতে আর উঠিবে না, সুতরাং আমার দ্বারা কখন ইহার পান হইবে না; অতএব আপনি যদি ন্যায়বান ও সত্যবাদী ভূপতি হন, তবে আমার প্রাণ রক্ষা করিবেন। এই কথা শুনিয়া ওমার কহিলেন, তুমি যদি মুসলমান হও, তবে রক্ষা করিব। তাহাতে হর্ম্মুষাণ তৎক্ষণাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিলেন।

প্রায় সেই সময়ে আরব দেশস্থ বাহরীন নামক নগরহইতে এক দল মহম্মদীয় সৈন্য সমুদ্র পার হইয়া ইস্তাখর নামক নগর আক্রমণ করিল; কিন্তু বড় একটা কৃতকার্য্য হইল না, আর তাঁহাদের জাহাজ সকল ঝড়েতে নষ্ট হইলে তাহারা কষ্টে স্থলপথে বস্রা নগরে প্রত্যাগমন করিয়া রক্ষা পাইল।

অনন্তর পারসীক রাজা রেয়ীহইতে ইস্পাহান নামক নগরে

গমন করিয়া সেই নূতন রাজধানীতে অবস্থিতি করণ কালে আপন রাজ্যস্থ বিশেষ২ প্রদেশাধ্যক্ষকে উত্তেজনা করিয়া আরবিদিগকে নিবারণার্থে যত্নবান হওনে প্রবৃত্ত করিলেন। ইহাতে অনেক বিলম্ব হইলেও শেষে ডেড় লক্ষ পারসীক সৈন্য একত্র হইল। তৎকালে মুসলমানদের পরাজয় বড় একটা অসম্ভব ছিল না; কেননা ৬৪০ শালে যে সময়ে তাহাদের এক বৃহৎ সৈন্য দল মিসর দেশে যুদ্ধ করিতেছিল, সেই সময়ে সুরিযা ও ইরাক এই দুই দেশে মহামারী উৎপন্ন হইয়া তথাকার সৈন্যসামন্তের দশ জনের মধ্যে আট জনকে, সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশ সহস্র সৈন্যকে নষ্ট করিল। তথাপি মুসলমানেরা অধৈর্য্য না হইয়া মদীনাহইতে পাঁচ সহস্র জনকে, ও অন্যান্য স্থানহইতে পঁচিশ সহস্র জনকে একত্র করিয়া পারসীক রাজ্যের বিনাশ করণার্থে যাত্রা করিল। পারসীক সৈন্যসামন্ত পর্ব্বতময় প্রদেশস্থ নেহাবেণ্ড নামক নগরের সমীপে অতি দৃঢ় শিবির করিয়াছিল। মুসলমানদের সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার সম্মুখে শিবির করিয়া দুই মাস বৃথা যাপন করিলেন; পরে অকস্মাৎ স্বদেশে প্রত্যাগমনের আজ্ঞা দিয়া যুদ্ধেতে অনুপযোগি বস্তু সকল শিবিরে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাতে পারসীকেরা ছল না বুঝিয়া পলাতক বলিয়া তাহাদের পশ্চাৎ তাড়না করণার্থে আপনাদের দৃঢ় শিবির ত্যাগ করিলে মুসলমান সৈন্যেরা ত্বরায় মুখ ফিরাইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল, এবং তুমুল সংগ্রাম হইলে তৃতীয় দিনে সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। সেই সমরে অস্ত্রাঘাতে কিম্বা জলে মগ্ন হওন দ্বারা এক লক্ষ দশ সহস্র পারসীক লোক নষ্ট হইল। আর তদ্দ্বারা

পারসীক রাজ্য লুপ্ত হওয়াতে আরবি লোকেরা সেই সগরকে পরম জয় বলে। সেই যুদ্ধের পরে ফিরুষান নামক পারসীক সেনাপতি পর্ব্বতময় প্রদেশ দিয়া পলায়নকালে অনপেক্ষিত রূপে ধরা পড়িলেন; কারণ মধুবাহি বণিক লোকদের এক কাফীলাদ্বারা তথাকার সঙ্কীর্ণ পথ রুদ্ধ হইয়াছিল; তন্নিমিত্তে আরবি লোকেরা বলিয়া থাকে, পরমেশ্বরের সৈন্যসামন্তের মধ্যে মধুও সেনারূপে গণনীয়। অনন্তর মদীনাতে প্রবাসি পূর্ব্বোক্ত হর্ম্মুষাণ ওমারকে কহিলেন, পারস্য রাজ্যের ইস্পাহান নামক অঞ্চল মস্তকস্বরূপ, এবং রেয়ী ও আদরবয়্জান দুই চরণস্বরূপ, এবং ফারস ও কর্ম্মাণ দুই হস্তস্বরূপ, অতএব পারস্য রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বশীভূত না করিলে মুসলমানেরা নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারিবে না। ওমার ইহা বুঝিয়া যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। প্রথমতঃ ৬৪৪ শালে ঐ মস্তকস্বরূপ ইস্পাহান নগর, এবং কিঞ্চিৎ পরে কর্ম্মাণ প্রদেশ ও তৎপরে ভারতবর্ষের সীমাস্থিত সেজেস্তান ও মেক্রাণ নামক দুই অঞ্চল মুসলমানদের হস্তগত হইল। মেক্রাণ অঞ্চলের রক্ষার্থে সিন্ধুদেশহইতে এক সৈন্যদল গিয়াছিল, এবং উক্ত সিন্ধুদেশের রাজা যুদ্ধে হত হইয়াছিলেন; তাহাতে মুসলমানদের সেনাপতি একেবারে সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে বাঞ্ছা করিলেন; কিন্তু ওমার তাঁহাকে বারণ করিলেন। কারণ এক জন দূত তাঁহাকে বলিয়াছিল, ঐ দেশের সমভূমিও পর্ব্বতময়, ও তন্নিবাসি লোকেরা যুদ্ধবীর; তথায় জলের ও শস্যের ও ফলের অভাব; অতএব ক্ষুদ্র সৈন্যদল শত্রুদ্বারা, এবং বৃহৎ সৈন্যদল ক্ষুধা তৃষ্ণাদ্বারা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে; এবং অগ্রে

যে প্রদেশ সে আরো কুৎসিত। ন্যূনাধিক সেই সময়ে দেরাব-জর্দ্দ ও সিরাস নামক দুই নগর পরাজিত হইল। এবং কোন পারসীক লোকের বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা রেয়ী নগরও মুসলমান-দের হস্তগত হইল। তৎপরে কৌকাসস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তি তিফ্লিস ও কোকান প্রভৃতি নানা দেশ অবিলম্বে ওমারের অধীন হইল, এবং তথাকার অনেক লোক মহম্মদি ধর্ম্ম গ্রাহ্য করিল, কারণ কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহারা মুসলমানদিগকে স্বর্গীয় দুত বলিয়া অমর জ্ঞান করিত। পরে এক দিবস তীরাঘাতে এক জন মুসলমানের প্রাণবিয়োগ হইলে তাঁহাদের মর্ত্ত্যতার প্রমাণ পাওয়াতে তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারসীক ভুপতি পলাতক হইয়া আদৌ খস্র যে পর্ব্বতময় দেশহইতে নির্গত হইয়া পারসীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই দেশে মেষপালকদের মধ্যে আশ্রয় লইলেন। পরে তথাহইতে মেরু দেশে গিয়া তুরুক ও চীন লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। পরে তিনি বালখ নগরে আশ্রয় লইলেন; এবং মুসলমানেরা তাহাও আক্রমণ করিলে অক্রস নদী পার হইলেন। তথাকার তুরুক রাজা আপন সৈন্য সামন্তের দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিলেন, কিন্তু বিংশতি সহস্র মহম্মদি সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত মেরবেরদ নগর হস্তগত করা তাহাদের অসাধ্য হওয়াতে ঐ তুরুকেরা রাজ্যচ্যুত বিদেশির পক্ষে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া পুনর্ব্বার অকসস নদী পার হইল। তথাপি কএক বৎসর পরে তিনি মহম্মদিদিগের বিদ্রোহি খরাজান দেশীয় লোকদের অগ্রগামী হইলেন; পরে রাজদ্রোহিদের পরাজয় হইলে পলায়ন কালে শস্য পেষণ

ব্যবসায়ি কোন লোকের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রি যাপন করেন। সেই ব্যক্তি তাঁহার সুন্দর বস্ত্র দর্শনে তাঁহাকে ধনি জানিয়া লোভে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল, পরে যে জলস্রোতের বেগে তাহার যাঁতা ঘুরিত, তন্মধ্যে তাঁহার শব নিক্ষেপ করিল। ৬৫০ শালের ২৩ আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার যে দুই কন্যা ধরা পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন আলির, এবং দ্বিতীয়া আবুবকরের পুত্রবধূ হইলেন।

এই রূপে পারসীক রাজ্য লুপ্ত হওয়াতে পারস্য দেশের পুরাতন ধর্ম্মমত অর্থাৎ সূর্য্যের ও অগ্নির সেবা রহিত হইতে লাগিল। দানিয়েল ভবিষ্যদ্বক্তার সময়াবধি, বরং তাঁহার পূর্ব্বাবধি ঐ দেশে সেই মত প্রচলিত ছিল। তন্নিবাসি লোকেরা তাহাতে অতি দৃঢ় রূপে আসক্ত হওয়াতে, এবং আরবদেশের দূরতা প্রযুক্ত আপন২ পর্ব্বতময় দেশের২ রক্ষা সহজ জ্ঞান করাতে বার২ মহম্মদি লোকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিত, এই কারণ মুসলমানেরাও তাহাদের প্রতি অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত। তাহাতে অবশিষ্ট অগ্নিপূজকদের মধ্যে অনেকে বিদেশে প্রবাস করা আবশ্যক জানিয়া স্বদেশ ত্যাগ করিল; তাহাদের বংশোদ্ভব পারসি লোকেরা বোম্বাই ও কলিকাতা প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা নগরে অদ্যাপি বাস করিতেছে।

তাৎকালিক কনস্তান্তীনপুরস্থ রাজগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষেরা অতি লোভী ও প্রজাপীড়ক ছিল, বিশেষতঃ যে২ দেশের খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা রাজার অনুগৃহীত ধর্ম্মশিক্ষাহইতে ভিন্ন ধর্ম্মশিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই২ দেশস্থ প্রজাদিগের প্রতি আত্যন্তিক দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিত। অতএব

গ্রীক রাজ্যস্থ প্রজা থাকা অপেক্ষা বরং মহম্মদি লোকদের অধীন হওয়া আমাদের মঙ্গল, ইহা ভাবিয়া ঐ সকল প্রজারা দেশ আক্রমণ করিতে আরবিদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল। ইহার বিশেষ উদাহরণ মিসর দেশে প্রকাশ পাইল।

মিসর দেশে অতি পূর্ব্ব কালাবধি কপ্ত নামক লোকেরা বাস করিত। প্রেরিতদের সময়াবধি তাহাদের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পরে গ্রীক রাজ্যস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোক-দের মধ্যে খ্রীষ্টের স্বভাব ও ইচ্ছাবিষয়ক বিবাদ বার২ উৎ-পন্ন হইলে এক পক্ষের লোক বলিতে লাগিল, খ্রীষ্টের ঈশ্ব-রীয় ও মানুষিক দুই স্বভাব ও দুই ইচ্ছা ছিল; অন্য পক্ষের লোকেরা কহিত, তাহা নহে, কেবল এক স্বভাব ও এক ইচ্ছা ছিল। এই দ্বিতীয় দলকে মনফিসাইত (অর্থাৎ একস্বভাব) বলা যাইত। তাৎকালিক রাজা প্রথম দলভুক্ত হওয়াতে রাজ-পুরুষেরা এই দ্বিতীয় দলভুক্ত সকলের প্রতি দৌরাত্ম্য করিত। পূর্ব্বোক্ত কপ্ত লোকেরা সকলে মনফিসাইত ছিল; কিন্তু মিসর দেশের প্রধান২ নগরে যে সকল গ্রীক লোকেরা বাস করিত, তাহারা সজাতীয় গ্রীক রাজার পক্ষ ছিল। এই প্রকারে সেই দেশ অনৈক্য প্রযুক্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। এমন সময়ে আমরু নামক আরবি সেনাপতি * ঐ দেশের অবস্থা জ্ঞাত

---

* আমরুর অতি আশ্চর্য্য পুরুষত্ব ছিল। এক দিন ওমার তাঁহার তরবাল দেখিতে চাহিলে আমরু অতি সামান্য তরবাল দেখাইয়া বলিলেন, "আমির বাহু ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তারেজদক কবির খড়্গ অপেক্ষা এই খড়্গ কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে।" উক্ত কবি তরবালের উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

হওয়াতে ৬৩৯ শালে অর্থাৎ সুরিয়া দেশের পরাজয়ের পরে ওমারের নিকটে মিসর দেশ আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে আমরুর অধীন সৈন্যদের সংখ্যা চারি সহস্র মাত্র ছিল; অতএব ওমার মিসর দেশের আক্রমণ সংশয়ের বিষয় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন; সেই পত্রের সার এই, মিসর দেশের সীমা উল্লঙ্ঘনের অগ্রে এই পত্র না পাইলে তুমি মিসর দেশ আক্রমণ করিবা, কিন্তু অগ্রে পাইলে ক্ষান্ত হইবা। আমরু উক্ত দেশের সীমাতে পত্র পাইয়া তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া অগ্রে সীমা উল্লঙ্ঘন করিলেন, পশ্চাৎ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, সুতরাং আপনার সেনাপতিদিগকে বলিতে লাগিলেন, এই রাজপত্রানুসারে অগ্রসর হইয়া মিসর দেশ হস্তগত করা আমাদের উচিত। পরে তিনি নানা যুদ্ধে জয়ী হইয়া নীল নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পশ্চাৎ বারো সহস্র লোকদ্বারা তাঁহার সৈন্যসামন্তের বৃদ্ধি হইলে মেম্ফিস নামক পুরাতন রাজধানীর নিকটবর্ত্তি দুর্গ সাত মাস অবরোধ করিয়া অনেক ক্ষতির পরে শেষে হস্তগত করিলেন। পরে পুনঃ ২ জয়ী হইয়া ৬৪১ শালের শেষে অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান সিকন্দরীয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন।

তৎকালে সিকন্দরীয়া নগর কেমন বৃহৎ ছিল, তাহা নিম্নে লিখিত কএকটী লক্ষণদ্বারা জানা যায়। তথায় চারি সহস্র স্নানাগার ও চারি শত রঙ্গভূমি ছিল, ও ছয় লক্ষ পুরুষ বাস করিত। তথাকার অতি প্রসিদ্ধ রাজকীয় পুস্তকাগারে পৃথিবীর সর্ব্বদিগ্‌হইতে সংগৃহীত সাত লক্ষ খান হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল; তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণেরই মধ্যে প্রচলিত গল্প যদি প্রমাণ হয়,

তবে "কোরাণের সহিত যে সকল গ্রন্থ মিলে তাহার রক্ষা নিষ্প্রয়োজন, এবং যে না মিলে তাহার রক্ষা ধর্ম্মবিরুদ্ধ," আমরুর এমত বিচারাজ্ঞানুসারে ঐ সকল গ্রন্থ মুসলমান লোকদের কর্ত্তৃক জ্বালানি কাষ্ঠের ন্যায় ভস্মসাৎ হইবার নিমিত্ত বিক্রীত হয়; তাহাতে তদ্দ্বারা ছয় মাস পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত চারি সহস্র স্নানাগারের জল তপ্ত করা যাইত।

ঐ মিসরদেশস্থ বাবিলোন নামক দুর্গ অবরোধ করণ সময়ে আমরু ফস্তল নামক যে স্থানে আপনার তাম্বু ফেলিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে প্রথমে এক মসজীদ, পরে ক্রমে২ এক নগর নির্ম্মিত হইলে অবশেষে কাহীরা নামক এক মহা নগর উৎপন্ন হইল। ওমারের এমত ইচ্ছা ছিল না যে তাঁহার অনুগামি লোকেরা ভূম্যধিকারী হইয়া কোন বিশেষ স্থানে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে, বরং তাঁহারা যাহাতে যুদ্ধযাত্রা করণার্থে নিরন্তর প্রস্তুত থাকে, এই তাঁহার চেষ্টা ছিল, এবং বিদেশ জয় করণদ্বারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তারিত করণার্থে তিনি অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতেন।

মিসরদেশ আরবি লোকদের শস্যভাণ্ডারস্বরূপ হইল, বিশেষতঃ অল্পকাল পরে আরব দেশে অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এত উষ্ট্র মিসরদেশে ধান্য বোঝাই করিয়া আরব দেশে গমন করিতে লাগিল, যে কাহীরা অবধি মদীনা পর্য্যন্ত দেড় শত ক্রোশ দীর্ঘ এক অভগ্ন উষ্ট্রশ্রেণী দেখা যাইত। পরে শস্য আনয়নের আরো সহজ উপায় করণার্থে নীল নদী অবধি আরবি সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত বিস্তারিত যে পুরাতন খাল বালুকাদ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিল, ওমার তাহা পরিষ্কার করাইলেন।

তাহা ন্যূনাধিক চল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ, তথাপি তাঁহার সৈন্যগণ এক বৎসরের মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিল। তদবধি এক শত বৎসর ব্যাপিয়া ঐ খাল নৌকা গমনের সুগম পথ থাকিল, পরে শাসনকর্ত্তাদের অমনোযোগ প্রযুক্ত পুনর্ব্বার বালুকাময় হইল। প্রথমে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৬১৫ শালে মিসরদেশের সাম্মীতিখস নামক রাজা ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের সহিত আরবি সমুদ্র সংযুক্ত করণার্থে ঐ খাল খনন করিয়াছিলেন।

অনন্তর আমরু অবিলম্বে মিসর দেশহইতে পশ্চিমদিগে গিয়া বর্ব্বর লোকদিগের দেশ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহম্মদি লোকদের পুরুষপরম্পরাগত প্রমাণানুসারে সেই বর্ব্বর লোকেরা পূর্ব্বে কিনান দেশে বাস করিত, পরে দায়ূদকর্ত্তৃক তাহাদের জালূৎ নামক রাজা হত হইলে তাহারা আফ্রিকাদেশে গমন করিয়া বসতি করিয়াছিল। আমরুর সময়ে তাহারা গ্রীক রাজ্যের অধীন ছিল, কিন্তু মুসলমানদিগকে কর দিতে অনায়াসে সম্মত হইল। পরে বারকা ও ত্রিপলী নগর আমরুর বশীভুত হইল; তথাপি ত্রিপলীর নিকটে ক্রমাগত কএক দিন ব্যাপিয়া প্রত্যহ সংগ্রাম হইত, কেবল মধ্যাহ্ন সময়ে দুই পক্ষের সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিত। সেই সময়ে গ্রীক লোকদের এক লক্ষ বিংশতি সহস্র জন, ও মুসলমানদের চল্লিশ সহস্র জন সৈন্য ছিল। এক দিবস মহম্মদীয় সেনাগণ মধ্যাহ্ন কালে বিশ্রামকারি গ্রীকদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিল। পরে যে কেহ মহম্মদীয় সেনাপতিকে বধ করিবে, তাহাকে আমি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব, ও তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব, গ্রীকদিগের সেনানায়ক এই পণ করিলে আমরু আপন

সৈন্যদিগের মধ্যে এই কথা ঘোষণা করাইলেন, যে কেহ ঐ গ্রীক সেনাপতিকে বধ করিবে, সে তাহার কন্যাকে পাইবে; তাহাতে এক জন মুসলমান ঐ সেনাপতিকে বধ করিয়া তাহার কন্যাকে প্রাপ্ত হইল।

তাৎকালিক ওমার্ নামক কালীফ পরাজিত নগর নিবাসি অন্য মতাবলম্বি প্রজাদিগের প্রতি অতি ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিতেন, কারণ তাঁহাদিগের দেয় করদ্বারা স্বজাতীয় আরবি লোকদিগকে ধনাঢ্য করিতে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার আজ্ঞানুসারে কূফা নগরের অধ্যক্ষ তথাকার শিল্পকরদের নিকটে প্রত্যেকের নৈপুণ্যানুসারে দৈবসিক কর আদায় করিতেন; তাহাতে ফিরোজ নামে এক ব্যক্তির নিকটে প্রত্যহ দুই তিন্ সিকি কর চাহিবার আজ্ঞা হইলে সেই দুঃখী মদীনাতে গিয়া দেশাধ্যক্ষের লোভ বিষয়ে ওমারের নিকটে নিবেদন করিল। ওমার তাহার কথাতে মনোযোগ না করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি না কি বায়ুচালিত পেষণীযন্ত্র প্রস্তুত করিতে পার? আমার জন্যেও একটা নির্ম্মাণ কর। তাহাতে ফিরোজ উত্তর করিল, পরমেশ্বর যদি আমাকে বাঁচান, তবে আমি এমন এক পেষণী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিব, যাহার নাম শুনিলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ তাবৎ দেশ নিবাসিরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে। তাহাতে ওমার তাহাকে বিদায় করিলেন। কিছু দিন পরে প্রাতঃকালে মস্জীদে তাঁহার গমন সময়ে সেই ফিরোজ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান মুসলমান লোকদের প্রথম শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া ওমারকে নিকটবর্ত্তী দেখিবামাত্র লম্ফ দিয়া দ্বিধার খড়্গদ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল। তৎপরে ওমার অতি অল্প দিবসমাত্র বাঁচিলেন।

তিনি কালীফের পদে নিযুক্ত করণার্থে আপনার কোন জ্ঞাতিকে মনোনীত করিলেন না, আর শেষে অথমান সেই পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহম্মদের যত বন্ধু ও শিষ্য ছিল, সেই সকলের মধ্যে ওমার সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁহার অতি কঠিন স্বভাব ছিল। তাঁহারই পরামর্শানুসারে মহম্মদ আপন ভার্য্যাদিগকে বদ্ধ রাখিতে ও দ্রাক্ষারস পান নিষেধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আর ওমারের পুত্র দ্রাক্ষারস পানে দোষী হইলে পিতার আজ্ঞানুসারে মস্‌জীদের মধ্যে কশাঘাতে হত হইলেন। এবং ওমার আপিনার অধীন দেশাধ্যক্ষদিগকে অশ্বারোহণ করিতে কিম্বা সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিতে কিম্বা সুক্ষ্ম সুজির রুটী ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন। সেই দেশাধ্যক্ষদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা এই উদাহরণদ্বারা বুঝা যায়। ইম্‌মিযা নগরের অধ্যক্ষ কেবল অপরাহ্ণ সময়ে লোকদের নিবেদন শুনিতেন, এবং রজনীতে কাহাকেও আপনার নিকটে আসিতে দিতেন না; তাহাতে নগরের লোকেরা তাঁহার নামে অভিযোগ করিলে তিনি দোষ প্রক্ষালনার্থে এই উত্তর দিলেন, রাত্রিতে আমি কোরাণ পাঠ করিয়া থাকি; আর আমার কোন ভৃত্য নাই, এই কারন প্রাতঃকালে আমাকেই প্রয়োজনীয় আহারার্থে ময়দা ছানিয়া রুটী প্রস্তুত করিতে হয়।

ওমার যদ্যপি অতি বিস্তারিত রাজ্যের ভূপাল ছিলেন, তথাপি খর্জ্জুর ফল ও যবের রুটী প্রভৃতি অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতেন। দুই খান বস্ত্র কখনও ধারণ করিতেন না। কখন ২ তিনি মদীনা নগরস্থ মসজীদের সোপানে ভিক্ষুকদের মধ্যে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, এবং নিজ বাটীতেও কেবল

খর্জ্জুর পত্র নির্ম্মিত তাঁহার শয্যা ছিল। এক বার তিনি খালিদ নামক প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে সুবেশাভিলাষী বলিয়া জুতা মারিলেন। এমত কৃপণ হইলেও তাঁহার সপ্ত ভার্য্যা ছিল। যে ব্যক্তি প্রথমে উষ্ট্রচারক ছিলেন, শেষে তাঁহার এমত পরাক্রম প্রাপ্তি বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার অধীন সৈন্যগণ ছত্রিশ সহস্র নগর ও দুর্গ হস্তসাৎ ও চারি সহস্র খ্রীষ্টীয় ভজনালয় ভস্মসাৎ করিয়াছিল, এবং সুরিয়া ও পারস্য ও মিসর দেশ পরাজয় করিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণ প্রয়াণ সময়ে সিন্ধু নদী অবধি ত্রিপলী পর্য্যন্ত এবং বাব-ইল-মাণ্ডিল অবধি কৌকাসস পর্ব্বত পর্য্যন্ত মহম্মদীয় রাজ্য বিস্তারিত ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

অথমান কালীফের কথা।

ওমারের চরমকালে আলিকে কালীফের পদে নিযুক্ত করণের কথা ছিল; কিন্তু তিনি আবুবকরের এবং ওমারের ব্যবহারানুসারে দেশ শাসন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করাতে অগ্রাহ্য হইলেন। ওমার মহম্মদের সঙ্গিদের মধ্যে ছয় জনকে মনোনীত করিয়া এই আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদের মধ্যে যাহাকে সেই পদের যোগ্যপাত্র জ্ঞান কর, তাঁহাকেই নিযুক্ত কর, তিনিই কালীফ হইবেন। অনন্তর তাঁহারা দুই দিন পর্য্যন্ত পরস্পর বিবাদ করিলে পরে তৃতীয় দিবসে অনাহারে গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিবার ভয় পাইয়া মহম্মদের জামাতা অথমানকে নিযুক্ত করিলেন।

সেই অপমান মিসর দেশ বিজয়ি আমরুকে অপদস্থ করিয়া আপনার প্রিয় কোন ব্যক্তিকে সেই দেশের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করিলে মিসর দেশ নিবাসি গ্রীক লোকেরা কনস্তান্তীনপুরহইতে আগত নাবিক সৈন্যের সাহায্যে রাজদ্রোহী হইয়া সিকন্দরীয়া নগর মুসলমানদের কর্তৃত্বহইতে মুক্ত করিল. কিন্তু অবিলম্বে ঐ দেশজাত কপ্ত লোকদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভয়ানক দৌরাত্ম্য করাতে উক্ত কপ্ত লোকেরা তাহাদিগের প্রতি বিদ্রোহ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমরু পুনরায় সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া, যাবৎ গ্রীক ও কপ্ত লোকদের অনৈক্যদ্বারা উভয় পক্ষের অনেক ক্ষতি না জম্মে, তাবৎ বিলম্ব করিলেন; পরে কপ্ত লোকদের প্রার্থনানুসারে গ্রীক লোকদিগকে আক্রমণ করিলেন; তাহাতে নীল নদীর তীরস্থ যুদ্ধে গ্রীক লোকেরা পরাজিত হইলে আমরু অবিলম্বে তাহাদের পশ্চাৎ ২ যাইয়া সিকন্দরীয়া নগর হস্তগত করিয়া তাহার প্রাচীর ভুমিসাৎ এবং সহস্র ২ লোককে বধ করাইলেন; কারণ তিনি ঐ প্রসিদ্ধ নগরকে বেশ্যালয়ের সমান করিতে প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন। কিছু কাল পরে গ্রীকদিগের নাবিক সৈন্যও পরাজিত হইল। তৎপরে মুসলমানেরা মিসর দেশহইতে পশ্চিমে গিয়া কার্থাজ প্রদেশের অধ্যক্ষ গ্রেগরির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। উক্ত ব্যক্তি আপনার কর্ত্তা গ্রীক রাজার অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য ছিল, তথাপি তিনি সুখভোগে আসক্ত হওয়াতে শত্রুদের বিংশতি সহস্র সৈন্যকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইলেন। মহম্মদীয়দের মধ্যে প্রত্যেক পদাতিক

সৈন্য লুটিত দ্রব্যের অংশরূপে এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা, ও প্রত্যেক অশ্বারোহি সৈন্য তিন সহস্র রৌপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর পারস্য দেশের কোন২ অঞ্চল নিবাসি লোকেরা বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগকে পুনরায় বশীভূত করা আবশ্যক হইল। অপর মহম্মদীয়েরা কুপ্র (কিম্বা সাইপ্রস) এবং রোদস এই দুই উপদ্বীপ করাধীন করিল, এবং ক্রীতী ও মাল্টা উপদ্বীপ আক্রমণ করিল। রোদস নগরে সূর্য্যদেবের কলসস নামে অতি প্রকাণ্ড পিত্তলময় প্রতিমা ছিল; তাহা সত্তরি হস্ত উচ্চ, এবং তাহার পাদদ্বয়ের মধ্যদিয়া জাহাজ গমনাগমন করিত। তৎকালে তাহা আর দণ্ডায়মান ছিল না, কারণ কোন ভূমিকম্পে তাহার পতন হইয়াছিল, কিন্তু আরবিরা সেই প্রতিমা লইয়া গেল। অপর পারসীক লোকেরা আপনাদের দেশে মহম্মদীয় সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া আর বার বিদ্রোহ করিল; তাহাতে যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, তন্মধ্যে কোন বিশেষ নগরের লোকদিগের নিকটে মহম্মদি সেনাপতি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি তোমাদের এক জনকে বধ করিব না। পরে নগরের লোকেরা তাঁহার এই কথা শুনিয়া অধীনতা স্বীকার করিলে তিনি সকলকেই বধ করাইয়া কহিলেন, আমি এক জনকে বধ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; কিন্তু অনেককে বধ করিব না, এমত প্রতিজ্ঞা করি নাই।

অথমানের অধিকার কালে এক গুরুতর কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালে কোরাণ গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন অনুলিপির নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আর মহম্মদ অগ্রে যে সকল শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে আপনার অনুগামিদিগকে

করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ তাহার মধ্যে কোন কোন শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে অশেষ বিবাদ উৎপন্ন হওয়াতে অথমান কোরাণের একটী শুদ্ধ অনুলিপি প্রস্তুত করণের ভার আপনার বারো জন অনুগামিকে সমর্পণ করিলেন। পরে ঐ সংশোধিত গ্রন্থের সহিত যে যে অনুলিপির সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল না, সে সকলই দগ্ধ হইল। অদ্যাপি কোরাণের যত অনুলিপি আছে, সে সকলি ঐ গ্রন্থের সহিত মিলে। বারো শত বৎসর গত হইলেও সেই সকলের মধ্যে যে ঐক্য আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য; এবং অন্য কোন পুরাতন গ্রন্থে তাদৃশ্ শুদ্ধতা পাওয়া যায় না।

কূফা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মদ্যপানে দোষীকৃত হইয়াছিলেন। অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করাতে অনেক লোক অথমানের প্রতি বিরক্ত হইল, কেননা তিনি পক্ষপাত পূর্ব্বক আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে উচ্চ পদ দিতেন। তাহাদের মধ্যে অম্মিয়ার পৌত্র আবু সফিয়ানের পুত্র মেরবাণ প্রভৃতি অম্মীয়াদ বংশীয় কএক জন প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করণদ্বারা যে অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিতেন, তাহা সুখভোগে এবং আপন দলের পরাক্রম বর্দ্ধনে ব্যয় করিতেন।

আর বস্রা ও মিসর এই দুই প্রদেশের যে দুই সাশনকর্ত্তা পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের সাক্ষাতে অতি মান্য ছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এক জন মহম্মদের জীবৎকালে তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অতএব অনেক লোক এই দুই জনের পক্ষ হইয়া রাজদ্রোহী হইতে লাগিল। পরে আলি ও আইশা তাহাদের সাহায্য করাতে সেই রাজদ্রোহিদের

মধ্যে অনেক লোক ন্যায় বিচারের আকাঙ্ক্ষা খজা করিয়া মিসরহইতে মদীনাতে গমন করিল। সেই সময়ে আলি মধ্যস্থালী করাতে তাহারা ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল।' পর বৎসরে তাহাদের মধ্যে পুনরায় সহস্র ২ লোক মদীনাতে গমন করিলে অথমান, কিম্বা মেরবাণ নামক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, মিসর দেশে নূতন শাসনকর্ত্তাকে নিযুক্ত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন; তাহাতে তাহারা সেই বারও প্রত্যাগমন করিতেছিল; ইতিমধ্যে অথমানের প্রেরিত এক জন দুত ধরা পড়িলে তাহারা তাহার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিয়া মেরবাণ কর্ত্তৃক লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত এক রাজপত্র প্রাপ্ত হইল। সেই পত্রদ্বারা অথমানের কিম্বা মন্ত্রির দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ হওয়াতে তাহারা রাগান্ধ হইয়া মদীনাতে ফিরিয়া গিয়া মসজীদের মধ্যে অথমানের উদ্দেশ পাইয়া এমত প্রস্তর মারিতে লাগিল, যে তিনি ভয়েতে আপন গৃহে পলাইয়া গেলেন। অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কালীফের পদ ত্যাগ করিবেন, বিদ্রোহিরা এমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল; পরে সেই আশা নিরর্থক দেখিয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহার বাটী অবরোধ করিলেও খাদ্যের অভাব প্রভৃতি নানা ক্লেশদ্বারা তাঁহাকে বাধ্য করিতে না পারাতে শেষে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বধ করিল। হত হওন কালে তাঁহার সম্মুখে একখানা কোরাণ গ্রন্থ খোলা ছিল, তাহাও তাঁহার রক্তে লিপ্ত হইল।" পরে অতি গোপনে সম্মান ব্যতিরেকে তাঁহার সমাধি হইল। তিনি বিরাশী বৎসর বয়ঃক্রমে মরিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ধনাগারে এক কোটিহইতেও অধিক টাকা পাওয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

আলি কালীফের কথা।

অনন্তর আলি নামক যে ব্যক্তি কালীফ হইলেন, তিনি মহম্মদের জীবৎকালে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসপাত্র ছিলেন, এবং মহম্মদ তাঁহাকে আপনার হারোণ বলিতেন। তিনি ঐ উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, এবং তাহাতে নিযুক্ত হইলে পরে অতি শীঘ্র অনেক ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন; কেননা হত অথমানের দল ও তাঁহার বিপক্ষ দল, এই উভয়কে সন্তুষ্ট করা সুদুষ্কর ছিল। এতদ্ভিন্ন মৃত মহম্মদের আইশা নাম্নী ভার্য্যা আলির বিরোধিনী ছিলেন। সেই স্ত্রী মহম্মদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়া ছিলেন, এবং মুসলমান লোকেরা কোরাণের দুরূহ বচনের অর্থ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত। যাহারা অথমানকে বধ করিল, আইশা তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন; তথাপি অনেক২ মহম্মাদি লোক অথমানের মৃত্যুর প্রতিফল দেওনার্থে অতিশয় উদ্যোগী হইল, এবং তন্নিমিত্তে সর্ব্বসাধারণের মনকে উত্তেজনা দেওনার্থে দম্মেষক নগরের মসজীদে অথমানের রক্তাক্ত কামিজ উপদেশকের মঞ্চে ঝোলান গেল। অপর বিদ্রোহিগণ বস্রা নগর হস্তসাৎ করিলে আলি ফরাৎ নদীর তীরস্থ কূফা নগরে বসতি করিলেন; এবং তিনি মহম্মদের জামাতা, এই জন্যে অনেক২ লোক তাঁহার পক্ষ হইল। কিছু কাল পরে তিনি বিংশতি সহস্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া বস্রাতে বিদ্রোহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন; তাহাতে তুমুল যুদ্ধ হইল। বিদ্রোহিদের মধ্যস্থলে আইশা যে যানে আরূঢ়া ছিলেন,

তাহাতে এত বাণ বিদ্ধ হইল যে তাহা সজারুর তুল্য হইল। আর কথিত আছে যে ক্রমাগত দুই শত আশী জন গীত গান করিতে২ তাঁহার উষ্ট্রের লাগাম ধরিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের হস্ত ছিন্ন কিম্বা প্রাণ নষ্ট হইল; তন্নিমিত্তে সেই যুদ্ধকে উষ্ট্রের দিন বলা যায়। সেই দিনে উভয় পক্ষের পোনেরো সহস্র লোক হত হইয়াছিল। আইশা ধরা পড়িয়া মদীনাতে নীতা হইলেন। ৬৫৬ শালে এই যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা স্বজাতীয়দের সহিত মহম্মদি লোকদের প্রথম যুদ্ধ ছিল।

বিশ্বাসিদিগের জননীরূপে বিখ্যাতা ঐ আইশার পরাজয় হইলে পরে হত অথমানের জ্ঞাতি মুয়াবীয় নামে এক ব্যক্তি আলির বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত অম্মিয়াদ বংশোদ্ভব লোক, এবং সুরিয়াদেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি দম্মেষকের মসজীদে অথমানের রক্তাক্ত কামিজ টাঙ্গাইয়া আপনাকে কালীফ বলিয়া লোকদিগকে আপনার সপক্ষ করিলেন; তাহাতে তাঁহার অধীন পঁচাশী সহস্র সৈন্য আলির বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। আলির কেবল সত্তরি সহস্র সৈন্য ছিল। ফরাৎ নদীর তীরে উভয় পক্ষের সৈন্যের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে পরে আলির সৈন্যেরা যত বার জল তুলিতে যাইত, তত বার তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত। তথাপি যুদ্ধ করণার্থে দুই পক্ষের সৈন্যগণ বড় একটা উদ্যোগী ছিল না। আলি সহস্র২ লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনাতে দুঃখিত হওয়াতে " মুয়াবীয়কে এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, আইস আমরা দুই জনে একক যুদ্ধ করিয়া এই বিবাদ নিষ্পত্তি করি। তৎকালে তাঁহার প্রায় ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল; তথাপি মুয়াবীয় তাঁহার বীরত্বে

ভীত হওয়াতে ঐ প্রকার যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিছু দিন পরে যে যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে মহম্মদের বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত আলি স্বহস্তে পাঁচ শত লোককে বধ করিলেন। ৬৫৭ শালের ২০ জুলাই তারিখে এই যুদ্ধ হয়। তৃতীয় দিনের শেষে মুয়াবীয় পরাজিত হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি আমরুর পরামর্শানুসারে আপনার সৈন্যদিগকে কহিলেন, তোমরা বড়শার অগ্রভাগে কোরাণ গ্রন্থ বাঁধ। তাহাতে পাঁচ শত চুয়ান্ন জন সেনা আপন২ বড়শার অগ্রে এক২ খান কোরাণ গ্রন্থ বাঁধিলে আলির সৈন্যেরা ঐ গ্রন্থের প্রতি আপনাদের ভক্তিপ্রযুক্ত তদ্বাহি লোকদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অস্বীকার করিল। এবং আলি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে তাঁহার প্রতি এমন বচসা করিতে লাগিল, যে সন্ধি করণ ব্যতিরেকে তাঁহার অন্য কোন উপায় থাকিল না; আর যে সন্ধি স্থির হইল, তাহাও বরং মুয়াবীয়ের পক্ষে লাভজনক হইল। বোধ হয় আলির অনুগামিদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতক ছিল। সে যাহা হউক, অল্প কাল পরে ইরাক দেশীয় প্রজারা আলির প্রতি অমনোযোগী হইল, এবং মিসর দেশীয়েরা রাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। শেষে স্বজাতীয়দের সহিত যুদ্ধ করণে অনেকের ঘৃণা হওয়াতে তিন জন মান্য লোক একপরামর্শ হইয়া ব্রত করিয়া ঐ যুদ্ধ স্থগিত করণার্থে তদুৎপাদক তিন জন অহঙ্কারিকে, অর্থাৎ আলিকে ও মুয়াবীয়কে ও আমরুকে একই দিনে অর্থাৎ কোন উপবাসের দিনে বিষাক্ত খড়্গদ্বারা বধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। তাহাদের মধ্যে যে দুই জন মুয়াবীয়কে ও আমরুকে বধ করিতে স্বীকার করিয়াছিল তাহারা কৃতকার্য্য হইল না। মুয়াবীয় অল্প

আঘাত পাইয়া অনায়াসে রক্ষা পাইলেন; এবং ঘাতকের ভ্রান্তি প্রযুক্ত আমরুর পরিবর্ত্তে আর এক জন হত হইল; কিন্তু আলি কূফার মসজীদে সাংঘাতিক আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দুই দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৬৬১ শালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ঘাতক অতি দারুণ দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে তাঁহার হস্ত পাদ ছিন্ন হইল; পরে তপ্ত লৌহদ্বারা তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল; এবং শেষে তাঁহার জিহ্বাও কাটা গেল।

এই রূপে আলি চারি বৎসর ছয় মাস অতি ক্লেশে রাজত্ব করিয়া ৬৬১ শালে তেষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নয় ভার্য্যা ও ঊনবিংশতি উপপত্নী ও তেত্রিশ সন্তান ছিল। তিনি এক জন কবি ও সদ্বক্তা ছিলেন; তাঁহার রচিত এক শত উপদেশকথা অর্থাৎ শ্লোক অতিশয় বিখ্যাত আছে; তন্মধ্যে এক কথা এই; "জীবনং বারিদচ্ছায়া রাত্রে র্বা স্বপ্নদর্শনং।" দুঃখের বিষয় এই যে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তিনি ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমে কালীফের পদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বগত দুই জন কালীফের ন্যায় ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। কূফাহইতে আড়াই ক্রোশ দূরে তাঁহার কবর হইয়াছিল; তথায় তাঁহার স্মরণার্থক অতি সুন্দর স্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়াতে মেষদ্ আলি নামক যে নগর উৎপন্ন হইল, তাহা পশ্চাৎ অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইয়া উঠিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মুয়াবীয় কালীফের কথা।

হাসান ও হোসেন নামে আলির দুই পুত্র ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে হাসান জ্যেষ্ঠ। তিনি সুখভোগে অতিশয় রত হওয়াতে যে কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিতেন, অল্প কালের পরে পুনর্ব্বার তাহাকে ত্যাগপত্র দিতেন; এই প্রকারে ক্রমে ২ সত্তরি ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি যে মহম্মদীয় বিধ্যনুসারে এক সময়ে কেবল চারি জন ভার্য্যা রাখা উচিত, তাহাও এক প্রকার পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার এমত ব্যবহার প্রযুক্ত মহম্মদি লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগপত্রী বলে। পিতার মরণানন্তর তিনি কালীফের পদ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু স্বভাবের শৈথিল্য প্রযুক্ত তাহা রক্ষা করিলেন না। যদ্যপি তাঁহার চল্লিশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অতিশয় উদ্যোগী ছিল, তথাপি হাসান ছয় মাসের শেষে বিবাদে বিরক্ত হইয়া মুয়াবীয়ের নিকটে বার্ষিক বৃত্তির প্রতিজ্ঞা গ্রাহ্য করিয়া কালীফের পদ ত্যাগ করিলেন। এবং অল্পকাল পরে তাঁহার ভার্য্যা বিষদ্বারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিলেন, এমত জনশ্রুতি আছে।

অনন্তর ৬৬১ শালে মুয়াবীয় কালীফ হইয়া জয়ী রূপে কূফাতে প্রবেশ করিলেন। মহম্মদের জীবদ্দশাতে তিনি তাঁহার লেখক ছিলেন, এবং "নরযকৃদ্ভক্ষিণীর পুত্র" তাঁহার এই উপাধি ছিল, কারণ অপিয়াদের যুদ্ধে তাঁহার মাতা রাগান্ধা হইয়া মহম্মদের পিতৃব্যের মৃত দেহহইতে যকৃৎ বাহির করিয়া খাইয়া-

ছিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্ঞাতিরা দেবপূজার পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী ছিল, এবং আবু সফিয়ান নামক তাঁহার পিতা কোরেশ লোকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন।

মুয়াবীয় যে বংশসংক্রান্ত ছিলেন, সেই অম্মিয়াদ বংশ এক শত বৎসর পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্বের অধিকারী থাকিল। মুয়াবীয়ের নিযুক্ত দেশাধ্যক্ষেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেন; কিন্তু যখন তিনি আপন বংশের মধ্যে ক্রমাগত কর্ত্তৃত্বের অধিকার স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন পুত্র পৌত্রাদির অনুক্রমানুযায়ি কর্ত্তৃত্বের বিপক্ষেরা বড় অসন্তুষ্ট হইল। আর এমত কিম্বদন্তী আছে, যে তাঁহার ঐ চেষ্টা হাসানের হত্যার মূল ছিল; অর্থাৎ লোকেরা কহে, মুয়াবীয় এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রার দান ও আপন পুত্রের সহিত বিবাহের প্রতিজ্ঞা-দ্বারা হাসানের ভার্য্যাকে কুপ্রবৃত্তি দিলে সেই বিশ্বাসঘাতিনী আপনার স্বামিকে স্নানের পরে গাত্র মার্জ্জনের নিমিত্তে বিষাক্ত গামছা দিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল। পরে সে প্রতিশ্রুত অর্থ পাইল বটে, কিন্তু মুয়াবীয় তাহার সহিত আপন পুত্র জসীদের বিবাহ দিতে নিতান্ত অস্বীকার করিলেন, এবং কহিলেন, পুত্রের প্রাণ আমার অতি বহুমূল্য বোধ হয়, অতএব কি প্রকারে এমত বিশ্বাসঘাতিনীর হস্তে তাহা সমর্পণ করিব? প্রত্যুত এই বৃত্তান্তের সত্য মিথ্যা জানা যায় না; কি জানি মুয়াবীয়ের শত্রুরা তাহা কল্পনা করিয়া থাকিবে।

৬৬৪ শালে মিসর ও কিনান ও উত্তর আফ্রিকা দেশের শাসনকর্ত্তা যে আমরু তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। চরম কালে তিনি রোদন করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার পুত্র, আপনি

কি মরণের ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন ? এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, না, মরণের ভয়ে নহে; কিন্তু মরণের পরে যাহা ঘটিবে, তাহারই ভয়ে কান্দিতেছি।

প্রায় সেই সময়ে মিসর দেশে স্থাপিত আকবর নামক সেনাপতি পশ্চিমদিগে অতি ভয়ানক মরু ভুমি দিয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়া ফেজান নামক দেশ বশীভুত করিলেন। সেই দেশের পশ্চিম সীমা আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীরে পঁহুছিলে তিনি আপনার ঘোড়াকে কাঁটা মারিয়া সমুদ্রতরঙ্গে প্রবেশ করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে পরমেশ্বর, সমুদ্র আমাকে বাধা না দিলে আমি পৃথিবীর সীমা পর্য্যন্ত অবিদিত পশ্চিম দিক্স্থ রাজ্যে গমন করত তোমার পবিত্র নামের একত্ব প্রচার করিতে২, এবং তোমা ছাড়া অন্য দেবতার সেবক তাবৎ বিরোধি জাতিদিগকে খড়্গদ্বারা নষ্ট করিতে অগ্রসর হইতাম। এই উদ্যোগি যোদ্ধার জয়দ্বারা আরবি বিদ্যা আফ্রিকা মহাদ্বীপের মরুভুমিতেও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ৬৮০ শালে তিনি কুমন্ত্রণাদ্বারা পদচ্যুত ও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন; অনন্তর কোন মতে মুক্ত হইয়া অল্পকাল পরে বহুসংখ্যক খ্রীষ্টীয়ান লোকের সহিত যুদ্ধ করণ সময়ে হত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যেরাও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

আর এক জন সেনাপতি অক্সস নামক নদী পার হইয়া তথাকার তুরুক লোকদিগকে পরাজয় করিলেন; তাহাতে সেই দেশের রাণী পলায়ন কালে এক লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা মূল্যের এক খান বস্ত্র হারাইলেন। তৎকালে বোখারা দেশের এক অংশ পরাজিত হইল, এবং সামার্কাণ্ড ও মেক্রাণ ও কান্দাহার এবং

কাবুল ও মুলতানের মধ্যবর্ত্তি দেশ, এই সমস্ত অঞ্চলের আক্রমণ করা গেল। আর সেই সময়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ ওমারের কর্ত্তৃত্বকালে মুসলমানদিগের কএকটা জাহাজ সিন্ধু নদীর মুহানা পর্য্যন্ত গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার দুর্গম্য জলপথ ও মনুষ্যদের বীরতা প্রযুক্ত যুদ্ধার্থে স্থলে নামিতে তাহাদিগের সাহস হয় নাই।

৬৬৮ শালে মুয়াবীয়ের প্রেরিত সৈন্যদল ছোট আশিয়া প্রদেশে গিয়া সকলি লুট পাট করিল। গ্রীক রাজ্যের কনস্তান্তীনপুর নামক রাজধানী পরাজয় করিতে দীর্ঘ কালাবধি মহম্মদি লোকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। মহম্মদ তাহার অপেক্ষাতে কহিয়াছিলেন, যে সৈন্যেরা সেই কর্ম্ম সাধন করিবে, তাহারা সমুদয় পাপের মার্জ্জনা পাইবে। মুয়াবীয় সেই মহানগরের বিরুদ্ধে নাবিক সৈন্য প্রেরণ করিয়া সাত বৎসর পর্য্যন্ত তাহা অবরোধ করাইলেন। তিনি যে কৃতকার্য্য হইলেন না, তাহার প্রধান কারণ এই যে তৎকালে গ্রীক অগ্নি নামক এক বস্তু আবিষ্কৃত হইল; তাহা মেটেতৈল ও গন্ধক ও আলকাতরাতে প্রস্তুত হইত, এবং জলেতে নিক্ষিপ্ত হইলে নির্ব্বাণ না হইয়া আরো ভয়ঙ্কররূপে উজ্জ্বল হইত। ছয় বৎসরের মধ্যে প্রতিবৎসর তিন শত, সর্ব্বশুদ্ধ আঠার শত মহম্মদীয় জাহাজ সেই নগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল; সেই সমস্ত জাহাজ ঐ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, এবং তদারোহি অসংখ্য মুসলমান লোক নষ্ট হইল। শেষে তাহারা ঐ যুদ্ধহইতে নিবৃত্ত হইয়া ৬৭৭ শালে গ্রীক রাজাধিরাজের সহিত সন্ধি স্থির করিল। কিন্তু পূর্ব্বে মিসর দেশীয় কপ্ত লোকেরা যেমন গ্রীক রাজ্যের অধীনতাতে

অসহিষ্ণু হইয়া মুসলমান লোকদের অধীন হইয়াছিল, তেমনি ৬৫০ শালে আরমাণি লোকেরাও মহম্মদিদিগের বশীভূত হইল; তাঁহাতে গ্রীক রাজ্যের অনেক ক্ষতি জন্মিল।

৬৬৯ শালে মৃত মহম্মদের অতি প্রিয়া আইশা নাম্নী যে ভার্য্যা নিত্য কুমন্ত্রণাতে ব্যস্তা ছিলেন, তিনি মুয়াবীয়ের ছলনাতে হত হইলেন, এমত জনশ্রুতি আছে; কিন্তু তাহার সত্য মিথ্যা জানা যায় না। কথিত আছে, যে মুয়াবীয় তাঁহাকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার আসনের নীচে অতি গভীর এক গর্ত্ত খনন করাইয়া ঘাসের চাবড়া ও পত্রাদিদ্বারা অতি উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে ঐ হতভাগ্যা সেই আসনে বসিবামাত্র গর্ত্ত-মধ্যে পতিতা হইলে একেবারে মৃত্তিকাদ্বারা তাহা পূরাইলেন।

৬৮০ শালে দমেষক নগরে মুয়াবীয়ের মৃত্যু হয়। শেষ বার উপদেশ করণ সময়ে তিনি কহিয়াছিলেন, পক্ব শস্য যেমন ছেদকের আকাঙ্ক্ষা করে, আমিও তেমনি করিতেছি। এই সংসারহইতে যে লাভ পাইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে তৃপ্ত হইয়া এখন সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করি। মুয়াবীয় অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ইয়েমন অবধি আরমাণি দেশ পর্য্যন্ত, এবং অকসস ও সিন্ধু এই দুই নদীর তীরাবধি কাইরাবান পর্য্যন্ত মহম্মদীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি মদীনার পরিবর্ত্তে দমেষক নগরকে রাজধানী করিয়া তাহাকেও পুণ্য স্থান রূপে দেখাইবার নিমিত্তে মহম্মদের যষ্টি তাহার মধ্যে স্থাপন করিলেন। তিনি নানা বিষয়ে পূর্ব্বগত কালীফগণহইতে ভিন্ন ছিলেন, বিশেষতঃ রেশমি বস্ত্র পরিধান ও দ্রাক্ষারস পান করিতেন, এবং গ্রীক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে আরবি লোক-

দিগকে আশ্বাস দিতেন। ওমার মুসলমানদিগকে সমুদ্রযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কেননা তিনি আমরুর ন্যায় কহিতেন, সমুদ্র বৃহৎ বিলস্বরূপ, আর যে কীট সকল কাষ্ঠখণ্ডে চড়িয়া বিল পার হয়, দুঃসাহসি সমুদ্রগামি লোকেরা তাহাদেরই তুল্য; কিন্তু মুয়াবীয় সেই নিষেধ রহিত করিয়া মুসলমানদিগকে সমুদ্রযাত্রা করণের অনুমতি দিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ইয়েজিদ কালীফের কথা।

মুয়াবীয়ের মরণানন্তর তাঁহার আজ্ঞানুসারে ইয়েজিদ নামে তাঁহার পুত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া কালীফের পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি প্রথমে শারীরিক সুখভোগে রত ছিলেন, পরে বার২ যুদ্ধ করাতে ইন্দ্রিয় দমন করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। আলির ঔরসে ফাতিমার গর্ব্ভে জাত যে হোসেন মদীনাতে বাস করিতেন, তিনি কালীফের পদ পাইতে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; অতএব ইয়েজিদের বশীভূত হইতে প্রতিজ্ঞা করণে অস্বীকৃত হইয়া মক্কাতে পলায়ন করিলেন; তাহাতে তাঁহার পিতার রাজধানী কূফা নগরের লোকেরা তাঁহাকে কালীফ করিতে অঙ্গীকার করিয়া আপনাদের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিল। কিন্তু তাঁহার উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে ইয়েজিদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক নূতন শাসনকর্ত্তা কূফাতে গিয়া কাহাকেং লোভ দেখাইয়া, কাহাকেং বা দণ্ড দিয়া হোসেনের পক্ষীয় দলের ক্ষমতা ক্ষয় করিতে লাগিলেন। হোসেন তাহা না জানিয়া

কূফাতে আসিতেছিলেন, কিন্তু পথের মধ্যে তাঁহার সৈন্যেরা তথাকার সমাচার পাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিল, কেবল চল্লিশ জন অশ্বারোহী ও এক শত জন পদাতিক সৈন্য বিশ্বস্ত থাকিল। অনন্তর চারি শত জন বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইয়া ফরাৎ নদীর নিকটস্থ কর্ব্বালা নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথাহইতে দূত প্রেরণ করিয়া বশীভুত হইতে ও সামান্য লোকের ন্যায় কাল কাটাইতে অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞাতে বিপক্ষদের বিশ্বাস না হওয়াতে পাছে জল্লাদদ্বারা প্রাণ যায়, এই আশঙ্কাতে রণক্ষেত্রে প্রাণপণ করিতে স্থির করিলেন। অপর প্রার্থনা করিতে২ রাত্রি যাপনানন্তর প্রাতঃকালে বিপক্ষদের সম্মুখে এই রূপ বক্তৃতা করিলেন, সাবধান, তোমাদের পরম গুরু মহম্মদের দৌহিত্রকে বধ করণের দোষে লিপ্ত হইও না। কিন্তু ঐ বিপক্ষেরা যদ্যপি মুসলমান ছিল, তথাপি তাঁহার সমাদর না করিয়া স্বজাতীয়দের পরস্পর যুদ্ধোৎপাদক বলিয়া তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল। ৬৮০ শালে ১০ অক্টোবর তারিখে সেই যুদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে হোসেনের অনুগামি বাহাত্তর জন একে২ হত হইল; এবং তাঁহার চারি পুত্র ও পাঁচ ভ্রাতাও নষ্ট হইল। সেই ভ্রাতাদের মধ্যে এক জনের কেবল দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল; এবং পুত্রদের মধ্যে এক জন নিতান্ত শিশু ছিল। হোসেন বাণদ্বারা বিদ্ধ হইলে সেই শিশু সন্তান তাঁহার নিকটে আনীত হইয়া হিন্দোলাতেই নষ্ট হইল; আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যে ভ্রাতৃপুত্র দৌড়িয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারও শিরশ্ছেদন হইল। পরে

আত্যন্তিক রৌদ্র হইলে হোসেন তৃষ্ণাতুর হইয়া মাধ্যাহ্নিক প্রার্থনা করিয়া তৃষ্ণা নিবারণের আশাতে ফরাৎ নদীর তীরে দৌড়িতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অনেক২ বিপক্ষকে নষ্ট করণানন্তর যখন তিনি জলপান করিতেছিলেন, তখন শত্রুরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বধ করিল। তাঁহার শরীর তেত্রিশ তীরেতে বিদ্ধ ও চৌত্রিশ অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়াছিল, এবং তাঁহার সহিত আক্রমণকারি ছয় জন হত হইয়া পড়িল। অনন্তর জয়িরা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহার গাত্র পদতলে দলিত ও তাঁহার অবশিষ্ট পরিজনগণকে ধরিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। তথাপি কিছু কাল পরে কর্ব্বলার নিকটস্থ মেষেদ হোসেন নামক স্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া গেল। তাঁহার মুণ্ড দম্মেষক নগরে প্রেরিত হইয়াছিল। হোসেন মহম্মদের দৌহিত্র ছিলেন, এই হেতুক অনেক লোক তাঁহার মরণে মহা বিলাপ করিল, এবং তাঁহার মৃত্যুর স্মরণার্থে অদ্যাপি মহম্মদীয় মহরম নামক মাসের দশম দিনে বার্ষিক পর্ব্ব পালন করে।

হোসেনের প্রতি পারস্য দেশীয় মুসলমান লোকদের ভক্তি অতি আশ্চর্য্য। তাহারা বলে, হোসেনের শোকে যে নেত্রজল নির্গত হয়, তাহা শিশিতে সঞ্চয় করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করাতে অনেক মৃতকল্প লোক আরোগ্য পাইয়াছে। এবং অনেকে কর্ব্বলাতে কবর দিবার নিমিত্তে আপন২ মৃত বন্ধুর শব শাণবস্ত্রে বান্ধিয়া অশ্বের পৃষ্ঠে করিয়া সহস্র২ ক্রোশ দূরবর্ত্তি স্থানহইতে তথায় লইয়া যায়। আর কর্ব্বলা প্রায় মক্কার মত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হইয়াছে। এবং হোসেনের কবরের মৃত্তিকা নানা রোগনিবারক ঔষধরূপে বহুমূল্যে বিক্রয় হয়।

পারসীক লোকেরা পশ্চাৎ শিয়া নামক যে মত অবলম্বন করিল, সেই মতানুসারে আলি ও তাঁহার বংশ মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন, কারণ মহম্মদের বংশ সম্পর্কীয় লোক ভিন্ন আর কেহ কালীফের পদ পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু স্থন্নি নামক মতাবলম্বি লোকেরা কহে, আবুবকর কালীফ হওনের উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; এবং তিনি ও ওমার ও অথমান যদ্যপি মহম্মদের বংশ সম্পর্কীয় ছিলেন না, তথাপি তাঁহাদের পুরুষ-পরম্পরাগত আদেশ সকল সম্পূর্ণ রূপে গ্রহনীয়। পারসীক লোক শিয়াদল ভুক্ত, ও পারস্য দেশের রাজা সেই দলের মস্তকস্বরূপ। কিন্তু তুরুক লোক সকল স্থন্নিদল ভুক্ত, এবং তুরুকদের বাদশাহ সেই দলের মস্তকস্বরূপ। ধর্ম্মবিষয়ক ভিন্নবাক্যতা প্রযুক্ত তুরুকদের ও পারসীক লোকদের মধ্যে পূর্ব্বাপর দুর্বুদ্ধি ও জাতক্রোধ আছে, এবং বার ২ অতি ভয়ানক যুদ্ধও হইয়াছে। আলির বংশোদ্ভব লোকদিগকে সায়দ বলা যায়; তাহারা অতি বহু সংখ্যক; এবং হরিদ্বর্ণ পাগড়ি পরিতে তুরুক রাজ্যে কেবল তাঁহাদেরই অধিকার আছে।

আব্দাল্লা নামক যে সেনাপতির অভিমান জন্য পরামর্শানুসারে হোসেন ঐ সাংঘাতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মরণের পরেও ইয়েজিদের বশীভুত হইতে অস্বীকৃত হইয়া আপন বসতিনগর মক্কাতে রাজদোহ করিলেন; তাহাতে মদীনা নগর নিবাসি অনেক লোকও তাঁহার সহিত যোগ দিল; কারণ তাহারা ইয়েজিদকে বাদ্যেতে ও স্ত্রীলোকেতে ও মদ্যপানে আসক্ত বলিয়া ঘৃণা করিত। অনন্তর তাহাদের মধ্যে অনেকে মসজীদের প্রবেশ স্থানে আপন ২ পাদুকা ও পাগড়ি ত্যাগ

করিয়া কহিল, আমরা যেমন এই সকল দ্রব্য ত্যাগ করিলাম, তেমনি ইয়েজিদের কর্তৃত্বও ত্যাগ করিলাম। পরে তাহারা ইয়েজিদের পক্ষীয় সকল লোকদিগকে মদীনাহইতে তাড়াইয়া দিল। তাহাতে ইয়েজিদ দম্মেষকহইতে বারো সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিলে ৬৮৩ শালের ২৬ আগষ্ট তারিখে মদীনা নগরের সম্মুখে তুমুল যুদ্ধ হইল। মদীনীয় লোকদের মধ্যে সহস্র২ লোক হত হইল, তাহাদেরি মধ্যে কেহ২ মহম্মদের পূর্ব্বসঙ্গী ছিল। অনন্তর নগর পরাজিত হইলে জয়ি সৈন্যেরা তিন দিন পর্য্যন্ত লুট পাট প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার করিয়া তন্নিবাসি লোকদিগকে দাস করিল। অপর তাহারা চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত মক্কা নগর অবরোধ করিল, এবং প্রজ্বলিত আলকাতরাতে পরিপূর্ণ পাত্র নিক্ষেপদ্বারা তথাকার অতি প্রসিদ্ধ কিব্লা ধার্মিক মন্দির দগ্ধ করিল; কিন্তু তৎকালে অর্থাৎ ৬৮৩ শালের ১১ নোবেম্বর তারিখে ইয়েজিদের লোকান্তর হওয়াতে সেই নগর রক্ষা পাইল।

ইয়েজিদ কোরাণের প্রতি যে অনাদর করিতেন, তৎপ্রযুক্ত "নিন্দক" এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার জননী বেদুইন জাতীয়া স্ত্রী ছিল। সে দম্মেষকের সুখভোগ অপেক্ষা মরুভূমির নির্জ্জনতা অধিক ভাল বাসাতে মুয়াবীয় তাহাকে ত্যাগ পত্র দিয়াছিলেন। সেই স্ত্রী নিজ জন্মভূমি দেখিবার আকাঙ্ক্ষাতে একটী কবিতা লিখিয়াছিল, তাহার সার নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। "অতি উচ্চ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা বরং বায়ুতে আন্দোলিত তাম্বু আমার প্রিয়; এবং পোষা বিড়াল অপেক্ষা বরং নির্লজ্জ পথিককে তাড়নাকারি কুকুরেতে আমার সন্তোষ

হয়। এবং অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র অপেক্ষা বরং সামান্য লোমের বস্ত্র আমার চক্ষুর তৃপ্তি জন্মায়। বিবাহবাটীতে বরকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে সুশোভিত খচর অপেক্ষা বরং আমার যানের পশ্চাদ্বর্ত্তি বলবান যুব উষ্ট্র সুন্দর বোধ হয়। আমার স্বজাতীয় কোন গৃহস্থের দর্শনে মনের যত সুখ হয়, আতরেতে সুবাসিত শ্মশ্রুধারি হৃষ্ট পুষ্ট বাবুর দর্শনে তত সুখ হয় না। আর তূরীধ্বনি অপেক্ষা বৃক্ষহীন মরুভূমিতে বায়ুর শব্দরূপ বাদ্য আমার কর্ণে মিষ্ট লাগে। এবং অতি উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অপেক্ষা নিজ তাম্বুর কোণেতে বসিয়া যাহা খাইতে পারি, বরং সেই শুষ্ক রুটীখণ্ড সুস্বাদু বোধ হয়। অট্টালিকাতে আমার কিছুই সান্ত্বনা হয় না, নিজ জন্মভূমির আকাঙ্ক্ষাতে আমি ক্ষীণা হইতেছি।”

ইয়েজিদের মরণানন্তর একুশ বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় মুয়াবীয় নামক তাঁহার পুত্র কালীফ হইলেন। তিনি পাঁচ মাস কর্ত্তৃত্ব করিলে পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিরা বিষদ্বারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিয়াছিল, ও তাঁহার শিয়া মতাবলম্বি শিক্ষাগুরুকে জীবদ্দশাতে ভূমিমধ্যে পুঁতিয়া ফেলিয়াছিল, এমত জনশ্রুতি আছে।

সপ্তম অধ্যায়।

অম্মিয়াদ বংশীয় অপর কালীফদের কথা।

অপর পূর্ব্বোক্ত মেরবান নামক ব্যক্তি কালীফের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহা রক্ষা করণের নিমিত্তে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে

হইল। আরব ও ঈরাক ও সুরিয়া দেশ নিবাসি লোকেরা বিদ্রোহী হওয়াতে ষষ্টি সহস্র সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে দম্মেষক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, এবং যদিও তাহারা পরাজিত হইল, তথাপি তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত কালীফত্ব পদের আকাঙ্ক্ষি নানা ব্যক্তির অনুগামি নানা দলের লোকেরা, এবং আলির বংশের সপক্ষ ও বিপক্ষ লোকেরা পরস্পর অনবরত যুদ্ধ করিল। পরে ৬৮৫ শালে মেরবাণ আপনার আব্দলমালিক নামক পুত্ত্রকে উত্তরাধিকারী হওনের নিমিত্তে মনোনীত করিলে সেই যুবার বিমাতা আপন স্বামির শ্বাস রোধ করিয়া প্রাণ নষ্ট করিলেন।

মেরবাণের মৃত্যুর পরেও গোলযোগ নিবৃত্ত হইল না; মুসলমানেরা পূর্ব্ববৎ মুসলমানদের রক্তপাত করিল, এবং কালীফত্ব পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত যুদ্ধে নিবিষ্ট হইয়া স্বীয় ধর্ম্মমত অন্যত্র ব্যাপ্ত করিতে ক্ষান্ত হইল। আর গ্রীক লোকেরা সুরিয়া দেশ আক্রমণ করিলে কালীফ প্রতিরোধ না করিয়া কর দিতে স্বীকার করিলেন। অপর সুরিয়াদেশীয় মুসলমানেরা মক্কা নগর আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করিলে সমস্ত আরব দেশ দম্মেষকের অধীন হইল। তাৎকালিক মুসলমানেরা যদ্যপি আফ্রিকার মধ্যে কার্থাজ নগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সমুদয় দেশ বশীভূত করিল, এবং পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় মন্দির রোধ করিয়া আগস্তীনের ও সিপ্রিয়াণের প্রণীত শিক্ষার প্রচার রহিত করিল, তথাপি অন্যান্য স্থানে তাহারা আপনাদের পরাক্রম বৃদ্ধি করিতে পারিল না। বিশেষতঃ কাবুল দেশে তাহারা পরাস্ত হইল, এবং আরমানি ও ছোট আশিয়া দেশে যুদ্ধ উপস্থিত

হইল। কিন্তু কনস্তান্তীনপুরস্থ গ্রীক রাজাধিরাজ মুসলমানদের অনৈক্য আপনার সুযোগ জানিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা পুনরায় সাহস প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই দীর্ঘস্থায়ি যুদ্ধে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা আরমানি দেশ অধিক বিপদ্গ্রস্ত হইল; কেননা তথায় এত খ্রীষ্টীয় মন্দির দগ্ধ হইল যে ৭০৩ শালের "দাহ বৎসর" এই নাম হইল। উত্তর আফ্রিকার পর্ব্বতময় অঞ্চল নিবাসি বর্ব্বর নামক লোকেরা মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া বার্কা নামক স্থান পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ করিল; পরে তাহাদের যুদ্ধপরায়ণা রাজ্ঞী কোন বিশ্বাসঘাতক মুসলমান লোকদ্বারা হত হইলে আপনারা পরাজিত হইল। এবং আফ্রিকার অন্য অঞ্চলহইতে গ্রীক লোকেরা মুসলমানদিগকে দূর করিলে পরে ৬৯৭ শালে মূসা নামে এক জন মুসলমান সেনাপতি তথায় প্রেরিত হইয়া সমুদয় গ্রীক লোকদিগকে আফ্রিকাহইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাহার পশ্চিম সীমা অর্থাৎ আটলান্টিক সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশে মুসলমানদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। সেই সময়ে মুসলমানেরা সিসিলি ও সার্দ্দিনিয়া নামক দুই বৃহৎ উপদ্বীপ আক্রমণ পূর্ব্বক লুটপাট করিয়াছিল।

আব্দলমালিক যুদ্ধ ভাল বাসিতেন না; কিন্তু হারাণ ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষি গ্রীক লোকেরা ও দলে ২ বিভক্ত মুসলমান লোকেরা সন্ধি করিতে অতি অনিচ্ছুক ছিল। তিনি অনেক বার বলিতেন, "চিরস্থায়ি হইলে মনুষ্যের ঐহিক জীবন অতি বাঞ্ছনীয় হইত, কিন্তু যাহা নবীন তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আর অদ্য যাহা বর্ত্তমান কল্য তাহা ভূত হইবে।"

তিনি কবিদের বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন; ইহার উদাহরণ এই যে এক দিন কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কাব্যের পারিতোষিকরূপে এক শত উষ্ট্র ও আঠার জন ক্রীত দাসকে ও একটা রূপার পানপাত্র দিয়াছিলেন।

অপর ৭০৫ শালে আব্দলমালিকের পুত্র ওয়ালিদ কালীফ হইলেন। রাজ্যাভিষেকের পরে তাঁহার উক্ত প্রথম কথা এই, "আমরা ঈশ্বরের আছি, তাঁহার নিকটে পুনর্ব্বার গমন করিব।" মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও বিদেশিদের সহিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ তাঁহার চেষ্টার সার ছিল। তৎকালে মুসলমানদের মধ্যে স্বজাতীয়দের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্ত হওয়াতে তাহারা পুনর্ব্বার বিদেশ হরণ করিবার নিমিত্তে অবকাশ পাইল। প্রথমে তাহারা বাল্খ ও বথারা নামক দুই দেশ পরাজয় করিয়া তথাকার অসীম ধন হরণ করিল ও দেবপ্রতিমা সকল নষ্ট করিল। অপর তাহারা কাসগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, ও চীন দেশীয় রাজার নিকটে দূত পাঠাইল। অনন্তর মহম্মদ কাসিম মেকরাণ দেশ পরাজয় করিয়া তথাকার মরুভূমি দিয়া ভারতবর্ষের দিগে গমন করিলেন। পথের মধ্যে তৃষ্ণাতুর সৈন্যেরা তৃষ্ণা নিবারণার্থে শিরকাতে মগ্ন তূলা মুখে দিত। পরে সিন্ধু নদীর তীরে উপস্থিত হইলে তুমুল যুদ্ধ হইল। তৎপরে কোন ২ নগরের লোক কর দিতে স্বীকার করাতে রক্ষা পাইল; কেননা মুসলমানেরা দেবমন্দির ধ্বংস করন অপেক্ষা বরং ধন সঞ্চয় করণে চেষ্টান্বিত ছিল। মুলতান নিবাসি হিন্দু লোকেরা দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করণানন্তর শেষে জলের অভাব প্রযুক্ত আপনাদিগকে জয়িদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। তাহাতে তাহারা

অবজ্ঞার চিহ্নরূপে সেই দুঃখি সকলের গলদেশে গোমাংস খণ্ড বান্ধিয়া তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিল, এবং অপরিমিত ধন লাভ করিল। মুলতান নগর সূর্য্যদেবের সেবা প্রযুক্ত অতি প্রসিদ্ধ ছিল; মুসলমানেরা সেই সূর্য্যদেবের প্রধান প্রতিমা হরণ করিল। কিছু কাল পরে সেই বিজয়ি মহম্মদ কাসিম নামক সেনাপতি বিপক্ষ দলের দুষ্টতা বশতঃ কারাবদ্ধ হইয়া কোন যন্ত্রেতে এমত যন্ত্রিত হইলেন যে তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল।

এই সময়ে গ্রীক শাসনকর্ত্তারা কখন ২ সিংহাসন প্রাপ্তির আশাতে আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিতেন, কখন ২ বা ইতালি-দেশে যুদ্ধ করিতেন; তাহাতে মহম্মদি লোকেরা সুযোগ পাইয়া ছোট আশিয়া এবং আরমানি দেশে এবং কৌকাসস পর্ব্বত ও দরবেণ্ড পর্য্যন্ত আপনাদের পরাক্রম ব্যাপ্ত করিল, এবং কনস্তান্তীনপুর আক্রমণ করণের লক্ষণ দেখাইল। মূসা নামক তাহাদের সেনাপতি কহিতেন, গ্রীক লোকেরা দুর্গ আশ্রয় করিলে সিংহস্বরূপ, এবং অশ্ব আশ্রয় করিলে উৎক্রোশপক্ষিস্বরূপ, কিন্তু জাহাজ আশ্রয় করিলে অবলাস্বরূপ হয়।

উক্ত মূসা পূর্ব্বে আট্লাস নামক পর্ব্বত শ্রেণীর দুর্গম স্থান আশ্রিত বর্ব্বর লোকদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের তিন লক্ষ জনকে বন্দী করিয়াছিলেন, পরে খ্রীষ্টীয়ান ও যিহূদি ও দেবপূজক লোকেরা লুটের লোভে তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি টূনিস নগরে জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া সিসিলি ও সার্দ্দিনিয়া উপদ্বীপ প্রভৃতি নানা অঞ্চল লুটপাট করিতে লাগিলেন এবং তাঞ্জের নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পরে

তিনি স্থানান্তরে যাইয়া আফ্রিকার অবশিষ্ট অঞ্চল বশীভূত করণের ভার আপনার অধীন তারিক নামক সৈনাপতিকে সমর্পণ করিলেন। আফ্রিকার প্রান্তভাগে সিউটা নামক যে দৃঢ় স্থান আছে, তাহা তখন স্পেন দেশের গোথীয় রাজার অধিকার ছিল, আর কৌন্ত যুলিয়ান নামক গোথীয় দেশাধিপতি তাহা রক্ষা করণার্থে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তারিকের বিলক্ষণ প্রতিরোধ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে মিসর দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তখন স্পেন দেশেও ঘটিল; অর্থাৎ মহম্মদি লোকেরা যাহা বলেতে সাধন করিতে পারিল না, তাহা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের অনৈক্যদ্বারা তাহাদের সুসাধ্য হইল। তাৎকালিক উইতিচা নামক গোথীয় রাজা স্পেন দেশের বিশপ প্রভৃতি মান্য লোকদের প্রতি নানা প্রকার অন্যায় করাতে প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া রোদরিক নামক তাঁহার জ্ঞাতিকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। তাঁহাতে আন্দালুষিয়া প্রদেশের অধিপতি পূর্ব্বোক্ত যুলিয়ান ঐ পদচ্যুত উইতিচার পুত্রদের পক্ষ হইয়া রোদরিকের প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইহার মুল কারণ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না। যুলিয়ানের কন্যা রোদরিক কর্তৃক ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন, এমত কিম্বদন্তী আছে। সে যাহা হউক, যুলিয়ান মহম্মদি লোকদের সেনাপতিকে কুপ্রবৃত্তি দিলে তাহারা ৭০৯ শালে স্পেন দেশ আক্রমণ করিতে স্থির করিল।

আফ্রিকা দেশ বশীভূত করিলে পরে নিকটবর্ত্তি স্পেন দেশ বশীভূত করা মহম্মদি লোকদের উপযুক্ত বোধ হইল, কেননা স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতুর আকর প্রযুক্ত সেই দেশের অধিকার বাঞ্ছনীয় ছিল। অগ্রে তারিক পাঁচ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রের

খাড়ি পার হইয়া জিব্রাল্টার (অর্থাৎ তারিকের গিরি) নামে বিখ্যাত দৃঢ় স্থান হস্তগত করিয়া দেশ বশীভূত করণের উপায় স্থির করিলেন; পরে অন্য বারো সহস্র সৈন্য পার হইল। যদ্যপি স্পেন দেশীয় প্রজাদের মধ্যে অনৈক্য থাকাতে তাহাদের অনেক লোক তারিকের পক্ষ হইল, তথাপি রোদরিক ন্যূনাধিক ষষ্টি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং ক্ষেরেস নগরের নিকটে গুয়াদালেট নদীর তীরে ঘোরতর যুদ্ধের সংঘটন হইলে ক্রমাগত সপ্ত দিন পর্য্যন্ত সাহস পূর্ব্বক মহম্মদীয়দিগকে প্রতিরোধ করিলেন। অষ্টম দিন প্রাতঃকালে তারিক আপন সৈন্যদিগকে কহিলেন, “তোমরা সাহসী হও, অদ্য রাত্রিতে মহম্মদ আমাকে দর্শন দিয়া যুদ্ধ করিতে আশ্বাস দিলেন। দেখ, তোমাদের সম্মুখে শত্রু ও পশ্চাদ্দিগে সমুদ্র আছে, পলায়নের উপায় নাই; অতএব তোমরা আমার অনুগামী হও; হয় তো আমি গোথীয় রাজাকে পদতলে দলিত করিব, নয় তো প্রাণত্যাগ করিব।” সেই দিনে আর্চবিশপ অপ্পাস নামে এক জন গোথীয় সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সসৈন্যে মহম্মদীয়দের সাহায্য করাতে রোদরিকের অবশিষ্ট সৈন্য নিরাশ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল; এবং তিনিও পলায়ন কালে গুয়াদলকিবির নদী পার হওন সময়ে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। উক্ত অপ্পাস পদচ্যুত উইতিচার ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার ও যুলিয়ানের ও যিহূদি প্রজাগণের সাহায্যে মহম্মদি লোকেরা ক্রমে২ সমস্ত দেশ হস্তগত করিল। ঐ মহা যুদ্ধে জয়ী সৈন্যগণ অসীম লুট প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্তে তাহার সমাচার আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইলে পরে মহম্মদীয় সৈন্য ঝাঁকে২ স্পেন দেশে

গমন করিল। মহম্মদি লোকেরা ব্যাকুলিত স্থানীয় লোকদিগকে বশীভূত করিতে অক্লান্ত হইয়া কিছু দিন অবরোধ পূর্ব্বক, কর্দ্দোবা নামক মহানগর হস্তগত করিল; কারণ এক জন মেষরক্ষক বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করণের গুপ্ত পথ দেখাইয়াছিল। কিন্তু দুর্গস্থ সৈন্যেরা তৎপরেও উত্তমরূপে রক্ষিত কোন গীর্জা ঘরে থাকিয়া তিন মাস প্রতিরোধ করিল, শেষে জলের অভাবেই পরাজিত হইল। অপর মালাগা ও গ্রণাদা নামক দুই নগর মহম্মদীয়দের হস্তগত হইলে তাহারা তাহা রক্ষা করণের ভার যিহুদিদিগকে দিল, কেননা খ্রীষ্টীয়ান লোকদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত যিহুদিরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া উৎসাহ পূর্ব্বক মহম্মদি লোকদের সাহায্য করিত। অপর তোলেদো নামক গোথীয় রাজধানী পরাজিত হইলে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে স্বীয় ধর্ম্মমতানুসারে ঈশ্বরারাধনা করণের অনুমতি দত্ত হইল।

অনন্তর মূসা তারিকের খ্যাতিতে ঈর্ষ্যা করাতে এবং লুটের অংশী হইতে ইচ্ছুক হওয়াতে অন্য দশ সহস্র সৈন্য লইয়া শীঘ্র আফ্রিকাহইতে স্পেন দেশে পার হইলেন। যূলিয়ানের অধীন সৈন্যগণ তাঁহাকে রাত্রিকালে সিদোনিয়া নগরে প্রবেশ করিতে দিলে তিনি কোন মিথ্যা আপত্তি করিয়া তারিককে ধরিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ করিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারের সমাচার দম্মেষক নগরে উপস্থিত হইলে, কালীফের আজ্ঞাক্রমে তারিক স্বীয় পদে পুনরায় নিযুক্ত হইয়া সারাগংসা নামক দৃঢ় স্থান হস্তগত করণার্থে প্রেরিত হইলেন। মূসা পিরেণীয় নামক পর্ব্বত পার হইয়া জেরোণা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কালীফ

তাঁহার বিশ্বস্ততার বিষয়ে সন্দেহ করাতে তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল। তিনি ত্রিশ সহস্র মনুষ্যকে বন্দি করিয়াছিলেন। ৭১৪ শালে কাহিরা দিয়া গমন কালে সর্ব্বস্থানের লোকেরা তাঁহাকে দিগ্বিজয়ী বলিয়া তাঁহার প্রতি অপূর্ব্ব সমাদর প্রকাশ করিল। কিছু কাল পরে ওয়ালিদের মৃত্যু হইলে মুসা অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইলেন। নূতন কালীফ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন, ও তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিলেন, ও সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচরে তাঁহাকে কশাঘাত করাইলেন, ও এক বার সমস্ত দিন রাজবাটীর দ্বারে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখিলেন, এবং তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া মুণ্ড কারাগারে পিতার সম্মুখে পাঠাইলেন। শেষে স্পেন দেশ বিজয়ি সেই মুসা আত্যন্তিক দৈন্যদশাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অন্যান্য সেনাপতিরও সেই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিল; কেননা পাছে তাঁহারা অবাধ্য হন, এই ভয়ে কালীফেরা তাঁহাদের প্রতি মাৎসর্য্য করিতেন, তাহাতে সেনাপতির সর্ব্বনাশ করা বিপক্ষ সভাসদের কিম্বা শাসনকর্ত্তার সহজ কর্ম্ম ছিল। নানা দেশে অনুপযুক্ত শাসনকর্ত্তারা নিযুক্ত হওয়াতে রাজদ্রোহের বিষয়ে কালীফদের আশঙ্কা লুপ্ত হইল বটে, কিন্তু মুসলমানদের পরাক্রম নিস্তেজ হইল।

পূর্ব্বকালীন রাজাদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত যিহুদি প্রজাদিগের সাহায্য দ্বারা স্পেন দেশ বশীভূত করণে মুসলমান লোকদের বিলক্ষণ উপকার হইল। রোমীয় লোকেরা দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণদ্বারা কষ্টসৃষ্টে যাহা সাধন করিয়াছিল, তাহা

মুসলমান লোকেরা অল্প মাসের মধ্যে সাধন করিতে পারগ হইল। আর আশ্চর্য্য এই যে স্পেন দেশীয় প্রজাদের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তন করিতে অল্প কাল লাগিল।

ওয়ালিদের পরে তাঁহার ভ্রাতা সলিমান কালীফত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে মুসলমানদের পরাক্রম তাতারি দেশের অপরিমিত সমভূমি পর্য্যন্ত ব্যাপিল, বিশেষতঃ সামারকন্দ নগর তাহাদের হস্তগত হইল। সেই স্থানে আরবি লোকেরা কাগজ প্রস্তুত করণের ধারা শিখিল। ঐ নগর রেসমের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। রোমীয় লোকেরা চীন দেশীয় রেসম তথাহইতে সুরিয়া দেশে আনাইত। মুসলমানেরা চীন দেশীয় রাজার নিকটে রাজদূত প্রেরণ করিল; কিন্তু নিপুণ সেনাপতিদিগের প্রতি কালীফের মাৎসর্য্য প্রযুক্ত তৎকালে বিস্তারিত পূরদেশের পরাজয় হইল না। উপাদেয় ভক্ষ্যের আয়োজন ও স্ত্রীসংসর্গ সেই কালীফের প্রধান কর্ম্ম ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী যদ্যপি রাজ্য বিস্তার করিলেন না, তথাপি আপন পরাক্রম দৃঢ় করিতে চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কেবল আড়াই বৎসর রাজ্য করিলেন; পরে উত্তরাধিকারিকে পাছে নিরূপণ করেন, এই ভয়ে তাঁহার কোন ২ জ্ঞাতি তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করিল।

অপর ৭১৮ শালে স্পেন দেশীয় মুসলমান লোকেরা পিরেনীয় পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া ফ্রান্স দেশের দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিয়া তন্নিবাসি লোকদের অনৈক্য প্রযুক্ত অনায়াসে আপনাদের বশীভূত করিল।

৭২৪ শালে ইয়েজিদ নামক কালীফ প্রাণত্যাগ করিলেন

তিনি সুখভোগে নিতান্ত রত ছিলেন, আর কোন সুন্দরী দাসীর বিচ্ছেদ জন্য শোক তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল।

প্রায় সেই সময়ে মুসলমানেরা কনস্তান্তীনপুর নগর আক্রমণ করিল, কিন্তু খাদ্য ও পেয় দ্রব্যের অভাব প্রযুক্ত এবং গ্রীক লোকদের প্রতিরোধ প্রযুক্ত, বিশেষতঃ তাহাদের ব্যবহৃত গ্রীক অগ্নি নামে বস্তুর বিনাশক গুণ প্রযুক্ত এক বৎসরের মধ্যে এক লক্ষ লোককে হারাইলে তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল। ঐ গ্রীক অগ্নি আলকাতরা ও গন্ধক ও মেটিয়া তৈলদ্বারা প্রস্তুত হইত, এমত জনশ্রুতি আছে, কিন্তু তাহা প্রস্তুত করণের বিশেষ ধারা এক্ষণে আর জানা যায় না। তাহার উপরে জল ঢালিলে সে নির্ব্বাণ না হইয়া আরও প্রজ্বলিত হইত।

অনেক বৎসরাবধি গ্রীক ও পারসীক লোকদের সহিত সম্বন্ধ হওয়াতে ওয়ালিদের অধিকার সময়ে মুসলমান লোকেরা বিদ্যার ও ধনজন্য সুখভোগের আস্বাদ পাইয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান হইতে লাগিল। ওয়ালিদ সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ভাল বাসিতেন, এবং নানা স্থানে চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, এবং বাণিজ্যবর্দ্ধক খাল খনন করাইতেন। দামাস্কস নগরে তিনি যে মসজীদ নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহাতে প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় হইল। সেই পরাক্রমশালি চক্রবর্ত্তী আপনি বাজারে যাইয়া বিক্রেয় খাদ্যাদি দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আপনী রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে কেবল আরবি ভাষার ব্যবহার প্রচলিত করিলেন, কিন্তু তৎপরেও প্রজারা আপনাদের মধ্যে পূর্ব্ববৎ স্বদেশীয় গ্রীক প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করিত।

তৎকালের কালীফেরা যদি নিপুণ সেনাপতিদিগের, বিশেষতঃ মুসার প্রতি মাৎসর্য্য না করিয়া তাঁহাদিগকে আপন ২ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দিতেন, তবে মুসলমানদের রাজ্য ইউরপ মহাদ্বীপের মধ্যে কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইত, তাহা বলা যায় না। যে সময়ে তাহাদিগের প্রতিরোধ করা ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি দেশীয় রাজাদের সাধ্য ছিল না, সেই সময়ে তাহারা ক্ষান্ত থাকিল। পরে ৭৩২ শালে যখন আর বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন ফ্রান্স দেশীয় রাজার চারলস মার্ত্তেল নামে গৃহাধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী স্বীয় নামানুসারে মুদ্গরস্বরূপ হইয়া তূর নগরের নিকটে সপ্তাহব্যাপি যুদ্ধেতে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ইউরপ মহাদ্বীপের অধিকাংশ মহম্মদীয়দের দৌরাত্ম্যহইতে রক্ষা করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আবাসীয় কালীফদের কথা।

৭৫০ শালে মহম্মদ সম্পর্কীয় বংশোদ্ভব লোকেরা আপনাদিগকে কালীকত্বপদের অধিকারী বলিয়া সেই অধিকারের অপহারক অম্মিয়াদ বংশকে উচ্ছিন্ন করা আপনাদিগের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্ম জানিয়া অনির্ব্বচনীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্রূরতা পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইল। অম্মিয়াদ বংশের মধ্যে কেবল আব্দেরহমান নামে এক জন যুবা সাঁতার দিয়া ফরাৎ নদী পার হইয়া আফ্রিকা মহাদ্বীপের

আটলাস পর্ব্বত নিবাসি বর্ব্বর লোকদের কাছে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। যে দুরাত্মারা অম্মিয়াদ বংশ নষ্ট করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাফা অর্থাৎ রক্তপাতী এই উপাধি বিশিষ্ট আবূল আবাস নামে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি শেষে কালীফত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সেই সময়াবধি মহম্মদীয় রাজ্যের একত্ব নষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে পরস্পর বার বার ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অনেকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক বংশকে রাজত্ব দিতে অসম্মত হইয়া এক কালীফের মৃত্যুর পরে অন্য কালীফকে মনোনীত করণের নিয়ম স্থাপন করিতে চাহিল। আলির বংশোদ্ভব লোকেরা আপনাদিগকে মহম্মদের আরও নিকটবর্ত্তি কুটুম্ব জানিয়া ঐ আবূল আবাসের বংশকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। আর পূর্ব্বোক্ত আব্দেরহমান স্পেন দেশে স্বতন্ত্র কালীফত্ব স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে অশেষ অনৈক্য হইলেও আবূল আবাসের পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় থাকিল। তাঁহার বংশোদ্ভব আবাসীয় কালীফেরা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে শেষ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব নাম মাত্র ছিল, পরে জঙ্গিস খাঁর এক পৌত্র দ্বারা লুপ্ত হইলে তাতার লোকেরা কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইল।

আবূল আবাস বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক আপনার অনেক বিপক্ষকে নষ্ট করিলেন। পরে ৭৫৪ শালে তাঁহার মৃত্যু হইলে কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে, এ বিষয়ে তাঁহার বংশের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ ও মুসলমান লোকদের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হইল শেষে মৃত আবূলের অল-মানসুর নামক এক ভ্রাতা কালীফ

হইলেন। ৭৬৩ শালে তিনি অম্মিয়াদ বংশের উৎপত্তিস্থান দামাস্কস নগরে আর বাস করিতে না চাহিয়া তিগ্রিস নদীর তীরস্থ বাগদাদ আপনার রাজধানী করিলেন। সেই স্থান পূর্ব্বে ফকীরের আশ্রম ছিল; কিন্তু অতি অল্প কালের মধ্যে নয় দশ লক্ষ মনুষ্য তথায় বসতি করিল, এবং তথাকার বুদ্ধিমান লোকেরা অনেক ২ গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদ করাতে অঙ্কবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা ও সুশ্রুত প্রভৃতি নানা প্রকার বিদ্যা অতিশয় প্রচলিত হইতে লাগিল। অন্য বিদ্বান লোকেরা কোরাণের টীকা করিবার নিমিত্তে ব্যবহারবিদ্যা ও নানা দেশের পুরাবৃত্ত ও আরবি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পারসীক লোকেরা যুদ্ধে পরাজিত হইলেও বিদ্যাতে জয়ী হইল। অল-মানসূর অতি কৃপণ লোক ছিলেন, এই জন্যে প্রজারা তাঁহাকে পয়সার বাপ এই উপাধি দিল। মরণকালে তাঁহার রাজকোষ মধ্যে নব্বই কোটি দীনার নামক স্বর্ণমুদ্রা ও ছয় কোটি রৌপ্যমুদ্রা ছিল, এমত জনশ্রুতি আছে, কিন্তু ইহার সত্য মিথ্যা জানা যায় না। সে যাহা হউক, তাঁহার উত্তরাধিকারী ঐ সমস্ত ধন শীঘ্র ব্যয় করিলেন। অল-মানসূর গ্রীক ও হিন্দু বৈদ্যদের অপ্রতিকার্য্য রোগেতে রোগগ্রস্ত হইয়া ৭৭৫ শালে মক্কাতে তীর্থযাত্রা করণ সময়ে পথের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই একটা বচন প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যথা, নিষ্কলঙ্ক বিচারকর্ত্তা ও উদ্যোগি কোটাল ও সরলমনা কোষাধ্যক্ষ ও বিশ্বস্ত গইন্দা, এই চারি স্তম্ভোপরি আমার সিংহাসন স্থাপিত আছে।

পরে মহদি নামক তাঁহার যে পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি বস্ত্র অলঙ্কারাদি বিষয়ে পূর্ব্বকালীন আরবি লোকদের

বৈরাগ্য পুনর্ব্বার প্রচলিত করিতে পিতার ন্যায় যত্নবান না হইয়া বরং কবিতা ও গীত বাদ্য প্রচলিত করিলেন, এবং শারীরিক সুখের উপযোগি বাণিজ্যের বৃদ্ধি করিলেন। এক বার মক্কাতে তীর্থযাত্রা করণে তিনি তিন কোটি টাকা ব্যয় করিলেন, এবং আপনার খাদ্য ও পেয় দ্রব্য স্নিগ্ধ করিবার নিমিত্তে কতকগুলি উষ্ট্রে বরফ বোঝাই করিয়া সঙ্গে লইলেন। কিন্তু যুদ্ধেতে তিনি নিপুণ ছিলেন; বিশেষতঃ গ্রীক লোকদের সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ছোট আশিয়া নামক প্রদেশ লুটপাট করিয়া গ্রীকদিগকে করাধীন করিলেন। পরে খোরাসান দেশের মুকন্ন নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ করিলেন। সেই প্রবঞ্চক বলিতেন, আমার দেহে খ্রীষ্টের ও মহম্মদের জীবাত্মা আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা স্বর্ণতার নির্ম্মিত বস্ত্রে ঘোমটা দিয়া মুখ আচ্ছাদন করিতেন। ইহার কারণ কি, তাহা বলা যায় না; কি জানি তাঁহার মুখের আকৃতি অতি কদর্য্য ছিল, কিম্বা তিনি নিগূঢ়তার সেবা দ্বারা লোকদের নিকটে সম্মান পাইবার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি রসায়ন বিদ্যা কিঞ্চিৎ জানিতেন, তাহাতে অজ্ঞান লোকদের সাক্ষাতে নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রিয়া করাতে তাহারা তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ জানিয়া সমাদর করিত। চারি বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করণানন্তর কোন দুর্গে অবরুদ্ধ হইলে তিনি বিষ খাইয়া আত্মঘাতক হইলেন, পরে তাঁহার দলস্থ লোকেরা সেই দুর্গ ভস্মসাৎ করিল। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানি সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল, কিন্তু সে সকলও পরাজিত হইল।

অপর ৭৮৫ শালে মহদি দৈবক্রমে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ

করিলে হাদি নামক তাঁহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনিও কবিতা ও গীত বাদ্য ও সুখভোগে রত ছিলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে মদীনা নগরস্থ কএক জন মুসলমান দ্রাক্ষারস পান করিয়া কারাবদ্ধ হওয়াতে সেই নগরে ভয়ানক উপপ্লব হইল। পরে হাদি আপনার কোন জ্ঞাতি কর্ত্তৃক বিষদ্বারা হত হইলেন।

অনন্তর হারুণ-অল্-রাশীদ নামে মহদির অন্য পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই ব্যক্তি যদ্যপি নয় বার মক্কাস্থে তীর্থযাত্রা করেন, তথাপি গোপনে দ্রাক্ষারস পান করিতেন। তিনি অবশিষ্ট অম্মিয়াদ দলস্থ লোকদের সহিত অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন, কারণ তাহারা তখনও সবল ছিল ও বার ২ উপপ্লব করিত। গ্রীক লোকদের রাজাধিরাজ কালীফের করাধীন থাকিতে অসম্মত হইয়া তাঁহারা প্রতি এক বোঝা তরবালের সহিত অভিমানসূচক পত্র পাঠাইলে হারুণ তাঁহাকে এই প্রকার উত্তর লিখিলেন, "পরম দয়ালু পরমেশ্বরের নামে সত্য বিশ্বাসাবলম্বিদিগের প্রভু যে হারুণ-অল্-রাশীদ, তিনি নিসেফরস নামক রোমীয় কুক্কুরকে ইহা জ্ঞাত করেন, অরে কাফরি জননীর বেটা, তোর পত্র আমি পাঠ করিয়াছি; তাহার উত্তর তুই দেখিবি, শুনিতে পাইবি না।" তৎপরে অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইলে গ্রীক রাজাধিরাজ ভারি কর দিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ যখন কালীফদের পরাক্রম ক্ষীণ হইল, তখন তাহারা আদায় রহিত হইল। হারুণের অধিকার কালে তাঁহার খ্রীষ্টীয় প্রজারা অপমানগ্রস্ত ছিল, বিশেষতঃ তাহাদিগকে মুসলমানদের বস্ত্রহইতে ভিন্ন অন্য প্রকার বস্ত্র পরিতে হইত। হারুণ আরবি বিদ্যার বৃদ্ধি

করিতে অতি যত্নবান ছিলেন, এবং প্রত্যেক মসজীদে এক ২ বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি অতি সামান্য প্রজাদিগের সহিত প্রণয়ভাবে আলাপ করিতেন। আর তিনি অতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন, এবং জর্ম্মাণি ও চীন দেশে রাজদূত প্রেরণ করিলেন। পরে ৮০৯ শালে খোরাসান দেশে যুদ্ধযাত্রা করণ সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হারূণ মরণ কালে রাজত্বের অধিকার বিষয়ক যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রেরা তাহা না মানিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আর শেষে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জয়ী হইলেন, তিনি অল্প কাল পরে কোন বিশ্বাসঘাতকদ্বারা হত হইলেন।

অল-মামুন নামক তাঁহার উত্তরাধিকারী নানা সদ্গুণ বিশেষতঃ বিদ্যার সাহায্য করণ প্রযুক্ত অতি প্রশংসনীয় হইলেন। কিন্তু আলির বংশের দলস্থেরা রাজবিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে অনেক ক্লেশ দিল, এবং পারস্য দেশে উৎপন্ন যে নাস্তিকেরা প্রার্থনা ও উপবাস ও তীর্থযাত্রা অগ্রাহ্য করিয়া কোরাণকে দৃষ্টান্ত মাত্র জ্ঞান করিত, তাহারাও তাঁহার বিপক্ষ ছিল। তাৎকালিক মুসলমান লোকদিগের মধ্যে বিশেষ ২ রঙ্গের পাগড়ি বিশেষ২ দলের লক্ষণ ছিল। আবাসীয় দলের কৃষ্ণবর্ণ ও আলি বংশীয় দলের হরিদ্বর্ণ ও অন্যান্য রাজদ্রোহি দলের শ্বেতবর্ণ পাগড়ি ছিল। মিসর দেশে বিদ্রোহি মুসলমানেরা কএক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, তথাপি কালীফের সৈন্যেরা ছোট আশিয়া নামক প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কনষ্টান্টীনপুরের সম্মুখবর্ত্তি সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। সেই সময়েও খ্রীষ্টিয়ান লোকদের অনৈক্য মুসলমানদের বিলক্ষণ

উপকারী হইল। ন্যূনাধিক ৮০০ শালে আফ্রিকা ও স্পেন দেশীয় মুসলমানেরা সিসিলি উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তথাকার গ্রীক শাসনকর্ত্তার বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা উপকৃত হইয়া তাহা আপনাদের বশীভূত করিল। সেই উপদ্বীপের অধিকাংশ আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের অধীন থাকাতে তথায় গ্রীক ভাষার ব্যবহার এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও দেশাচার প্রায় লুপ্ত হইল। ন্যূনাধিক ৮৪৯ শালে মুসলমানেরা নৌকাযোগে রোম নগরে গিয়া তাহা অবরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু নিকটবর্ত্তি দেশ লুটপাট করিলেও কৃতকার্য্য হইল না, কেননা হঠাৎ ঝড় উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের অনেক নৌকা ভগ্ন হইলে নগরনিবাসিরা তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করিল। তাহাতে তাহাদের মধ্যে অনেকে বন্দী হইয়া যে নগর লুটপাট করিতে আসিয়াছিল, তাহা আরো দৃঢ় করণার্থে পরিখা খনন ও প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে বাধিত হইল।

সেই সময়ে কোরাণ বিষয়ক ভিন্নবাক্যতা উৎপন্ন হইল। তাহার অনেক বচন অস্পষ্ট কিম্বা আরব দেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশে অসঙ্গত বোধ হওয়াতে মহম্মদের শিক্ষা বিষয়ক পুরুষপরম্পরাগত বাক্য সকল মান্য হইতে লাগিল। এই প্রকারে কোরাণের মধ্যে যাহার উল্লেখ হয় নাই, এমন অনেক বিষয়ে নানা নিয়ম ধর্ম্মবিধিরূপে প্রচলিত হইল। কিন্তু আলির বংশীয় দলস্থেরা সেই সকল বিষয়ে অন্যান্য বংশীয় কালীফদের প্রণীত আদেশ গ্রাহ্য করিল না। আর এক দলের লোকেরা মানবেচ্ছার স্বতন্ত্রতা শিরোধার্য্য করিয়া কোরাণ যে ঈশ্বরদত্ত ইহা অস্বীকার করিয়া কিম্বা তাহাকে দৃষ্টান্তমাত্র জ্ঞান করিয়া

তাহার নিগূঢ় ভাবার্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহার এক কারণ পারসীক ও গ্রীক দর্শনবিদ্যার অধ্যয়ন। আর আলি বংশীয়দের মধ্যে কেহ ২ এই নূতন মতের পক্ষ হইল কেবল তাহা নয়, বরং অল-মানসুর আপনি তাহা গ্রাহ্য করিয়া, যে কেহ কোরাণকে সনাতন বলিত, তাহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করাইত। তিনি দ্রাক্ষারস পান করিতে ভয় করিতেন না। এবং পুরাতন দলের মুসলমানদিগকে অপ্রতিভ করণার্থে গ্রীক দর্শনবিদ্যার অধ্যয়নে যুব লোকদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতেন। তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টীয়ান কিম্বা যিহুদি লোক ছিল, ইহারা এই বিষয়ে তাঁহার সহকারী হইল। তিনি কোন ২ গ্রীক চিকিৎসকের গ্রন্থ অনুবাদন করাইতেন, এবং আরবি পুরাবৃত্তের রচনাকারিদিগকেও আশ্বাস দিতেন, কিন্তু কোন বিষয়ে আলির নিন্দা করিলে তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতেন। তিনি মানবেচ্ছার স্বতন্ত্রতা ও বিচারাধিকারিতা শিরোধার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু যাহারা তাঁহার বিচার ভিন্ন অন্য প্রকার বিচার গ্রাহ্য করিত, তাহাদিগের প্রতি বড় দৌরাত্ম্য করিতেন। অথমান কালীফের ন্যায় এই মামুনও সমুদয় কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে বূখারি নামে এক জন নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া মহম্মদ বিষয়ক পুরুষপরম্পরাগত ছয় লক্ষ বাক্য সংগ্রহ করিলেন। অল-মামুনের রাজসভা অতি প্রতাপান্বিত ছিল; তাঁহার অশ্বশালাতে দেড় লক্ষ অশ্ব ছিল, এবং অর্দ্ধ লক্ষ সেবক তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। ৮৩৩ শালে তিনি দামাস্কসের নিকটবর্ত্তি নদীতে স্নান করিয়াই অনেক খর্জ্জুর ফল খাইলেন, তাহাতে তাঁহার জ্বর হইলে অল্প দিনের মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হইল।

পরে মুত্তাসিন নামক তাঁহার যে ভ্রাতা রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনিও সেই মতাবলম্বী ছিলেন, বিশেষতঃ এক দিন কোন ভদ্র মুসলমান লোক, কোরাণ যে সৃষ্ট বস্তু, ইহা অস্বীকার করিলে, বাগ্‌দাদ নগরে তাঁহাকে কশাঘাত করাইলেন। আরবীয় ও পারসীক সৈন্যেরা তাঁহার সেই মতে অসন্তুষ্ট এবং তাঁহার বংশের বিপক্ষ ছিলেন, এই জন্যে তিনি তাহাদের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া আপনার রক্ষার্থে মামলুক নাম বিশিষ্ট সত্তরি সহস্র তুরুক দাস রাখিলেন। তৎকালে আর লুটের আশা না থাকাতে বেদুইন আরবি লোকেরা যুদ্ধার্থে আর উদ্যোগী ছিল না, কিন্তু কেহ২ আপন বালুকাময় জন্মদেশে প্রত্যাগমন করিল, ও কেহ ২ বাগ্‌দাদ নগর ও স্পেন দেশ প্রভৃতি নানা স্থানে বসতি করিয়া কৃষিকর্ম্ম কিম্বা বাণিজ্য করিতে লাগিল। তৎকালে বাগ্‌দাদ নগর অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল, কেননা তথায় চীন ও টিবেৎ ও কনস্তান্তীনপুর ও আরব, এই সকল দেশের বাণিজ্য দ্রব্য আসিত, এবং এই সকল স্থানে তথাকার দ্রব্য যাইত। আরব দেশে যে তীর্থযাত্রা হইত তাহা বাণিজ্যের বড় উপযোগী হইত। নুবিয়া ও আফ্রিকাহইতে ব্যবসায়িগণ সুরিয়া দেশ দিয়া অগ্রসর হইয়া বাগ্‌দাদে যাইত, কিম্বা নৌকাযোগে ফরাৎ নদীর মুহানা পর্য্যন্ত গমন করিত। আর সিন্ধু নদীর মুহানাতে স্থিত সকল নগরে চীন দেশের ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া তথা-হইতে পারসীক অখাতের তীরস্থ নানা অঞ্চলে ও বাগদাদ নগরে যাইত। যুদ্ধ অপেক্ষা বাণিজ্য যে অধিক লাভজনক, তাহা আরবি লোকেরা জানিতে পারিল।

৮৩৭ শালে কালীফের বিরুদ্ধে বার ২ বিদ্রোহ হওয়াতে গ্রীক

লোকেরা সুযোগ পাইয়া করাৎ নদীর উৎপত্তি দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক লুট পাট করিল, কিন্তু অল্প কালের মধ্যে আড়াই লক্ষ মুসলমান, বিশেষতঃ তুরুক সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিল। তাৎকালিক খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান লোকেরা যুদ্ধে পরস্পরের সহিত অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিত। এক বার ক্রীতী নামক উপদ্বীপে এক দল মহম্মদীয় সৈন্য যুদ্ধে ধৃত হইলে জয়ি গ্রীক লোকেরা কাহার ২ জীবদ্দশাতে চর্ম্ম উন্মোচন করিল, ও কাহাকে ২ উত্তপ্ত তৈলে পরিপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া দিল, আর গ্রীক রাজাধিরাজ সেই নিষ্ঠুরতার শ্লাঘা করিলেন। তাহার পরে কালীফের বিপরীতে বিস্তারিতদেশব্যাপি ষড়যন্ত্র পরিকল্পিত হইল, তদংশিদের মধ্যে এক জন আপনার বন্ধুকে কোন বিশেষ স্থানে পর দিনে না যাইবার পরামর্শ দিলে সেই বন্ধুর মনে সন্দেহ জন্মিল; তাহাতে অনুসন্ধান দ্বারা আর কএক জন কুমন্ত্রণাকারী নির্দ্ধারিত হইলে রাজপুরুষেরা তাহাদের মধ্যে এক জনকে মদ খাওয়াইয়া মত্ত করিয়া তাহার প্রলাপদ্বারা সকলি জ্ঞাত হইল। অনন্তর প্রধান মন্ত্রণাকারিদিগকে ধরিয়া শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সাজ বিনা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া কালীফের সম্মুখে আনিল। পরে তাহাদের নানা প্রকারে প্রাণদণ্ড হইল; অর্থাৎ এক জনকে যথেষ্ট আহার করণের অনুমতি দিলেও কিছু পানীয় দ্রব্য দত্ত হইল না, তাহাতে সে দুঃখির তৃষ্ণাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। আর এক জনকে জীবদ্দশাতে ভূমি মধ্যে পোঁতা গেল। পরে কালীফ আরও বহুসংখ্যক তুরুক দাস ক্রয় করিয়া সৈন্য বৃত্তি করাইলেন, তাহাতে প্রজাদের অসন্তোষ ও দুরবস্থা ও উৎসাহভঙ্গ হইল; কেবল তাহা নয়, বরঞ্চ অনতিবিলম্বে কালীফদের প্রতাপ ক্ষীণ

হইতে লাগিল, কেননা ঐ তুরুকেরা অসন্তুষ্ট হইলে কালীফকে কখন পদচ্যুত করিত, কখন বা জুতা মারিত।

৮৪২ শালে মুত্তাসিমের মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়াথিক নামে এক পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এই ব্যক্তি গ্রীক জাতীয় কোন দাসীর গর্ব্ভে জন্মিয়াছিলেন, এবং লোভেতে ও অত্যাচারে অতি নিন্দনীয় ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক অঞ্চলের প্রজারা রাজদ্রোহ করিল, বিশেষতঃ বেদুইন্ন আরবি লোকেরা মদীনা নগর হস্তগত করিয়া লুট পাট করিলে তাহাদের দমনার্থে তুরুক সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিতে হইল; এবং বাগদাদ নিবাসি প্রকৃত মুসলমান লোকেরাও তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া উপপ্লব করিল, কেননা কোরাণ অসৃষ্ট বস্তু কি না, এবং স্বর্গে পরমেশ্বর দৃশ্য হইবেন কি না, এই দুই বিষয়ে তিনি সন্দেহ করিতেন। শেষে জলোদরী হইলে তিনি অঙ্গস্থিত জল শুষ্ক করণের আশয়ে এক তুন্দুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার তাপে শ্বাসরুদ্ধ হইলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ওয়াথিকের যে ভ্রাতা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি আপনার এক জন প্রতিযোগিকে তুন্দুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করিলেন, এবং আর এক জনকে তৃষ্ণাদ্বারা বধ করাইলেন। তিনি আলি বংশের দলস্থ লোকদিগের প্রতি বড় দৌরাত্ম্য করিতেন, বিশেষতঃ হোসেনের কবরস্থানে নির্ম্মিত মন্দির ভুমিসাৎ করিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বি লোকদের প্রতি তিনি কঠিন ব্যবহার করিতেন। পীতবর্ণ বস্ত্র ব্যতিরেকে অন্য বস্ত্র পরিধান করা কিম্বা গর্দ্দভ ব্যতিরেকে অন্য বাহনে আরোহণ করা তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল; এবং যিহুদি

ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে চর্ম্মপট্টিকাদ্বারা কটি বন্ধন করিতে এবং আপন ২ গৃহদ্বারে, ভূতের কিম্বা বানরের কিম্বা শূকরের ছবি লিখিতে হইত। তিনি খ্রীষ্টীয় ভজনালয় সকল ভূমিসাৎ করিতেন, এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেবল চিকিৎসকদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। এই২ প্রকার দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত কখন ২ নিজ প্রজাদের সহিত, কখন২ বিদেশি শত্রুদের, বিশেষতঃ গ্রীক লোকদের, সহিত যুদ্ধ হইত। ঐ দুরন্ত কালীফের নিযুক্ত শাসনকর্ত্তারা প্রজাপীড়নদ্বারা যে সকল ধন সঞ্চয় করিত, তাহা রাখিতে পারিত না; কেননা তিনি ছলে বলে তাহাদের হইতে তাহা অপহরণ করিতেন। শেষে সকলে তাঁহার নিষ্ঠুরতাতে বিরক্ত হওয়াতে তাঁহার নিজ পুত্ত্র তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে তিনি বন্ধুবর্গের সহিত মদ্য পান করণ সময়ে তুরুক সৈন্যদের দ্বারা হত হইলেন। তাঁহার ঐ দুষ্ট পুত্ত্রও ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যচ্যুত হইলেন, কেননা তাঁহার এক জন জ্ঞাতি বাগ্দাদস্থ তুরুক সৈন্যগণদ্বারা নিযুক্ত হইলেন। এই ব্যক্তিরও রাজত্বে কিছু সুখ হইল না, কেননা তুরুকদের বিপক্ষ আরবি লোকেরা তাঁহার রাজত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত, এবং তাঁহার তুরুক সৈন্যেরাও অভিমান ও অসন্তোষ প্রকাশ করিত। শেষে সেই কালীফ পদচ্যুত হইলে আর এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। কিন্তু সেই সমুদায় কাল প্রধান লোকদিগকে বশে রাখিবার নিমিত্তে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল। শেষে তাঁহার সৈন্যেরা বেতনের যে বৃদ্ধি চাহিল, তাহা না পাওয়াতে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া ক্ষুধাতে নষ্ট করিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী

এক বৎসর পর্য্যন্ত আলি বংশীয় দলের ও তুরুক সৈন্যদের প্রতিরোধ করিতে ব্যস্ত হইলে পরে হত হইলেন। তাহার পরে যে ব্যক্তি রাজত্ব পাইলেন, তাঁহার অধিকার সময়ে নানা অঞ্চলের শাসনকর্ত্তারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহম্মদীয় রাজ্যের এমত দুরবস্থা দেখিয়া গ্রীক লোকেরা ফরাৎ নদীর তীরস্থ দেশ আক্রমণ করিল, তাহাতে তাহাদের সহিতও কএক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে হইল।

ঐ সময়ে আলি বংশের অনুগামি দল বড় উপদ্রব করিতে লাগিল। মেহেন্দি নামক এক জন উদ্ধারকর্ত্তা স্বর্গহইতে আসিয়া আলির বংশকে রাজত্ব দিবেন, এমত প্রত্যাশা তাহারা করিত; তাহাতে বার ২ কোন প্রবঞ্চক লোক আপনাকে সেই মেহেন্দি বলিয়া রাজদ্রোহ করিলে উভয় পক্ষের সহস্র ২ মুসলমান লোক হত হইল। এক বার আলির দলস্থ কার্ম্মাতীয় লোকেরা তীর্থযাত্রাকারিদের এক বৃহৎ কাফিলাকে মরুভূমিতে আক্রমণ করিয়া বিংশতি সহস্র লোককে বধ করিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পরে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা জলপাত্র হস্তে করিয়া তৃষ্ণাতুর সকলকে জল দিবার ছলে ক্ষতবিক্ষত শত্রুদের মধ্যে বেড়াইয়া যে কেহ জল চায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিল। অনন্তর সেই দুরন্তেরা মক্কা নগর লুটপাট করিয়া তথাহইতে ফিরিয়া বাগ্দাদের প্রাচীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল, এবং তদবধি দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য কালীফদিগকে ক্লেশ দিতে ক্ষান্ত হইল না।

তৎপশ্চাৎ রাজত্বপ্রাপ্ত কালীফদের অধিকার সময়ে প্রজারা নিরন্তর পরস্পর বিবাদ ও যুদ্ধ করিত। তৎকালের গ্রীক লোকেরা যদি বুদ্ধিমান হইত, তবে মসলমানদের পরাক্রম ক্ষীণ

করিতে পারিত; কিন্তু তাহারাও ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদে নিমগ্ন ছিল, তজ্জন্য কিছুই চেষ্টা করিল না। বাগ্দাদীয় কালীফদের পরাক্রম নাম মাত্র হইয়া উঠিল। উক্ত নগর ভিন্ন অন্য সকল স্থানে নানা দেশীয় ও নানা দলস্থ দুরাত্মা লোকেরা উপদ্রব করিত, এবং নগরের ভিতরে কালীফগন অপেক্ষা রাজমন্ত্রিগণ অধিক পরাক্রমী ছিল। আবাস বংশীয় কালীফদের শ্রেণীর প্রথম বিংশতি জনের মধ্যে নয় জন শত্রু কর্ত্তৃক বিষ কিম্বা ক্ষুধা কিম্বা খড়্গদ্বারা হত হইলেন। আর এক জন আপনার ভাতার জাতীয় রক্ষক সৈন্যগণকর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলে পরে তাহারা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া তাঁহার দুই চক্ষু নষ্ট করিল, তাহাতে তিনি চারি মাস পর্য্যন্ত সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় প্রতিদিন মসজীদের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা করিতেন। অনন্তর রাজ্যের নানা স্থানে দেবপূজা পুনর্ব্বার প্রচলিত হইতে লাগিল, এবং অনেক মুসলমান নাস্তিক হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন কবি মক্কা নগরের অতি পুণ্যবস্তুরূপে মান্য কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর খণ্ড করিল। বাগ্দাদের মধ্যে শীয়া ও সুন্নি নামক দুই দলস্থ লোকেরা পরস্পরের প্রতি নিরন্তর লুটপাটাদি দৌরাত্ম্য করিত। এবং তুরুক সৈন্যেরা স্বেচ্ছানুসারে প্রধান লোকদের অশ্বশালাতে গিয়া অশ্ব চুরি করিত। উচ্চ পদ সকলের বিক্রয় হইত, আর কখন ২ স্ত্রীলোকেরা বিচারকর্ত্তার কর্ম্ম পাইত।

১০৭১ শালে আল্প আরসলান নামে সল্জকজাতীয় তুরুক সেনাপতি গ্রীক লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের রাজাধিরাজকে ধরিলেন, এবং অপমানের চিহ্নরূপে সামান্য শত্রুদের গলদেশে লৌহ হার দিলেন। সেই ব্যক্তির পিতা অতি পরাক্রমী

হইয়া কর্ত্তৃত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কালীফেরা কেবল প্রধান ধর্ম্মরক্ষকরূপে সমাদর পাইতেন। প্রায় সেই সময়ে ইস্‌মায়েলীয় দলহইতে আসাসিন নামে এক দল উৎপন্ন হইল। ধর্ম্মের নিমিত্তে প্রাণ ব্যয় করণ পূর্ব্বক স্বর্গের অধিকারী হওনার্থে মদ্য পানদ্বারা প্রস্তুত হওয়া তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল।

১২৫৮ শালে জঙ্গিস্ খাঁর এক জন পৌত্র এক লক্ষের অধিক অশ্বারোহি সৈন্য ও এক সহস্র চীন দেশীয় শিল্পকর প্রভৃতি অসংখ্য লোকের সহিত আসিয়া বাগদাদ নগর হস্তগত করিয়া তথাকার আট লক্ষ মনুষ্যকে বধ করিয়া সলজকীয় রাজ্য ও কালীফত্বপদ লোপ করিলেন। তাৎকালিক মস্তাসেন নামক কালীফ ধৃত হইয়া চারি দিবারাত্র অনাহারে থাকিলে পরে নির্দ্দয় শত্রুরা পরিহাসার্থে তাঁহাকে এক থলি স্বর্ণ মণি মুক্তাদি আনিয়া আহার করিতে বলিল। পরে তাঁহাকে এক থলিয়ার ভিতরে পুরিয়া তাহার মুখ সেলাই করিয়া নগরের তাবৎ পথে টানিয়া লইয়া বেড়াইল। অনন্তর তাঁহার সকল অস্থি ভগ্ন ও গ্রন্থি বিকল হইলে প্রাণ বিয়োগ হইল।

৭৫৫ শালে অম্মিয়াদ বংশীয় আব্দরহমান স্পেন দেশের যে কালীফত্ব অর্থাৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর পর্য্যন্ত অতি প্রতাপান্বিত থাকিল, আর তাহার কর্দোবা নামক রাজধানী বাগদাদের তুল্য মহানগর ছিল। বরং বাগদাদ অপেক্ষা সেই স্থানে আরবি বিদ্যা আরও সতেজ এবং ইউরপস্থ খ্রীষ্টীয় লোকদের জ্ঞানবর্দ্ধক হইল। স্পেন দেশের কোন ২ পর্ব্বতময় অঞ্চলে যে গোথীয় লোকেরা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ২০ ক্ষুদ্র ২ রাজ্য স্থাপন

করিয়া মুসলমানদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল, এবং মুসলমানদের মধ্যে বার২ অনৈক্য জন্মিল, তাহাতে কালীফের রাজ্য ক্ষীণ হইয়া ১০৩১ শালে বিভক্ত হইলে তাহাহইতে কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য উৎপন্ন হইল।॰ পরে আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম কোণে স্থিত মরক্ক দেশের অল-মরাবীদ বংশীয় মুসলমান রাজারা ১০৯১ শালে সেই সকল রাজ্য হস্তগত করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসন করিল, এবং পশ্চাৎ তাহাদের জয়কারী অল-মহাদ নামক বংশীয় নূতন রাজারা এক শত বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু স্পেন দেশের খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা নিরন্তর যুদ্ধ করণদ্বারা তাহাদের পরাক্রম ক্ষীণ করিল। ১২৬৯ শালের পরে স্পেন দেশের মধ্যে গ্রণাদা নামক রাজ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন অঞ্চলে মুসলমান লোকদের কর্ত্তৃত্ব আর থাকিল না, পরে ১৪৯২ শালে সেই রাজ্যও লুপ্ত হইল।

নবম অধ্যায়।

গজনীয় রাজ্যের কথা।

ন্যূনাধিক ৮৪০ শালে বাগদাদীয় কালীফেরা আপনাদের তুরুক দাসদিগকে রক্ষক সৈন্য করিতে এবং অন্যান্য তুরুক লোকদিগকে বেতনগ্রাহি সৈন্যরূপে রাখিতে লাগিলেন, তাহাতে সেই তুরুক সৈন্যেরা কালক্রমে অভিমানী হইয়া অতি পরাক্রমী হইল। পরে ৯৩৫ শালে রাদি নামক কালীফ তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বশীভূত করণের আশাতে তাহাদের মধ্যে এক জন সেনাপতিকে এমীর-অল-অম্রা, অর্থাৎ প্রধানদের মধ্যে প্রধান করিয়া অতি উচ্চপদান্বিত করিলেন; সেই সময়াবধি কালীফের

পরাক্রম নাম মাত্র হইল। ঐ এমীর-অল্-অম্‌রা কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কেবল ধর্ম্মবিষয়ক বিচারে কালীফের প্রাধান্য থাকিল। তৎকালে বাগ্‌দাদহইতে দূরবর্ত্তি নানা দেশে নানা প্রধান লোক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিলেন, বিশেষতঃ মহদী অবাইদল্লা আফ্রিকা দেশে পরাক্রমী হইলেন, এবং তাঁহার প্রপৌত্র মিসরদেশ হস্তগত করণ পূর্ব্বক তথাকার কাহিরা নামক নগর রাজধানী করিয়া ন্যূনাধিক ৯৭৫ শালে এক স্বতন্ত্র কালীফত্ব স্থাপন করিলেন। এই রাজবংশকে মহম্মদের কন্যার নামানুসারে ফাতিমীয় বলা যায়।

পারস দেশের পশ্চিম ভাগে বূয়িদ নামক বংশ অতি পরাক্রমী হইল। এই বংশের জন্মস্থান দিলেম নামক গ্রাম। তৎসম্পর্কীয় আলি বূয় নামে এক জন প্রধান লোক কালীফের নিযুক্ত ইয়াকূৎ নামক শাসনকর্ত্তাকে দূর করিয়া শীরাস নগরস্থ তাঁহার অট্টালিকাতে বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন তথাকার শয়নাগারে বিশ্রাম করণ সময়ে ভিত্তিহইতে এক সর্প মস্তক বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখিয়া পুনর্ব্বার লুকাইল। আলি বূয় সর্পকে বধ করণের নিমিত্তে সেই ভিত্তি ভাঙ্গিতে আজ্ঞা করিলে রাজমিস্ত্রিরা ভিত্তি ভাঙ্গিয়া একটা নিগূঢ় কুঠরীর দ্বার পাইল। সেই কুঠরীর মধ্যে ইয়াকুতের সঞ্চিত অপরিমিত ধন ছিল। আলি বূয় তাহা লইয়া বৃহৎ সৈন্যসামন্ত একত্র করিয়া বাগ্‌দাদে গিয়া কালীফকে ভয় দেখাইয়া এমীর-অল্-অম্‌রা হইলেন। তদবধি সেই উচ্চ পদ তাঁহার বংশের মধ্যে স্থির থাকিল।

পারস দেশের পূর্ব্বভাগে সামানীয় নামক এক বংশ রাজত্ব করিতে লাগিল। তাহার অধীন খোরাসান নামক প্রদেশে আল্প-

তকিন নামে এক জন তুরুক লোক রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত ছিলেন; সেই ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইয়া কাবুলের দক্ষিণে স্থিত ঘজনী নামক অতি দৃঢ় দুর্গ হস্তগত করিয়া আপনার রাজধানী করিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার রাজ্য ঘজনীয় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। আল্পতকিনের মৃত্যুর পরে সবক্তকিন নামে তাঁহার এক ক্রীত দাস রাজত্ব পাইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। মহমুদ নামক তাঁহার পুত্র ৯৯৭ শালে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া দ্বাদশ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিলেন, বিশেষতঃ থানেশ্বরে ও কাশ্মীর দেশে ও মথুরাতে অকথ্য দৌরাত্ম্য করিলেন। দেবপূজকদের প্রতি ব্যাঘ্রবৎ নিষ্ঠুর হইলেও তিনি আরবি ও পারসীক বিদ্যা বৃদ্ধি করিতেন, বিশেষতঃ যাহার নাম শাহনামেঃ সেই বিখ্যাত মহাকাব্যের রচনাকারি ফিরদৌসির সাহায্য করিতেন। তৎকালে গুজরাট প্রদেশের সোমনাথ নগরস্থ দেবমন্দির হিন্দুলোকদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান ছিল; আর ঐ মন্দিরে অপরিমিত ধন সঞ্চিত ছিল। মহমুদ সসৈন্যে তথায় গিয়া ব্রাহ্মণদের অভিশাপ তুচ্ছবোধ করিয়া যুদ্ধেতে জয়ী হইলেন। অনন্তর নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের নিকটে গমন করিলেন, পরে তথাকার প্রকাণ্ড দেবপ্রতিমার দর্শনে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আপনি তলওয়ারদ্বারা তাহার নাসিকা কাটিয়া ফেলিলেন, এবং আপনার অনুগামি লোকদিগকে তাহা চূর্ণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা রোমাঞ্চিত হইয়া দেবমূর্ত্তির রক্ষার্থে যৎপরোনাস্তি সাধ্যসাধনা করিয়া কোটি২ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। মহমুদের মন্ত্রিরাও বলিতে লাগিলেন, ইহাদের নিবেদন গ্রাহ্য করিলে

ভাল হয়, এই দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিলে হিন্দুরা রাগান্ধ হইয়া কি করে বলা যায় না। কিন্তু মহমুদ সেই পরামর্শ তুচ্ছবোধ করিয়া কহিলেন, আমি এত দূর আসিয়া যে পুত্তলিবিক্রেতা হইব, তাহা কখন হইবে না। পরে সৈন্যেরা মূর্ত্তি কাটিতে ২ দেখিল, তাহার উদর হীরকাদি মণিমুক্তাতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে তাহার রক্ষার্থে যে কোটি২ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সে তাহার প্রকৃত মূল্যের চতুর্থাংশও নয়। অনন্তর মহমুদ ঐ চূর্ণ প্রতিমার খণ্ড সকল মক্কাতে ও মদীনাতে প্রেরণ করিলে তথাকার লোকেরা পায়ে দলিবার নিমিত্তে তদ্দ্বারা মন্দিরের উঠান প্রস্তরবাঁধা করিল। মহম্মদি গ্রন্থলেখকেরা এই ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় তাহার মধ্যে অনেক কথা কেবল তাহাদের স্বকপোলকল্পিত।

১০৩০ শালে মহমুদ আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া ভৃত্যদিগকে কহিলেন, আমার সঞ্চিত ধনের দর্শনদ্বারা আমার চক্ষু আর এক বার তৃপ্ত হউক। এই আজ্ঞানুসারে দেশবিদেশহইতে তাঁহার সংগৃহীত সুন্দর বস্ত্র স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি বহুমূল্য দ্রব্য সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচরে বিরচিত হইল, কিন্তু অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা নিরীক্ষণদ্বারা মহমুদের তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার বিয়োগ চিন্তা করাতে আত্যন্তিক মনোদুঃখ হইল, তন্নিমিত্তে রাজানুচরেরা সেই সকল দ্রব্য আর বার স্ব ২ স্থানে রাখিল। তাহার পরদিনে মৃতকল্প হইলেও তিনি আপনার সৈন্যসামন্ত আর এক বার দেখিতে চাহিলেন, তাহাতে যুদ্ধে নিপুণ তের শত হস্তী এবং অর্দ্ধ লক্ষ অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য তাঁহার সম্মুখে বিরচিত হইলে ঐ

সকল সৈন্যেরা অশ্রুপাত পূর্ব্বক তাঁহাহইতে বিদায় লইল, এবং তিনিও নয়নের জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরদিনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল।

ঐ মহমুদের বংশ আর দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পরে গোরীয় মহমুদ রাজত্ব হরণ করিয়া ১২০৫ শালে কাশী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহা লুটপাট করিয়া তথাকার দেবমূর্ত্তি সকল নষ্ট করিলেন। তাঁহার মরণানন্তর কুতুর নামক তাঁহার এক জন ক্রীত দাস ভারতবর্ষে পাঠান রাজ্য স্থাপন করিয়া দিল্লী আপনার রাজধানী করিলেন। অনন্তর বঙ্গদেশও মুসলমানদের বশীভূত হইল। কিন্তু সেই দিগ্বিজয়িরা হিন্দুদিগের হইতে যে সকল ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহা রাখিতে পারিলেন না; কেননা মোগল লোকেরা বার২ আসিয়া যথাশক্তি লুটপাট করিল, বিশেষতঃ ১৩৯৯ শালে তিমুর লং নিরন্তর হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তিনি পঞ্জাব দেশ দিয়া দিল্লীর দিগে অগ্রসর হইতে ২ অগণ্য লোকদিগকে বন্দী করিলেন, পরে তাহাদিগকে প্রতিপালন করণে অসমর্থ হওয়াতে এবং মুক্ত করা ভয়ের কর্ম্ম জ্ঞান করাতে সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহাদের মধ্যে এক লক্ষ জনকে বধ করাইলেন। শত্রুরা তাঁহার আগমন নিবারণার্থে অনেক ২ হস্তির শুণ্ডে বিষাক্ত ছোরা বান্ধিয়া প্রতিরোধ করিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া আপন সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য লুটপাট প্রভৃতি দৌরাত্ম্য করিতে দিলেন।

তিমুর লং ছয় মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিলে পরে

পুনর্ব্বার প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দীর্ঘ কাল অতীত হইলে পরে তাঁহার বংশোদ্ভব বাবর নামক এক জন রাজকুমার ভারতবর্ষ আক্রমণ করণের সঙ্কল্প করিয়া তীর্থযাত্রির বেশ ধারণ পূর্ব্বক তথায় গিয়া সমস্ত দুর্গ অনুসন্ধান করিলেন, এবং স্থানে ২ নিযুক্ত সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা সকলের স্বভাব ও আচার ব্যবহার জ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিলেন। এই উপায়দ্বারা দেশের অবস্থা অবগত হইলে পরে তিনি সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পাঠানদের সাম্রাজ্য নষ্ট করিয়া দিল্লীতে মোগলদের সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। পরে আকবর নামে তাঁহার যে পৌত্র আগরা রাজধানী করিলেন, তিনি মহাত্মা ছিলেন। আর তিনি যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, কিছু দিন পর্য্যন্ত অনেকের এমন প্রত্যাশা ছিল। আকবরের প্রপৌত্র ঔরঙ্গজেবের অতি নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল। তিনি আপনার হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগকে নির্দ্দয়রূপে তাড়না করিতেন। তাঁহার অধিকার সময়ে ভারতবর্ষীয় মোগল রাজ্যে ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ প্রজা ছিল, এবং বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ বত্রিশ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মরণানন্তর রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া ক্রমে ২ নিস্তেজ হইল।

দশম অধ্যায়।

জঙ্গিস খাঁ প্রভৃতি মোগল লোকদের বৃত্তান্ত।

তাতারদের মধ্যে গণনীয় মোগল লোকেরা আধুনিক সিবীরীয়া দেশের দক্ষিণে ও চীনদেশের উত্তরে বাস করিত। তাহারা

অতি কুৎসিত আকৃতি। অশ্বমাংস তাহাদের খাদ্য ও অশ্বিনীর দুগ্ধ পেয় ছিল। তাহারা দেবপূজক, বিশেষতঃ আকাশে পক্ষিদের গতিদ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ নিশ্চয় করিত, ও সেই প্রকার শুভ লক্ষণ না পাইলে কখন যুদ্ধযাত্রা করিত না। মোগলদের মধ্যে প্রথমে জঙ্গিস খাঁ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ১১৫৪ শালে জন্মিয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার টেমুচিন এই নাম ছিল। তাঁহার পিতা বৈকল জলাশয়ের পূর্ব্বতীরস্থ অঞ্চলের রাজা ছিলেন; তাঁহার মরণকালে টেমুচিনের কেবল তের বৎসর বয়স ছিল, আর পিতার প্রজারা বিদ্রোহী হওয়াতে তাঁহাকে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিতে হইল। পরে তিনি সেনাপতি হইয়া স্বজাতীয় প্রধান লোক সকলকে বশীভূত করিয়া ১২০৬ শালে মোগল ও তাতার লোকদের জঙ্গিস খাঁ অর্থাৎ প্রধান রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। প্রথম বার অন্যান্য সেনাপতি-দিগের সহিত নিয়ম করণ সময়ে তিনি সেই নিয়মের চিহ্নরূপে কোন জলস্রোতহইতে কিঞ্চিৎ জল তুলিয়া আচমন করিলেন, ও অশ্ব বলিদান করিলেন। এবং প্রথম বার বিপক্ষদিগকে জয় করিলে পরে সত্তরি কটাহে জল তপ্ত করিয়া সত্তর জন প্রধান বিদ্রোহিকে ঐ তপ্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। রাজত্ব প্রাপ্ত হইলে পরে তিনি চীন রাজ্যের উত্তরাংশ আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন, বিশেষতঃ তথাকার রাজধানী অবরোধ করিলেন। নগর নিবাসি লোকেরা খাদ্যের অভাবে আপনাদের দশমাংশ মনুষ্য বধ করিয়া তাহাদের মাংস আহার করিল, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করিল, এবং অন্য প্রকার গোলার অভাবে কামানহইতে স্বর্ণের ও রৌপ্যের

গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনন্তর জঙ্গিস খাঁ ১২১৯ শালে মুসলমানদের অধীন খওয়ারেসমীর রাজ্য আক্রমণ করিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে তথাকার বোখারা প্রভৃতি সমস্ত দেশ প্রায় নরশূন্য করিলেন। ঐ পাঁচ বৎসরে যে উৎপাত হইয়াছিল, তাহার প্রতীকার ছয় শত বৎসরেও হয় নাই। অনন্তর ১২২৭ শালে যখন তিনি সমুদয় চীন দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ভয়ানক জঙ্গিস খাঁ লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না। তিনি পাঁচ শত পত্নী ও উপ-পত্নী রাখিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিরা চীন দেশের পূর্ব্ব সীমাবধি আধুনিক রুষীয় রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ হস্তগত করিলেন।

অনন্তর জঙ্গিস খাঁর এক পৌত্র বার২ তুমুল যুদ্ধ করিয়া চীন দেশের রাজধানী হস্তগত করণ পূর্ব্বক সেই সমুদয় দেশ বশীভূত করিলেন। তথাকার অল্পবয়স্ক রাজাধিরাজ অধীনতার চিহ্নরূপে নয় বার মস্তক অবনত করিয়া কপালদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলেন, তথাপি কারাবদ্ধ হইলেন। রাজ্যের দক্ষিণাংশ নিবাসি লোকেরা যখন স্থলে যুদ্ধ করিবার উপায় আর না দেখিল, তখন নৌকাতে আশ্রয় লইল। অনন্তর যখন সেই স্থানেও শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইল, তখন তাহাদের প্রধান সেনাপতি, ক্রীত দাসের জীবন অপেক্ষা বরং নরপতির মৃত্যু শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিয়া শিশু যুবরাজকে কোলে করিয়া সমুদ্রে লম্ফ দিলেন, এবং এক লক্ষ চীন লোক তাঁহার ন্যায় আত্মঘাতী হইল। সেই সময়ে চীন লোকেরা যুদ্ধার্থে বারুদ ও কামান ব্যবহার করিয়াছিল। ইউরপ মহাদ্বীপে তাহার এক শত বৎসর পরে তাহার ব্যবহার হইতে লাগিল।

১২২৫ শালে জঙ্গিস খাঁর হুলাকু নামক পৌত্র বাগদাদ নগর হস্তগত করিলেন। সেই সময়ে দুই লক্ষের অধিক মনুষ্য হত হইল, বিশেষতঃ আব্বাস বংশীয় শেষ কালীফ ভাকথ্য অপমান ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মোগল লোকেরা সাত দিন পর্য্যন্ত উৎপাত করণে ব্যস্ত ছিল। বাগদাদ নগরের প্রাচীর ভূমিসাৎ হইল, এবং প্রায় পাঁচ শত বৎসরাবধি সঞ্চিত আরবি গ্রন্থ সকল ভস্মসাৎ হইল। অনন্তর মোগল লোকেরা আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া সুরিয়া দেশ আপনাদের বশীভূত করিল, কিন্তু মিসর দেশ আক্রমণ করিলে তথাকার মামলুক শাসনকর্ত্তাদের বীরত্ব প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ঐ মোগল লোকেরা কি কারণে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করে নাই, তাহা জানা যায় না। তাহারা কিছু কাল পর্য্যন্ত পোলণ্ড ও হঙ্গারি দেশে জয়ী হইয়া গ্রাম ধান ভস্মসাৎ করত এবং স্ত্রী ও বালক সকলকে বধ করত যথেষ্ট উৎপাত করিল; পরে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে পূর্ব্ব দিগে প্রত্যাগমন করিল।

সেই সময়ে রুষিয়া রাজ্য কএক জন রাজার মধ্যে বিভক্ত ছিল। তাহারা ১২২৪ শালে জঙ্গিস খাঁর প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। এবং মোগল লোকেরা তৎপরেও বার২ উপস্থিত হইয়া জয়ী হওয়াতে রুষিয়া দেশ তাহাদের বশীভূত হইয়া দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত করাধীন থাকিল।

জঙ্গিস খাঁর মরণানন্তর চল্লিশ বৎসর গত হইলে মোগলদের রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত হওয়াতে ক্ষীণ হইতে লাগিল, আর তৎকালে তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান হইতে লাগিল।

ঐ চারি রাজ্যের মধ্যে জাগাতাই নামক এক রাজ্যে জঙ্গিস

খাঁর বংশ ১৩৭০ শাল পর্য্যন্ত কর্তৃত্ব করিলে পরে তিমুর লং নামক এক ব্যক্তি প্রথমে সেই রাজ্য, পরে যত দেশ জঙ্গিস খাঁর অধীন হইয়াছিল, সেই সকল দেশ হস্তগত করিলেন। যদ্যপি তিনি মুসলমান ছিলেন, এবং বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ সমাদর করিতেন, তথাপি জঙ্গিস খাঁ অপেক্ষা নির্দ্দয় ছিলেন। ১৩৯৭ শালে তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। দিল্লীতে তুমুল যুদ্ধ হইলে পরে মোগল লোকেরা সেই নগর দগ্ধ করিল, এবং তন্নিবাসি লোকদিগকে ক্রীত দাস রূপে লইয়া গেল; তাহাতে সামান্য সৈন্যদের মধ্যে কেহ ২ প্রত্যেকে চারি পাঁচ শত দাস পাইল। দিল্লীহইতে তিমুর মিরাটে গমন করিয়া তথাকার মনুষ্যদের জীবদ্দশাতে চর্ম্ম উন্মোচন করাইলেন। অনন্তর তিনি পশ্চিম দিগে গমন করিয়া রুমনামীয় তুরুকদের স্থলতান বায়াজেটের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৪০২ শালে আঙ্কুরা রণস্থলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। বায়াজেট ধৃত হইয়া লৌহ পিঞ্জরের মধ্যে কএক মাস যাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অপর ১৪০৫ শালে তিমুর দুই লক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য সঙ্গে লইয়া চীনদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু পথের মধ্যে অনুপযুক্ত সময়ে বরফদ্বারা শিতীকৃত জল পান করাতে জ্বরেতে পীড়িত হইয়া সত্তরি বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

জঙ্গিস খাঁর ন্যায় তিমুরও লেখপড়া কিছুই জানিতেন না, তথাপি কবি প্রভৃতি বিদ্বান্ লোকদের সাহায্য করিতেন। সামারকন্দ তাঁহার রাজধানী ছিল। সেই স্থানে তিনি দেশবিদেশ জয় করণের শক্তিদাতা পরমেশ্বরের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে অতি সুন্দর এক মসজীদ নির্ম্মাণ করাইয়া-

ছিলেন। তিনি আলির প্রতি সম্মানকারি দলভুক্ত, এবং কোরাণে লিখিত আজ্ঞার প্রতিপালনে অতিশয় উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার লক্ষ ২ লোকের মৃত্যুর কারণ হইল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তি পথের পার্শ্বে, তিনি দুই লক্ষ মনুষ্যের মুণ্ডদ্বারা দুই উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। এবং পারস দেশের ইস্পাহান নগরে সত্তরি সহস্র জনের, ও বাগদাদ নগরে নব্বই সহস্র জনের মুণ্ডদ্বারা স্তম্ভ প্রস্তুত করিলেন। এবং সেবসেবা নগরস্থ বিদ্রোহি লোকদিগকে পরাজয় করিলে পরে তাহাদের মধ্যে দুই সহস্র জনকে জীবদ্দশাতে ইষ্টকের ন্যায় দুর্গ নির্ম্মাণার্থে ব্যবহার করিয়া চুণ সুরকিদ্বারা গাঁথাইলেন। তাঁহার নির্দ্দয়তার অন্যান্য উদাহরণ লিখিতে গেলে ঘৃণা বোধ হয়, তন্নিমিত্তে তাহাহইতে নিবৃত্ত হইলাম।

একাদশ অধ্যায়।

সলজকীয় রাজ্যের কথা।

আশিয়া মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে আরাল নামে এক বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহার উত্তর ও পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে অতি পূর্ব্বকালে তুরুক লোকেরা আপন ২ গোমেষাদির পাল চরাইত। পরে তাহাদের মধ্যে সলজক নামে এক জন প্রধান লোক কোন দুষ্ক্রিয়া প্রযুক্ত তাতার জাতীয় খাঁর ক্রোধপাত্র হওয়াতে তাহার অধীনতা অস্বীকার পূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার সমস্ত প্রজাদের সহিত দক্ষিণে প্রস্থান করিয়া বোখারার পূর্ব্বদিগে বসতি করিলেন। ঐ সলজক ও তাঁহার প্রজারা

যদ্যপি মেষপালক ছিল, তথাপি দস্যুবৃত্তিতে অতি আসক্ত ও যুদ্ধ করণে অতি নিপুণ প্রযুক্ত বড় ভয়ানক ছিল। ঘজনীয় মহমুদ সামারকন্দের নিকটে তাহাদিগকে বাসস্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মরণানন্তর যখন তাঁহার পুত্র ভারতবর্ষে ব্যস্ত ছলেন, তখন তগ্রল বেগ নামে সলজকের পৌত্র রাজদ্রোহী হইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। তাঁ-হার দুই লক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য ছিল। ১০৩৮ শালে ভয়ানক যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে তিনি পারস্য দেশের পূর্ব্বাংশ রাজ্যের শুলতানরূপে অভিষিক্ত হইলেন। পরে বাগদাদের দিগে অগ্রসর হইয়া পথের মধ্যে স্থিত সমস্ত দেশ আপনার বশীভুত করিলেন। বাগদাদে উপস্থিত না হইতে তথাকার কালীফ তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে তগ্রল বেগ বাগদাদে আসিয়া বূইদ বংশীয় এমীর-অল-অগরাকে ধরিয়া বন্দিরূপে বিদেশে প্রেরণ করিলেন। পরে কালীফকে সম্মত করিয়া আপনি সেই উচ্চ পদ গ্রহণ করিলেন। কালীফ রাজ-দণ্ডরূপে মহম্মদের যষ্টি হস্তে করিয়া ও তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিহিত হইয়া সপ্ত হস্ত উচ্চ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ইতিমধ্যে তগ্রল সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অধোমুখে ভুমি স্পর্শ করিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত অপর এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহার নিয়োগ বিষয়ক রাজপত্র পাঠ হইলে কালীফ তাঁহাকে সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতি সপ্ত প্রধান দেশের কর্ত্তৃ-ত্বের লক্ষণরূপে সাতখান সম্ভ্রমসূচক বস্ত্র এবং ঐ সপ্ত দেশে জাত সপ্ত জন ক্রীত দাসকে সমর্পণ করিলেন। পরে সুবাসিত স্বর্ণসূত্র নির্ম্মিত একখান আবরণ বস্ত্রে তাঁহার মুখ আবৃত হইলে

আরবীয় ও পারসীক এই দুই রাজ্যের দুই রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে দত্ত হইল। অনন্তর তিনি দুই বার কালীফের হস্ত চুম্বন করিলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয়দিগের কর্ত্তৃত্ব সূচক দুই খান তলবার তাঁহার কটিদেশে বদ্ধ হইল। শেষে কালীফের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইল। ঐ তগ্রল নানা গুণ প্রযুক্ত প্রশংসনীয় ছিলেন। ১০৬৩ শালে সত্তরি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল।

তগ্রলের মরণানন্তর আল্প-আরসলান নামে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি গ্রীক লোকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আরমানি ও জর্জিয়া দেশ অপহরণ পূর্ব্বক মহা যুদ্ধে গ্রীক রাজাধিরাজকে পরাজয় করিয়া ধরিলেন। ঐ দুঃখি রাজাধিরাজ বিজেতার সম্মুখে ভুমিতে পতিত হইলে তিনি স্বজাতীয়দের রীত্যনুসারে তাঁহার ঘাড়ে পা দিলেন, পরে তাঁহাকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিলেন; এবং যাবৎ সন্ধি না হইল, তাবৎ তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, পরে সন্ধি হইলে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি উত্তরদিগে স্থিত পশুপালক জাতীয় সমুদয় লোককে আপনার বশীভূত করিতে স্থির করিলেন। তাঁহার দুই লক্ষ অশ্বারোহি সৈন্য থাকাতে তিনি প্রথমে জয়ী হইলেন; কিন্তু অল্প কালের মধ্যে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল। অর্থাৎ ১০৭২ শালে তিনি এক জন সেনাপতিকে নিষ্ঠুররূপে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলে সেই ব্যক্তি রাগান্ধ হইয়া ছুরিকা হস্তে লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইল। রক্ষকেরা তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে আল্প-আরসলান ধনুর্বিদ্যাতে অভিমানী প্রযুক্ত তাহাদিগকে বারণ করিয়া আপনি ধনুক ধরিলেন; কিন্তু

বাণ ত্যাগ করণ সময়ে তাঁহার পা পিচ্ছল স্থলে কিঞ্চিৎ সরিয়া যাওয়াতে বাণ ভ্রষ্ট হইয়া গেল। পরে তিনি সাংঘাতিক ক্ষতে আহত হইয়া সমভিব্যাহারিদের দ্বারা স্বদেশে নীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মেরব নগরে স্থিত তাঁহার কবর স্থানের স্তম্ভেতে এই লিপি খোদিত হইল, "তোমরা যত লোক আরসলানের গগনস্পর্শি মহত্ত্ব দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছ, সকলে এই মেরব নগরে আইস, তাহাতে তাহা ধূলিতে লীন দেখিবা।"

আল্প-আরসলানের মৃত্যুর পরে মালেক শাহ নামে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বিদ্যা বৃদ্ধি করণে চেষ্টান্বিত ছিলেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিতেন, বিশেষতঃ সমস্ত প্রজাদের অবস্থা জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে আপনি দ্বাদশ বার সমারোহ পূর্ব্বক আপনার প্রকাণ্ড রাজ্যের তাবৎ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিলেন, এবং স্থানে ২ চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এক ২ প্রদেশে রাজবংশ সম্পর্কীয় এক ২ প্রধান লোক রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইতেন, ইহাতেই মালেকের মৃত্যুর পরে রাজ্যের ক্ষয় ও সর্ব্বনাশ হইল; কারণ দীর্ঘকালস্থায়ি যুদ্ধের পরে রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইল। তাহার মধ্যে ছোট আশিয়া দেশে স্থিত ইকোনিয়ম নামক নগর এক রাজ্যের রাজধানী ছিল। অথমান নামক যে ব্যক্তি ঐ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ও সীমারক্ষক ছিলেন, তিনি যখন আপনার কর্ত্তাকে মোগল লোক কর্ত্তৃক হত দেখিলেন, তখন আপনি নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অথমান তুরুক লোকদের বৃত্তান্ত।

তাতার বংশোদ্ভব তুরুক লোকেরা অতি পূর্ব্বকালে কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্ব তীরাবধি চীন রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তারিত বৃহদ্দেশে বাস করিত। খ্রীষ্ট জন্মের অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাহারা চীন লোকদের সহিত বার ২ অতি ভয়ানক যুদ্ধ করিত, পরে খ্রীষ্টীয় ৭৬০ শালে ওয়ালীদ নামে কালীফ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেককে বলেতে মুসলমান করিলেন। তাহার পরে আর চারি শত বৎসর গত হইলে তাহারা খোরাসান দেশীয় শুলতানের নিকটে সৈন্যবৃত্তি স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরে ১২৩১ শালে মোগলদের দ্বারা সেই রাজ্য নষ্ট হইলে তাহারা পশ্চিমে বিশেষতঃ ইকোনিয়ম রাজ্যে গমন করিয়া বেতনগ্রাহি সৈন্য হইল। এবং তথাকার সলজকীয় রাজবংশ নষ্ট হইলে আপনারা পরাক্রমী হইতে লাগিল। তাহাদের প্রধান লোকদের মধ্যে অথমান নামক যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি ১২৮৮ শালে অর্থগ্রল নামে পিতার মরণানন্তর কর্ত্তৃত্ব পাইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের লোপ মহম্মদি ধর্ম্মের সার জ্ঞান করাতে গ্রীক রাজ্যের হিংসা করণার্থে অলিম্পস নামক পর্ব্বতের অতি দুর্গম্য ঘাট পার হইয়া নীস নগর হস্তগত করিলেন। পরে নিকটবর্ত্তি ব্রুষা নামক মহানগরও তাঁহার বশীভূত হইলে ১৩২৬ শালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অপর উর খাঁ নামক তাঁহার পুত্র অবিলম্বে মসজীদ ও মাদরসা প্রভৃতি মহম্মদীয় কর্ত্তৃত্বের লক্ষণদ্বারা

সেই ব্রুষা নগর ভূষিত করিয়া আপনার রাজধানী করিলেন। পরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ জয় করিয়া প্রত্যেক নগরের, বিশেষতঃ প্রকাশিত ভবিষ্য-দ্বাক্যে উল্লেখিত সপ্ত মণ্ডলী যে২ নগরে ছিল, সেই সপ্ত নগরের খ্রীষ্টীয় মন্দির হরণ করিয়া মহম্মদীয় মসজীদ করিলেন। তিনি এক জন গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া পূর্ব্ববৎ খ্রীষ্টীয়ানী থাকিতে দিলেন, কিন্তু আপন শ্বশুরের রাজধানী যে কন্‌স্তান্তীনপুর, তাহার বাজারে আপনার খ্রীষ্টীয় বন্দিদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করাইতেন।

১৩৬০ শালে আমুরাত নামক তাঁহার যে পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তিনি সমুদ্র পার হইয়া ইউরপ মহাদ্বীপে স্থিত আধুনিক তুরুক রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি হস্তগত করিলেন। তিনি যুদ্ধে ধৃত খ্রীষ্টীয়ান বালক সকলকে মহম্মদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন, পরে তাহাদিগকে রণবিদ্যা অভ্যাস করাইয়া সৈন্য রূপে রাখিয়া ইয়ানি ছার কিম্বা যানিসারি অর্থাৎ নূতন সৈন্য এই নাম দিলেন। ইহারা অতিশয় বীরত্ব বিশিষ্ট হইয়া তুরুক রাজ্যের পরাক্রম বাড়াইল, বিশেষতঃ স্বদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে অতিশয় উদ্যোগী ছিল; কিন্তু কালক্রমে অভিমানী হইয়া বার২ রাজদ্রোহ করিল। আমুরাত সমুদয় গ্রীক রাজ্য হস্তগত করণের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা শেষে মৃত্যুর দ্বারা বিফল হইল। তিনি ১৩৮৯ শালে রণস্থলে মৃতকল্প সৈন্য কর্ত্তৃক আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

বায়াজেত অর্থাৎ বজ্র নামক তাঁহার পুত্র সমুদয় গ্রীস দেশ

পরাজয় করিয়া হঙ্গারি দেশ আক্রমণ করিলেন। তিনি ১৩৯৬ শালে নীকোপলিস্ নগরের নিকটবর্ত্তি রণস্থলে এক লক্ষ খ্রীষ্টীয়ান সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের অধিকাংশ লোককে খড়্গদ্বারা কিম্বা দানুব নদীর তরঙ্গদ্বারা বধ করাইলেন। সেই খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে অতি অভিমানী হইয়া কহিয়াছিল, গগণমণ্ডলের নিপাত যদি সম্ভবে, তবে আমরা তাহাও বড়শাদ্বারা ধারণ করিয়া রাখিতে পারি। সেই ভয়ানক সমরের পরে হঙ্গারি দেশের রাজা পলাইয়া কনস্তান্তীনপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহকারি লোকদের মধ্যে যে শত২ ফ্রান্স দেশীয় অশ্বারোহি সৈন্য ধরা পড়িলেন, তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়াতে দুরন্ত বায়াজেতের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের শিরশ্ছেদন হইল। তৎপরে রোমীয় অর্থাৎ গ্রীক রাজ্য আর পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা পাইল, কিন্তু পূর্ব্ববৎ অপরিমিত না থাকিয়া কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ ও পোনের ক্রোশ প্রস্থ ছিল। অনন্তর বায়াজেত জর্ম্মাণি ও ইতালি দেশ আক্রমণ করণের আকার দেখাইলেন; বিশেষতঃ বার২ কহিতেন, অল্প দিনের মধ্যে আমি রোম নগরস্থ শান্ত পিতর নামক প্রধান মন্দিরের অতি পবিত্র স্থানে আমার অশ্বকে অর্দ্ধ মণ যব ভক্ষণ করাইব। কিন্তু বাত রোগে পীড়িত হওয়াতে তাঁহার এই সংকল্প বিফল হইল। কনস্তান্তীনপুরও আক্রমণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না, কারণ তাহা করিলে ইউরপীয় তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান লোক স্বীয় ধর্ম্মের একটা প্রধান বাসস্থান রক্ষা করণার্থে তাঁহার প্রতিরোধ করিবে, এমত আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তিনি গ্রীক রাজাধিরাজকে করাধীন করিলেন। পরে বায়াজেতের বিরুদ্ধে তিমুরের

যুদ্ধ করাতে কনস্তান্তীনপুর আর পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা পাইল। ১৪০২ শালে তিমুর আঙ্গুরার যুদ্ধে বায়াজেতকে পরাজয় করিলেন, পরে তিনি ধৃত হইয়া লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ হইলেন; এ তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড ছিল, কেননা তিনি যুদ্ধে ধৃত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের প্রতি কিছুই দয়া না করিয়া সকলের প্রাণদণ্ড করিতেন।

বায়াজেতের মৃত্যুর পরে তাঁহার সন্তানেরা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় মহম্মদের অধিকার সময়ে গ্রীক্ সাম্রাজ্য লুপ্ত হইল। উক্ত সুলতান ১৪৫৩ শালে চারি শত জাহাজ ও আড়াই লক্ষ তুরুক লোক সঙ্গে লইয়া কনস্তান্তীনপুর আক্রমণ করিলেন। সেই নগরের রক্ষার্থে কেবল দশ সহস্র সৈন্য চেষ্টান্বিত ছিল; আর গ্রীক রাজাধিরাজ যদ্যপি পূর্ব্বে সর্ব্বদা সুখভোগে আসক্ত ছিলেন, তথাপি রাজ্যের এই শেষ সঙ্কটে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া প্রাচীরের ভগ্ন স্থানে শত্রুদিগকে নিবারণ করত হত হইলেন। সেই সময়ে তুরুক লোকেরা যে সকল কামান ব্যবহার করিত, তাহার মধ্যে কোন ২ কামানের গোলা আট মণ পরিমিত ছিল। ১৪৫৩ শালের ২৯ মে তারিখে কনস্তান্তীনপুর তুরুক লোকদের হস্তগত হইল। সামান্য সৈন্যেরা যাবৎ আপন ২ অভিলাষানুসারে লুটপাট প্রভৃতি দৌরাত্ম্য করিতেছিল, তাবৎ সুলতান তথাকার প্রধান গীর্জা ঘরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যস্থ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া তাহা মসজীদ করিলেন। তদবধি ঐ কনস্তান্তীনপুর তুরুকদের রাজধানী আছে। তাহাদের কর্তৃক ঐ দেশের পরাজয় যদ্যপি মহাবিপদ রূপে গণনীয় বটে, তথাপি তাহাহইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে

বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ হইয়াছে; কেননা অনেক বিদ্বান গ্রীক লোক নিষ্ঠুর তুরুকদের ভয়ে পলাইয়া ইতালি প্রভৃতি বিদেশে আশ্রয় লইয়া ইউরপীয় বিদ্যার্থি লোকদের মধ্যে গ্রীক ভাষা ও বিদ্যা প্রচলিত করিলেন।

১৪৬০ শালে দ্বিতীয় মহম্মদ নামক সুলতান গ্রীক লোকদের হস্তগত মোরেয়া প্রভৃতি সমস্ত অঞ্চল আপনার বশীভুত করিলেন, কেবল ইপাইরস প্রদেশে সিকন্দরবেগ নামক এক সেনাপতি আর চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ আপন মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিলেন। অনন্তর তুরুকেরা ক্রিমিয়া নামক প্রায়োদ্বীপহইতে জেনোবীয় সৈন্যদিগকে, ও নিগ্রপন্ট প্রভৃতি কএক বড় উপদ্বীপহইতে বেনেতীয় সৈন্যদিগকে দূর করিয়া নেপলস রাজ্যের সীমান্তর্গত অত্রান্ত নামক নগর হস্তগত করিয়া পারস্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু পথের মধ্যে ঐ ভয়ানক সুলতান প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

সমুদয় তুরুক সুলতানদের মধ্যে প্রতাপান্বিত সলিমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পিতা ১৫১৪ শালে মিসপতামিয়া নামক প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, পরে মিসর দেশীয় সুলতান তাঁহার প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মিসর দেশও আক্রমণ করিয়া আপনার বশীভুত করিলেন। কথিত আছে যে সেই সময়ে কাহীরা নগর আপনাদের বশীভুত করিতে তাঁহার দেড় লক্ষ সৈন্য তিন দিবারাত্র ব্যস্ত ছিল; তাহাতে বৃষ্টির ন্যায় মুলষধারে বাণবর্ষণ হইল, ও নগরের পথে রক্তের নদী বহিয়া গেল। অপর ১৫২০ শালে পিতার লোকান্তর হইলে উক্ত সলিমান রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তিনি ১৫২৬ শালে মহাচ নামক স্থানে জয়ী

হইয়া হঙ্গারি দেশের অধিকাংশ আপনার বশীভূত করিলেন ; এবং ১৫২৯ শালে জর্ম্মানি দেশস্থ বিয়েন্না নামক রাজধানীর প্রতি আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এক মাস পর্য্যন্ত সেই মহানগর অবরোধ করিলে পরে কৃতকৃত্য না হইয়া প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তুরুকেরা মহাপরাক্রমি পঞ্চম চার্লস নামক রাজাধিরাজের ও তাঁহার সহায়গণের বিপরীতে স্থলে যুদ্ধ করিতে যেমন উদ্যত ছিল, তেমনি খৈরদ্দীন নামে নাবিক সৈন্যাধ্যক্ষ জলেতেও ঐ খ্রীষ্টীয়ান রাজগণের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে অক্লান্ত ছিলেন। পরিশেষে ১৫৬৬ শালে ঐ ভয়ঙ্কর শুলতান প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সময়াবধি তুরুকদের পরাক্রম আর বর্দ্ধিষ্ণু হয় নাই।

তুরুক শুলতানদের মধ্যে কেহ২ অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহাদের এক জন রাজ্যাভিষিক্ত হইবামাত্র আপনার উনিশ জন ভ্রাতাকে গলাটিপি দিয়া ও বারো জন বিমাতাকে জলে ডুবাইয়া বধ করাইলেন। আর কএক জন আপনাদের রক্ষক সৈন্যদ্বারা হত হইলেন। আর এক ব্যক্তি অপরিমিত মদ্য পানদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। চতুর্থ আমুরাত নামক যে ব্যক্তি ১৬২৩ শালে রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি যদ্যপি পুরুষত্ব প্রভৃতি নানা সদ্গুণে প্রশংসিত ছিলেন, তথাপি অতি নিষ্ঠুর ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে প্রবাসী এক জন বেনেতীয় সৌদাগর আপনার নিমিত্তে রাজপুরী অপেক্ষা উচ্চতর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলে আমুরাত খ্রীষ্টীয়ানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ফাঁসী দিলেন ; এবং যদ্যপি তিনি আপনি দ্রাক্ষারস পানে আসক্ত ছিলেন, তথাপি পারস্য দেশের

এক অংশ তাঁহার হস্তগত হইলে তথায় যে সকল দ্রাক্ষারস পাওয়া গেল, সে সকল নষ্ট করিলেন; এবং তথাকার যে কোন প্রজা দ্রাক্ষারস কিম্বা তামাকুর ধূম পান করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড নিরূপণ করিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের প্রতি বড় দৌরাত্ম্য করিতেন; বিশেষতঃ হয় তো মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করা, নয় তো মহম্মদীয় খড়্গের আস্বাদ লওয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া অকারণে পোলণ্ড রাজ্য আক্রমণ করিলেন, এবং আপনার খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগকে গুলি মারা তাঁহার প্রধান ক্রীড়া ছিল।

১৬৪৮ শালে চতুর্থ মহম্মদ নামক তাঁহার পৌত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। সেই সুলতানের অধিকার সময়ে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ হইত, বিশেষতঃ ১৬৬৯ শালে চব্বিশ বৎসর ব্যাপি যুদ্ধের শেষে তুরুকেরা বেনেতীয়দের হইতে ক্রীতী বা কান্দিয়া নামক এক বৃহৎ উপদ্বীপ অপহরণ করিল। তাহারা আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত তথাকার কান্দিয়া নামক প্রধান নগর অবরোধ করণ সময়ে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোককে হারাইয়াছিল। পোলণ্ড ও হঙ্গারি প্রভৃতি নানা দেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত লেখা অনাবশ্যক। ১৬৮৩ শালে কারা মুস্তাফা নামক প্রধান মন্ত্রী মহা সৈন্যসামন্ত লইয়া দুই মাস পর্য্যন্ত বিয়েন্না নগর অবরোধ করিলেন, কিন্তু সেই নগরের উপকারার্থে উপাগত পোলণ্ডীয় রাজার দ্বারা পরাজিত হইলেন। তাহার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত মহাচ নামক স্থানে তুরুকদের সম্পূর্ণ পরাভব হইলে তাহারা হঙ্গারি দেশ আর বার হারাইল। সেই যুদ্ধের পূর্ব্বে মহম্মদ দিব্য পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, আমি রোম

নগরস্থ প্রধান পুণ্য স্থান মুসলমানদের অশ্বশালা করিব। তিনি শীঘ্র দর্পের উপযুক্ত দণ্ড পাইলেন; কেননা তাঁহার প্রজারা লজ্জাজনক পরাভবে অধৈর্য্য হইয়া সেই অহঙ্কারি শুলতানকে কারাবদ্ধ করিল, পরে পাঁচ বৎসর গত হইলে রাজ্য প্রাপ্ত তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া বধ করাইলেন।

১৬৯৫ শালে দ্বিতীয় মুস্তাফা নামক তাঁহার পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অধিকার সময়ে রুষীয় লোকেরা আসফ নামক দুর্গ হস্তগত করিল; এবং হঙ্গারি দেশস্থ সেন্টা নামক স্থানে তুরুকেরা এমত ভয়ানকরূপে পরাভূত হইল যে তাহারা সন্ধি করিতে বাধিত হইল। সেই সন্ধিতে তাহাদের পরাক্রম অধিক ক্ষীণ হইল। ১৭০২ শালে মুস্তাফার ভ্রাতা আহমেদ রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যদ্যপি তিনি বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি ১৭১৬ শালে তাঁহার সৈন্যগণ সালাক্কেমন নামক স্থানে পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। সেই সময় বধি তুরুকেরা হঙ্গারিদেশ আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছে; তাহার কারণ এই যে তৎকালে রুষীয় লোকেরা অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া আপনাদের রাজ্য বৃদ্ধি করণার্থে তুরুক রাজ্যের কোন২ অঞ্চল অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল; অতএব সেই সময়াবধি রুষীয় ও তুরুক লোকদের মধ্যে পরস্পর জাতক্রোধ ও নিরন্তর প্রতিযোগিতা হইয়া আসিতেছে। আর তুরুক শুলতানদের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত এক জনও বিক্রমশালী ছিল না।

১৭৮৯ শালে সেলিম নামে যে সুলতান রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তিনি তুরুক পরাক্রমের হ্রাস নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া আপন প্রজাদের মধ্যে ইউরপীয় দেশাচার ও রণবিদ্যা প্রচলিত

করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। ইহাতে ১৮০৭ শালে তাঁহার অনেক মহম্মদীয় প্রজা, বিশেষতঃ ইয়ানিছার নামক সৈন্যদল অতিশয় বিরক্ত হওয়াতে ভয়ানক উপপ্লব উৎপন্ন হইল। সেলিম পদচ্যুত হইলে তাঁহার এক জন ভ্রাতৃপুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। এক বৎসরান্তে সেই ব্যক্তি হত হইলে দ্বিতীয় মাহমুদ নামে তাঁহার ছোট ভ্রাতা রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন; তিনি দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত রুষীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করিলে পরে যখন সন্ধিদ্বারা কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইলেন, তখন আপন পিতৃব্যের মত ইউরপীয় দেশাচার ও রণবিদ্যা প্রচলিত করিতে স্থির করিলেন, বিশেষতঃ ১৮২৬ শালে ভয়ানক হত্যা পূর্ব্বক ইয়ানিছার নামক সৈন্যদল লোপ করিলেন। কথিত আছে ঐ সৈন্যদের মধ্যে বিংশতি সহস্র জন রাজধানীতে, ও অপর বিংশতি সহস্র জন রাজ্যের অন্যান্য স্থানে হত হইল।

এই মাহমুদের অধিকার সময়ে তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান প্রজারা পুনঃ ২ রাজবিদ্রোহ করিল, বিশেষতঃ গ্রীক লোকেরা ১৮২১ শালে তুরুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া যদ্যপি বার ২ পরাস্ত হইল, তথাপি আট বৎসর পর্য্যন্ত অকথ্য ক্লেশ স্বীকার ও বিলক্ষণ সাহস প্রকাশ করিয়া শেষে এক প্রকার কৃতকার্য্য হইল, কেননা গ্রীস দেশ স্বতন্ত্র রাজ্য হইল; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র অঞ্চল ভিন্ন তুরুক রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নিবাসি গ্রীক লোকেরা পূর্ব্ববৎ তুরুকদের অধীন থাকিল। সেই যুদ্ধে তুরুকেরা যে অকথ্য ক্রূরতা প্রকাশ করিল, তাহাতে ইউরূপের সর্ব্বসাধারণ লোক বিরক্ত হওয়াতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ও রুষীয় দেশের রাজারা তুরুকদিগকে কিঞ্চিৎ ভয় দেখাইবার নিমিত্তে আপনাদের কতিপয় নাবিক সৈন্য

প্রেরণ করিলেন, আর তুরুকদের সেনাপতি তখনও গর্ব্বে স্ফীত হইয়া সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিলে তাঁহারা ১৮২৭ শালে নাবারীণের যুদ্ধে তুরুকদের নাবিক সৈন্য একেবারে নষ্ট করিলেন।

অনন্তর শুলতান রুষীয়দিগকে সেই বিপদের মূলকারণ জ্ঞান করাতে তাহাদের প্রতি রাগান্ধ হইলেন। আর ইয়ানিছারদের হত্যা ও নাবিক সৈন্যের বিনাশ হওয়াতে তুরুক রাজ্য অবশ্য ক্ষীণ হইয়া থাকিবেক, ইহা ভাবিয়া রুষীয় লোকেরা তাঁহার নিন্দার প্রতিফল দেওনার্থে যুদ্ধ করিতে একেবারে উদ্যত হইল। দুই বৎসর ব্যাপি সেই যুদ্ধে যদ্যপি রুষীয়েরা শেষে জয়ী হইল, তথাপি তুরুকেরা অসম্ভব বীরত্ব প্রকাশ করাতে রাজ্যের বড় হানি হইল না।

তৎকালে তুরুকদের অধীন মিসর দেশে মহম্মদ আলি নামক যে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তিনি আপন সৈন্যদিগের মধ্যে ইউরপীয় রণবিদ্যা প্রচলিত করিয়া আরব লোকদিগের পরাজয়দ্বারা অতি বিখ্যাত হইলেন, পরে গ্রীক লোকদিগকে দমন করণে আপন কর্ত্তা শুলতানের বিলক্ষণ উপকার করিলেন। সেই উপকার সম্বন্ধীয় অর্থব্যয় বিষয়ে তাঁহার ও শুলতানের মধ্যে বিবাদ উৎপন্ন হইলে মহম্মদ আলি ভাবিতে লাগিলেন, বোধ হয় তুরুক রাজ্যের প্রধান স্তম্ভরূপে আমি অবশিষ্ট হইয়াছি; আমি যদি শুলতানের অধীনতা ত্যাগ করি, তবে তিনি একেবারে পরাক্রমহীন হইবেন। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বাধীন হইতে চেষ্টান্বিত হইলেন, এবং যদি রুষীয় লোকেরা তাঁহার পরাক্রমবৃদ্ধিতে ভয় করিয়া ১৮৩২ শালে শুলতানের সাহায্য না করিতেন, তবে বোধ হয়, ঐ মিসরদেশীয় শাসনকর্ত্তা কৃতকার্য্য

হইয়া তুরুক রাজ্যের অধিকারী হইতেন। পরে ১৮৪০ শালে ইংরাজ প্রভৃতি ইউরপীয় রাজারা তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলে তিনি স্থরিয়া দেশের কর্ত্তৃত্ব হরণ করিলেন, কিন্তু মিসর দেশে তাঁহার বংশ অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছে।

১৮২৬ শালে ইয়ানিছার সৈন্যদের বিনাশদ্বারা পুরাতন মহম্মদীয় দেশাচারে আসক্ত দল ভগ্ন হইলে পরে মাহমূদ শুলতান ইউরপীয় দেশাচার ও রণবিদ্যা প্রচলিত করণের আর কোন বাধা না দেখিয়া সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে অনবরত যত্ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে যদ্যপি তুরুক লোকেরা মদ্য পান প্রভৃতি কোন ২ দোষে রত হইতেছে, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে অনেক স্থফল হইয়াছে, বিশেষতঃ তুরুকেরাও মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের ও সংবাদপত্রের ব্যবহারদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য হইয়াছে, এবং তাহাদের খ্রীষ্টীয়ান প্রজাদের বিলক্ষণ ভারলাঘব হইয়াছে।

১৮৩৯ শালে ঐ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মাহমূদ শুলতানের প্রাণত্যাগ হইলে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক আবদুল-মজীদ নামে তাঁহার পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। সেই ব্যক্তি অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন, এবং পিতার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে চেষ্টান্বিত আছেন।

১৮৫৪ শালে রুষীয় লোকেরা আর বার তুরুকদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহাদের অধীন কোন ২ দেশ অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ লোকেরা তুরুকদের সাহায্য করিয়া রুষীয় লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধের মধ্যে সিবাস্তপল নামক দুর্গের অবরোধ প্রধান ঘটনা ছিল। অপর সেই দুর্গ পরাজিত হইলে ১৮৫৬ শালে সন্ধি

হইল। কথিত আছে দুই বৎসর ব্যাপি সেই যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যু ও দেড় শত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল; তাহার মধ্যে রুষীয় লোকদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সন্ধিদ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত তুরুকদের রাজ্য আর কত দিন স্থির থাকিবে তাহা বলা যায় না। তুরুক সুলতান আপনার ইউরপীয় সহায়গণের অনুরোধে নিজ খ্রীষ্টীয় প্রজাদের প্রতি নানা বিষয়ে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; আর যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহে, সে নির্ভয়ে তদবলম্বী হইতে পারে, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে সুলতানের এমত সৌজন্য প্রকাশ পাইলেও তাঁহার তুরুক ও খ্রীষ্টীয় প্রজাদের জাতক্রোধ ঘুচে নাই। খ্রীষ্টীয়ান প্রজারা তুরুকদের নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া তাহাদের কর্ত্তৃত্বহইতে উদ্ধার পাইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। সামান্য তুরুকেরা অদ্যাপি অতি অভিমানী, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় প্রজাদিগকে তুচ্ছ বোধ করে, এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের প্রতি অনুগ্রহ করা মুসলমানের অকর্ত্তব্য জ্ঞান করে। সে যাহা হউক, তুরুক দেশেও বিদ্যা ক্রমে২ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতেছে, আর নামধারী খ্রীষ্টীয়ান লোকদের, বিশেষতঃ আরমাণি লোকদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, আর রাজ্য শাসনের ধারা অনেক বিষয়ে সংশোধিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহম্মদি ধর্ম্মে দলভেদ।

মহম্মদি লোকদের ধর্ম্ম ও পরাক্রম অতি শীঘ্র অনেক ২ দেশে ব্যাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও রাজ্য বিষয়ক ঐক্যের রক্ষা পাওয়া দূরে থাকুক, বরং ভিন্নবাক্যতা ও পরস্পর যুদ্ধ ও জাতক্রোধ উৎপন্ন হইয়া লক্ষ ২ মনুষ্যের প্রাণনাশের কারণ হইয়া উঠিল।

মহম্মদের মৃত্যুর অল্প কাল পরে কে তাঁহার কালীফ অর্থাৎ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হওনের অধিকারী, এই বিষয়ে ভারি বিবাদ উৎপন্ন হইল। এক দলস্থ লোকেরা কহিত, মহম্মদের জামাতা আলি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার নিকট সম্বন্ধীয়, অতএব কেবল তিনি ও তাঁহার বংশ ব্যতিরেকে কালীফত্বের অধিকারী আর কেহ নাই। অন্য দলস্থ লোকেরা কহিত, যে কোন ব্যক্তি সদ্গুণ প্রযুক্ত বিশ্বাসিগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হয়, সেই ব্যক্তি কালীফ হইতে পারে। এই দ্বিতীয় দলের লোকেরা স্থন্নাকে অর্থাৎ পরম্পরাগত বাক্যদ্বারা বিদিত মহম্মদের বচনসংগ্রহকে কোরানের অর্থ নিশ্চয় করণের উপায়রূপে গ্রাহ্য করিত, এই জন্যে সেই দলের স্থন্নীয় নাম হইল, কিন্তু আলির সম্পর্কীয় ঐ প্রথম দল শিয়ীয় নামে বিখ্যাত হইল। এই দুই দলের মধ্যে বিশেষতঃ স্থন্নি দলস্থ তুরুক লোকদের, ও শিয়ীয় দলস্থ পারসীক লোকদের মধ্যে পরস্পর শত ২ বৎসর ব্যাপি যুদ্ধ হইয়াছে। স্থন্নীয় ও শিয়ীয় দলের লোকেরা আর বার অনেক ২ উপদলে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকাংশ তুরুক ও তাতার লোকেরা হানিফীয় মতাবলম্বী,

অর্থাৎ কোরাণ সম্পর্কীয় পুরুষপরম্পরাগত বাক্যের অর্থ নিশ্চয় করণে আপন২ বিচার ব্যবহার করা বিহিত জ্ঞান করে। এই উপদলের আদিকর্ত্তা হানিফ কোন কারণ বশতঃ দেশাধ্যক্ষের পদ অস্বীকার করাতে কারাবদ্ধ হইয়া কারাগারে সমুদয় কোরাণ সপ্ত সহস্র বার পাঠ করিয়াছিলেন। মালিকীয় উপদল আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে প্রবল আছে। এই মতাবলম্বি লোকেরা কোরাণের শব্দকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিরূপক জ্ঞান করে। ইহার উদাহরণ, শুশুকের আরবী নামের অর্থ জলশূকর, কিন্তু শূকরের মাংস খাওয়া মহম্মদি লোকদের প্রতি নিষেধ, তন্নিমিত্তে ঐ মতাবলম্বিরা বলে, যে জলশূকর সেও শূকরের মধ্যে গণনীয়, সুতরাং তাহারও মাংস অখাদ্য। শাফেয়ি নামক ব্যক্তির স্থাপিত উপদল ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে ও তন্নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপ সমূহেতে প্রবল আছে। হানবালীয় মতাবলম্বি লোক আর বড় পাওয়া যায় না, তাহাদের আদিকর্ত্তা হানবাল পুরুষপরম্পরাদ্বারা রক্ষিত মহম্মদের দশ লক্ষ বচন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এবং কোরাণকে পরমেশ্বরের সত্ত্বমূলক বলিয়া অসৃষ্ট এবং অনাদি জ্ঞান করিতেন; তন্নিমিত্তে তাৎকালিক কালীফের আজ্ঞাতে কশাদ্বারা প্রহারিত ও কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামি লোকেরা বাদ্য যন্ত্র সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিত, এবং সত্তরি জন খ্রীষ্টীয়ান কিম্বা দেবপূজক লোকের হত্যা অপেক্ষা বরং এক জন পারসীক লোকের হত্যা পরমেশ্বরের গ্রাহ্য পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিত। উক্ত চারি উপদল সুন্নি দলের চারি স্তম্ভরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। শিয়ীয় দলের মধ্যেও দ্বাবিংশতি উপদল গণিত হইয়াছে।

অন্যান্য কয়েক দলের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক। তাহার মধ্যে অধিকাংশ দল পারস্য দেশে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি কোন দেশে উৎপন্ন হইয়াছিল। পারসীক সুফি মতাবলম্বি লোকেরা ভারতবর্ষে উৎপন্ন বৌদ্ধ মতাবলম্বিদের সদৃশ, বিশেষতঃ নির্ব্বাণকে মনুষ্যের পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করে। প্রধান পারসীক কবিদের মধ্যে অনেকে সুফি মতাবলম্বী ছিল, এই জন্যে সেই নাস্তিক মত পারস্য দেশে অদ্যাপি অতি প্রবল আছে। মতাজালীয় নামক যে দল পূর্ব্বে অতি প্রবল ছিল, তদবলম্বি লোকেরা বলিত, ঈশ্বরের গুণ সকল যে তাঁহার সত্ত্বমূলক, কিম্বা কোরাণ যে অসৃষ্ট বস্তু, কিম্বা কেবল শব্দানুসারে তাহার অর্থ করা যে উচিত, কিম্বা তাবৎ ঘটনা যে অনাদি কালাবধি পরমেশ্বরের মন্ত্রণাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, এ সকল কথা মিথ্যা, আর পরমেশ্বরকে চক্ষুদ্বারা কখন দেখা যাইবে না। কারমাথীয় যে দল ৮৯০ শালে উৎপন্ন হইয়া প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অতি প্রবল থাকিল, তদবলম্বিরা শারীরিক সুখভোগের ও ধর্ম্মবিষয়ক শৈথিল্যের প্রতি বিপক্ষতাকে ধ্বজা করিয়া বলিত, প্রতিদিন পুনঃ২ প্রার্থনা করা সকলের উচিত। এবং তীর্থযাত্রার ছলে যে বাণিজ্য হইত তাহাই ঐ দোষের মূল বলিয়া তাহারা মক্কাতে গমনকারি কাফিলা সকলকে আক্রমণ করিয়া একবিংশতি সহস্র যাত্রিককে বধ করিল, পরে মক্কা নগর হস্তগত করিয়া তথাকার ত্রিশ সহস্র লোককে বধ করিল।

৮০০ শালের পরে ইসমায়েলীয় নামক যে দল উৎপন্ন হইল তাহার স্থাপনকর্ত্তা এক জন সায়দ, অর্থাৎ আলির ও ফতিমার বংশহইতে উৎপন্ন লোক; তিনি আপনাকে অলমেহেদী

বলিতেন। অনেক আরবি লোক তাঁহার পক্ষ হওয়াতে তিনি পরাক্রমী হইলেন, এবং তাঁহার বংশ পশ্চাৎ মিসর দেশের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই ইস্‌মায়েলীয় লোকেরা আপনাদের নিগূঢ় শিক্ষা কেবল গোপনে লোকদিগকে জানাইত। তাহার সার এই যে তাহাদের শিক্ষা ঈশ্বরদত্ত; এবং মহম্মদের শিক্ষা-দ্বারা যেমন খ্রীষ্টের শিক্ষা লুপ্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ তাহাদের শিক্ষাদ্বারা মহম্মদের শিক্ষা লুপ্ত হইল। কিন্তু মরুভুমিতে বীজ বপন করা অকর্ত্তব্য, অর্থাৎ অনুপযুক্ত পাত্রকে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, ইহা বলিয়া তাহারা অতি সাবধানে শিষ্যদিগকে মনোনীত করিত, এবং কোন মতে কোরাণোদ্ধৃত বচনদ্বারা আপনাদিগের সেই শিক্ষা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত।

সেই ইস্‌মায়েলীয়দের মধ্যে আসাসিন্ লোকেরাও গণনীয়। হিন্দু লোকদের মধ্যে ঠগ্ নামক যাদৃশ সম্প্রদায়, মহম্মদি লোক-দের মধ্যে ঐ আসাসিনদের তাদৃশ সম্প্রদায় ছিল। আপন দলের কর্ত্তার সমস্ত আজ্ঞা নিঃসন্দেহে পালন করা তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম। এক বার তাহাদের মধ্যে তিন জন সৈন্য প্রভুর আজ্ঞা শুনিবামাত্রই কোন পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে লম্ফ দিয়া অতি গভীর স্থানে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইল। সেই দলের কর্ত্তা যে কোন ব্যক্তিকে হত হওনের যোগ্য জ্ঞান করিতেন, তাহাকে বধ করিতে দলভুক্ত কোন২ লোক শীঘ্র প্রস্তুত হইত। তাহারা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে ও পরভাষা কহিতে অতি নিপুণ ছিল, এবং সাধ্য হইলে হন্তব্য ব্যক্তিকে বধ করিত, এবং তাহার হত্যাকে পুণ্যজনক ধর্ম্মকর্ম্ম জ্ঞান করাতে ধরা পড়িলেও ধন্য-বাদ পূর্ব্বক আনন্দ করিত। এই দুরাত্মাদের উৎপাতদ্বারা

রাজা ও দেশাধ্যক্ষ ও সেনাপতি প্রভৃতি সহস্র ২ লোক হত হইয়াছিল। ১১০০ শালের অল্প কাল পরে সেই দল খোরাসান্ দেশীয় হসেন্ নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি পারস দেশের পর্ব্বতময় উত্তরাঞ্চলে স্থিত কোন দৃঢ় দুর্গকে দলের প্রধান আশ্রয় করিয়া আপনার দুরন্ত শিষ্যদিগকে তথা-হইতে চারি দিগে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পরে ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর গত হইলে মোগল লোকেরা তাহাদের দুর্গ হস্তগত করিলে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এই বর্ত্ত-মান কালেও ইউরপীয় নানা ভাষাতে তাহাদের নাম রক্ষিত হইয়া তাহাদের পূর্ব্বকালিক ভয়ানকতার প্রমাণ দিতেছে, কেননা আসাস্সিন্ শব্দ গোপনে হত্যাকারি নরঘাতককে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের দল লুপ্ত হইয়াছে; তথাপি কেহ কেহ বলে লিবানোন্ পর্ব্বত নিবাসি দ্রুষ লোকেরা তাহার অবশিষ্ট শাখাস্বরূপ, কিন্তু ইহার সত্য মিথ্যা নিশ্চয় করা ভার। ঐ দ্রুষ লোকেরা অতিথিসেবা প্রযুক্ত প্রশংসনীয়। তাহারা কোরাণ গ্রাহ্য করে বটে, তথাপি শূকরের মাংস খায় ও দ্রাক্ষারস পান করে। তাহারা ইউরপীয় লোকদিগকে অতিশয় ঘৃণা করে, তন্নি-মিত্তে আপনাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যৎপরোনাস্তি শাপ দিতে গেলে তাহাকে বলে, পরমেশ্বর তোকে টুপীওয়ালা করুন্।

উয়াহবি লোকদের কথা।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে ঢাকা প্রভৃতি কোন ২ অঞ্চলে ত্রিশ চল্লিশ বৎসরাবধি ফেকরাশি দল প্রচলিত হইয়াছে, আরব দেশস্থ

উয়াহবি দল তাহার সদৃশ। অন্নবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহারে আরবি লোকদের পুরাতন সারল্য পুনঃস্থাপনদ্বারা সুখভোগের চেষ্টা উন্মূলন করা, এবং সাধু লোকদের পূজা ও তীর্থযাত্রা-কারিদের লম্পটতা নিবারণ পূর্ব্বক মহম্মদি ধর্ম্মের শুদ্ধতা রক্ষা করা তাহাদের প্রধান অভিপ্রায়। সেই দলের স্থাপনকর্ত্তা উয়াহব ১৬৯১ শালে আরব দেশস্থ নজদ নামক স্থানে জন্মিয়াছিলেন। তিনি যৌবন কালে নানা দেশে ও নানা প্রসিদ্ধ নগরে পরিভ্রমণ করত দেখিলেন যে মহম্মদি লোকেরা ভ্রষ্ট হইয়াছে; তাহাতে দুঃখিত হইয়া ধর্ম্ম সংশোধন করিতে স্থির করিলেন। এই প্রতিজ্ঞানুসারে কোরাণ সম্পর্কীয় পুরুষ-পরম্পরাগত নিরর্থক উপাখ্যান ও টীকা সকল নিতান্ত অগ্রাহ্য, এবং পীর অর্থাৎ সাধু লোকদের কবরস্থানে তীর্থযাত্রা করা ও রেসমি বস্ত্র পরিধান করা ও তামাকু খাওয়া মহম্মদি লোক-দের নিতান্ত অকর্ত্তব্য, এই কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক ছিলেন, প্রথমে নির্ব্বিরোধে আপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইল। পরে দেশাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অন্য অঞ্চলে গমন পূর্ব্বক অনেক শিষ্য করিলেন, অনন্তর তাহাদের সাহায্যে অন্যান্য স্থানে সংশোধিত ধর্ম্মমত প্রচলিত করণের ছলে আপন শিষ্যদিগকে সৈন্য করিয়া লোভ দেখাইয়া অনেক স্থান আপ-নার বশীভূত করিলেন। পরে ১৭৮৭ শালে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। তিনি বিংশতি জন ভার্য্যা রাখিয়া মরিলেন। তাঁহার মরণের পূর্ব্বে সহস্র ২ লোক, কেহ বা লাভের আশাতে, কেহ বা ক্ষতির ভয়েতে, তাঁহার শিষ্য হইয়া ধর্ম্মেতে অকাপট্য দেখা-

হইবার নিমিত্তে নিকটবর্ত্তি দেশ সকল আক্রমণ ও লুট করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

উয়াহবের মরণানন্তর তাঁহার জামাতা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। পূর্ব্বে যে কএকটি জাতি পরস্পর বিরোধী ছিল, তাহারা তখন সম্মিলিত হইয়া ঐ ব্যক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বিস্তারিত দেশ হস্তগত করিলে তুরুক লোকেরা আর অমনোযোগী না থাকিয়া ১৭৯৭ শালে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গেল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে ১৮০১ শালে বিংশতি সহস্র জন উয়াহবি লোক হসেনের কবরস্থান কর্ব্বলা আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্যকে বধ করিল, এবং নগর ভস্মসাৎ করিয়া হসেনের কবরস্থানের স্বর্ণ মণি মুক্তাদি সমস্ত ধন লুট করিল। তাহার পর বৎসরে তাহারা তায়িফ নগর হস্তগত করিয়া তথাকার কবরস্থান ধ্বংস করিল ও মনুষ্যদিগকে খড়্গাধারে বধ করিল, পরে তীর্থযাত্রিদের প্রতি কাফিলা করা নিষেধ করিল। পরে ১৮০৩ শালে মক্কা নগর অবরোধ করিয়া তন্নিবাসিদের এমন মহাদুঃখ ঘটাইল, যে তাহাদিগকে ক্ষুধাতে কুক্কুরের ও বিড়ালের মাংস খাইতে হইল। শেষে নগর পরাজিত হইলে ঐ দুরন্তেরা সমুদয় কবরস্থান ধ্বংস করিল, বিশেষতঃ মহম্মদের ভার্য্যা কাদিজার কবরস্থানও নষ্ট করিল, এবং রাশি২ হুঁকা ভস্মসাৎ করিল, এবং তামাকু ও সুরার ব্যবহার নিষেধ করিয়া সেই দোষের অতি ভারি দণ্ড নিরূপণ করিল। ১৮০৪ শালে তাহারা মদীনা নগর জয় করিয়া কবরস্থান ধ্বংস করিল, বিশেষতঃ মহম্মদের কবরস্থানহইতে সপ্ত লক্ষ টাকা পরিমিত স্বর্ণ মণি মুক্তাদি ধন হরণ

করিল, এবং তথায় তীর্থযাত্রা করা দেবপূজকদের উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া নিষেধ করিল, এবং রেসমীয় বস্ত্র ও তামাকুর প্রতি রাগান্ধতা প্রকাশ করিল, বিশেষতঃ হুঁকার ব্যবহার প্রযুক্ত এক জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোককে দোষী করিয়া তাহার গলদেশে হুঁকা বাঁধিয়া ও নল জড়াইয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে তাহাকে বসাইয়া নগরের পথে লইয়া বেড়াইল।"

ঐ সময়ে প্রায় সমুদায় আরব দেশ উয়াহবি লোকদের বশীভূত ছিল, এবং তাহারা বার ২ সুরিয়া দেশের সীমা ও ফরাৎ নদীর তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিত, আর তাহাদের বার্ষিক রাজস্ব ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা পরিমিত ছিল। পুণ্যস্থান সকলের ক্ষতি এবং তীর্থযাত্রা বন্ধ হওন প্রযুক্ত তুরুক লোকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ১৮১১ শালে উয়াহবিদের প্রতিকূলে সুয়েজহইতে নাবিক সৈন্য পাঠাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, কেননা সৈন্যগণ স্থলে নামিয়া পর্ব্বতময় দেশের কোন দুর্গম স্থানে পরাজিত হওয়াতে আরব দেশ ত্যাগ করিতে বাধিত হইল। তাহার পর বৎসরে নূতন সৈন্যদল প্রেরিত হইলে তুরুকেরা মদীনা নগর হস্তগত করিয়া মহম্মদি ধর্ম্মাবলম্বি এক জন গোরা লোককে তাহার শাসনকর্ত্তা করিল। অনন্তর ১৮১৩ শালে তুরুকেরা আপনাদের মিসরদেশীয় সৈন্যদলদ্বারা মক্কা নগর হস্তগত করিল। তৎপরেও কএক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ থাকিল, আর উভয় পক্ষের লোকেরা আশ্চর্য্য নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল। কোন বিশেষ নগরে এক জন বিধবা উয়াহবি সৈন্যদের কর্ত্তৃত্ব পাইয়া তুরুকদের অতি ভারি সৈন্যদল পরাভব করিল। আর এক নগরে কেবল খড়্গ কি ধনুর্ব্বাণ তাহা নয়,

কিন্তু দন্ত ও নখ সকলও যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইল। আর এক স্থানে উয়াহবি লোকেরা জলে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিতে ২ অনেক ২ তুরুক সৈন্যকে বধ করিল। সেই যুদ্ধে তুরুকদের বিস্তর ক্লেশ হইল। তাহাদের মধ্যে যত লোক ধরা পড়িত উয়াহবিরা তাহাদিগকে হয় তো একেবারে বধ করিত, কিম্বা হস্তপদ কাটিয়া ত্যাগ করিত। তিন বৎসরের মধ্যে তুরুকদের ত্রিশ সহস্র উষ্ট্র নষ্ট হইল, এবং কএক মাস পর্য্যন্ত তাহাদের সৈন্যেরা রুটী ও পিঁয়াজ ব্যতিরেকে আর কোনই খাদ্য দ্রব্য পাইতে পারিল না। এমন হইলেও তাহারা শেষে জয়ী হইল। ১৮১৪ শালে উয়াহবি লোকেরা আপনাদের প্রধান নায়ককে হারাইল। এবং তাহার পর বৎসরে তাহাদের পাঁচ সহস্র সৈন্য পরিমিত এক বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন মক্কা নগরের দ্বারে জীবদ্দশায় শূলে বিদ্ধ হইল। পরে জয়ি মিস্রীয় সৈন্যেরা দেশের অভ্যন্তরে যাইতে চেষ্টা করিল। সেই যাত্রাতে দশ সহস্রের মধ্যে কেবল তিন শত উষ্ট্র বাঁচিল। অপর ১৮১৬ শালে মিসর দেশহইতে আর এক সৈন্যদল আসিয়া দিরায়া নগর অবরোধ করিতে লাগিল। উক্ত নগর উয়াহবি লোকদের রাজধানী, তাহা মদীনার পূর্ব্ব দিগে দুই শত ক্রোশ দূর ছিল। পাঁচ মাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইলে পরে তাহা পরাজিত হইল, এবং উয়াহবিদের সর্ব্ব প্রধান ব্যক্তি ধরা পড়িয়া কনস্তান্তীনপুরে প্রেরিত হইলে তুরুকেরা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল, পরে তাহাদের আজ্ঞাতে উক্ত নগরও ভূমিসাৎ করা গেল। এই রূপে ১৮১৮ শালে উয়াহবিদের পরাক্রম উন্মূলিত হইল। মহম্মদ আলি নামক যে

মিস্রীয় দেশাধ্যক্ষ তাহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন, তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি কোন ব্যক্তি যদি উয়াহবিদের অগ্রগামী হইত, তবে বোধ হয় তাহাদের কর্ত্তৃত্ব সমুদয় আরব দেশে ব্যাপ্ত হইত, এবং তুরুকেরা তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না। আর যে সকল অঞ্চলে তাহাদের পরাক্রম কিছু কাল স্থির থাকিল, সেই সকল অঞ্চলে তাহারা দস্যু প্রভৃতি দুর্বৃত্ত লোকদিগকে দমন পূর্ব্বক অতি উত্তমরূপে প্রজা পরিপালন করিত।

১৪ অধ্যায়।

মহম্মদীয় বিদ্যার বৃত্তান্ত।

মহম্মদের সময়ে আরবি লোকেরা পুস্তক পাঠ প্রায় করিত না, কিন্তু মহম্মদ বিদ্যার উৎকৃষ্টতা জ্ঞাত ছিলেন, এবং যদ্যপি যিহুদি ও খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে কেতাবের লোক বলিয়া পুস্তক-হইতে লভ্য পাণ্ডিত্যের প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলেন, তথাপি বার ২ বলিতেন, জ্ঞানহীন মন প্রাণহীন শরীরের তুল্য। মহম্মদের উত্তরাধিকারি প্রথম কালীফেরা পাণ্ডিত্যের প্রতি অবহেলা করিতেন, কিন্তু মহম্মদীয় রাজ্য যত বৃদ্ধি পাইল, ততই প্রজাদের মধ্যে বিদ্যার চেষ্টা বর্দ্ধিষ্ণু হইল। অনন্তর বাগদাদ নামক রাজধানী স্থাপিত হইলে পরে মহম্মদি লোক-দের মধ্যে অনেকে বিদ্যাতে অতি পারদর্শী হইলেন। অল-রাশীদ নামক কালীফ দেশ ভ্রমণ কালে এক শত বিদ্বান লোক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। এবং আপনার রাজ্যস্থ প্রত্যেক মসজীদের কাছে এক এক পাঠশালা স্থাপনের আজ্ঞা প্রকাশ

করিলেন। বাগদাদস্থ মহাবিদ্যালয়ে ছয় সহস্র ছাত্র পাঠ করিত, এবং উত্তর আফ্রিকার বালুকাময় সকল অঞ্চলেও অনেক ২ বিদ্যালয় ছিল, আর স্পেন দেশস্থ কর্দ্দোবা নগরের পুস্তকালয়ে দুই লক্ষ আশী সহস্রখান গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। দামাস্কস ও বাগদাদ এই দুই নগর নিবাসি লোকদের অনায়ত্ত সুখভোগ প্রযুক্ত নূতন ২ প্রকার রোগ উৎপন্ন হইলে তাহারা খ্রীষ্টীয়ান ও য়িহুদি চিকিৎসকদিগকে ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে তাহাদের বিদ্যা সফল হওয়াতে তৎসম্বলিত অনেক গ্রন্থ রাজাজ্ঞানুসারে গ্রীক ভাষাহইতে আরবি ভাষাতে অনুবাদিত হইল। আর পশ্চাৎ অন্যান্য বিদ্যাবিষয়ক অনেক গ্রীক গ্রন্থ অনুবাদিত হইল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আরবি লোকেরা পুরাতন গ্রীক লোকদিগকে দেবপূজক বলিয়া তুচ্ছ বোধ করাতে তাহাদের রচিত পুরাবৃত্ত ও অতুল্য কাব্য ও বক্তৃতা সকল নিরর্থক জ্ঞান করিয়া তাহার মধ্যে একটাও অনুবাদ করিল না, ইহাতে আরবি লোকদের অনেক ক্ষতি জন্মিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্যাতে কেবল গ্রীক লোকেরা আরবিদের শিক্ষক হইলেন এমন নয়, বরঞ্চ ঐ বিদ্যাতে এবং অঙ্কবিদ্যাতে ও বীজগণিত নামক বিদ্যাতে হিন্দু পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থহইতে তাহাদের ও তাৎকালিক ইউরপীয় লোকদের অনেক জ্ঞান লাভ হইল। মহম্মদীয় লোকেরা যদ্যপি চিকিৎসা বিদ্যাতে অতিশয় আসক্ত ছিল, তথাপি তদুপযোগি ব্যবচ্ছেদদ্বারা প্রাপ্য বিদ্যা, অর্থাৎ মানব দেহরূপ যন্ত্র বিষয়ক বিদ্যা ঘৃণার্হ বোধ করিত, কেননা তাহারা মনে ২ কহিত, মৃত দেহ কাটিলে স্বর্গদূতের কর্ত্তব্য পারত্রিক পরীক্ষার বাধা জন্মিবে। কিন্তু রসায়ন বি-

দ্যাতে ও উদ্ভিদ্বিদ্যাতে তাহারা অতি মনোযোগী এবং কৃষি কর্ম্ম বিষয়ক বিদ্যাতে অতি পারদর্শী ছিল, আর বিশেষ ২ প্রকার ভূমি ও সারের কি ২ গুণ, এবং গ্রীষ্মে ও শীতে কি ২. ফল হয়, এবং কোন্ দেশে কোন্ প্রকার পশু কি ২ উপায় দ্বারা উত্তমরূপে পোষিত হইতে পারে, কিম্বা কোথায় কি ২ বিদেশি পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইতে পারে, এই সকল বিষয়ে তাহারা অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছে। আর তৎকালে আরবি ভাষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে চলিত ছিল, সুতরাং সেই ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ সকল ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ লোকের বোধগম্য ছিল। কালীফদের অধিকার সময়ে মুসলমান লোকেরা লৌহাস্ত্র প্রস্তুত করণে এবং পশুর চর্ম্ম পরিষ্কার করণে এবং নানা রঙ্গের রেশমি ও কার্পাসের বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত করণে নিপুণ ছিল। ইউরপীয় লোকদের পূর্ব্বে তাহারাই বারুদ ও কম্পাসের ব্যবহার করিত। উদ্যান ও গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ক বিদ্যাতে তাহারা অতি পারদর্শী ছিল। কর্দ্দোবা নগরে অতি প্রসিদ্ধ এক মস্জীদ ছিল, তাহা চারি শত হস্ত দীর্ঘ এবং এক সহস্র শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভ ও আশী জোড়া ধাতুময় কবাট বিশিষ্ট ছিল, এবং রাত্রিতে তন্মধ্যে পাঁচ সহস্র প্রদীপ জ্বলিত। উক্ত কর্দ্দোবা নগরে দুই লক্ষ বাটী ও ছয় শত মস্জীদ এবং তপ্ত জলে স্নানার্থক নয় শত গৃহ ছিল, আর তথাকার বিদ্যালয়ে মহম্মদীয় ছাত্রগণ ভিন্ন কখন ২ ইউরপ ও ফ্রান্স ও জর্ম্মাণিহইতে আগত খ্রীষ্টীয়ান ছাত্রেরাও আরবি বিদ্যা অভ্যাস করিত।

যদ্যপি চিত্রিত বা খোদিত, প্রতিমা নির্ম্মাণ করা কোরাণে নিষিদ্ধ আছে, তথাপি তাৎকালিক অনেক মহম্মদি লোকেরা

কোরানের নিগূঢ় অর্থ কল্পনা করিয়া ঐ প্রকার শিল্পকর্ম্ম-কারিদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিল।

সংস্কৃত গ্রন্থদ্বারা আরবি লোকদের কেবল জ্যোতির্বিদ্যাদি সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ হইল তাহা নয়, বরং পঞ্চতন্ত্র নামে যে গ্রন্থ পূর্ব্বে পারসিক ভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার আরবি ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া অসংখ্য ২ গল্প ও উপাখ্যানরূপ ফলে ফলবান হইল।

আরবি বিদ্যা যেমন বিস্তারিত, পারসিক ও তুরুক বিদ্যা তেমন বিস্তারিত নয়, বরং সে উভয়ে কেবল আরবি বিদ্যার শাখাস্বরূপ। মূর্খ লোকদের ন্যায় শুভাশুভ লক্ষণ নিরূপণ ব্যতিরেকে জ্যোতির্বিদ্যার অন্য কোন ফল ঐ দুই দেশে প্রায় জানা যায় না। শুভ লক্ষণ ব্যতিরেকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাও অনেকের অকর্ত্তব্য বোধ হয়। আর কোরানে লিখিত ঈশ্বরীয় বাক্যকে যন্ত্রালয়ে যন্ত্রণা দেওয়া নাস্তিকের উপযুক্ত কর্ম্ম জ্ঞান করাতে তুরুকেরা পূর্ব্বে সর্ব্বদা নিষেধ করিত, কেবল অল্প বৎসরাবধি সহ্য করিতেছে।

১৫ অধ্যায়।

মহম্মদীয় ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

মহম্মদি লোকেরা যে পুস্তক ধর্ম্মগ্রন্থরূপে স্বীকার করে, তাহার নাম কোরাণ অর্থাৎ পাঠ। মহম্মদের মরণের পূর্ব্বে তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত লেখকেরা তাঁহার বিশেষ ২ বচন কখন খর্জ্জুর পত্রে, কখন বা পশুর চর্ম্মে, ও কখন বা মেষের স্কন্ধের

অস্থিতে লিখিত, কিন্তু মহম্মদ ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইতেন না, কারণ তিনি বক্তৃতাতে অতি নিপুণ, আর এই বিষয়ে আপনার এই প্রকার মতি প্রকাশ করিতেন, যথা, অচেতন গ্রন্থে, আমার সমস্ত আদেশ লিপিবদ্ধ করা অপেক্ষা বরং আমার অনুগামিরা আপন ২ হৃৎপত্রে ও আচার ব্যবহারে তাহা লেখে, ইহা ভাল। অপর তাঁহার মরণানন্তর তাঁহার বিংশতি সহস্র জন শ্রোতা কিম্বা পরিচিত লোক আপন ২ সঙ্গিদিগকে তাঁহার শিক্ষা ও বচন সকল জানাইতে লাগিল, বিশেষতঃ সুরিয়া ও মিসর দেশ মহম্মদি লোকদের বশীভূত হইলে পরে অনেকে কবিতা, অনেকে বা মহম্মদের পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণে অবকাশের সময় যাপন করিতে লাগিল। ঐ পরম্পরাগত বাক্যের সংখ্যা অতি আশ্চর্য্য। কথিত আছে যে তাহা সংগ্রহ করণে অক্লান্ত এক জন বিদ্বান লোক ৮২২ শালে মরণ কালে তৎসম্পর্কীয় যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া গেলেন, তাহা বারো শত ভারবাহকের বোঝা ছিল।

মহম্মদের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তাঁহার আত্মীয় আবুবকর পূর্ব্বোক্ত খর্জ্জুর পত্রাদিতে লিখিত উপদেশের পাণ্ডুলিপি সকলেতে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। অনন্তর সেই গ্রন্থের অনেক অনুলিপি প্রস্তুত হইলে অনেক ২ স্থানে পাঠের অনৈক্য প্রকাশ পাইতে লাগিল, এই কারণ অথমান নামক তৃতীয় কালীফ ঐ সকল অনুলিপি সংগ্রহ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা করণদ্বারা সংশোধিত একটা অনুলিপি প্রস্তুত করাইলেন, আর তাহার সহিত যে সকল অনুলিপি না মিলে, সে সকল নিতান্ত ভস্মসাৎ করণের আজ্ঞা প্রচলিত করিলেন। এই

হেতু কোরাণের যত অনুলিপি পাওয়া যায়, সে সকলই সম্পূর্ণ রূপে মিলে।

মহম্মদ খ্রীষ্টীয়ানদের ধর্ম্মগ্রন্থ যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত ছিলেন ও মান্য করিতেন। মুহম্মদি লোকেরা তাহার অন্তভাগকে ইঞ্জীল অর্থাৎ মঙ্গলসমাচার বলে, এবং যিহূদি লোকদের ন্যায় আদিভাগকে তৌরেৎ (অর্থাৎ মুসার ব্যবস্থা) এবং জবুর (অর্থাৎ গীত) এবং নব্বী (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তৃ গ্রন্থ) এই তিন ভাগে বিভক্ত করে। সেই আদিভাগে লিখিত গুরুতর ঘটনা সকলের উল্লেখ কোরাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার সহিত অনেক ২ অসংলগ্ন গল্প মিশ্রিত হইয়াছে। এবং মহম্মদি লোকেরা বলে, যেমন আদিভাগের অসম্পূর্ণতার প্রতীকারার্থে অন্তভাগ অর্থাৎ ইঞ্জীল দত্ত হইয়াছিল, তেমনি ইঞ্জীলের অসম্পূর্ণতার প্রতীকারার্থে কোরাণ দত্ত হইয়াছে। আর খ্রীষ্ট যে ঈশ্বর-প্রেরিত এক জন উপদেশক ছিলেন, এবং আশ্চর্য্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ও অনেক ২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন, ও শেষে স্বর্গেতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই সকল কথা কোরাণ সম্মত; কিন্তু তিনি যে মরিয়াছিলেন, কিম্বা পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে তাঁহার মরণের যে কোন প্রয়োজন ছিল, এই ২ কথা কোরাণেতে অগ্রাহ্য বলে। আর খ্রীষ্ট যে পারাক্লীত অর্থাৎ শান্তিকর্ত্তাকে প্রেরণ করণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মহম্মদ সেই ব্যক্তি, এমন কথা কোরাণে লিখিত আছে; কিন্তু প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ান লোক জানে যে পবিত্র আত্মাই সেই শান্তিকর্ত্তা।

ঐ কোরাণ এক শত চৌদ্দ সূরাতে অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত

আছে, তাহার মধ্যে কোন ২ অধ্যায় তিন শত পংক্তি, অন্য কোন ২ অধ্যায় কেবল তিন পংক্তি পরিমিত, এবং সংগ্রহকারিরা অনুক্রম রাখিতে কিছু চেষ্টা করে নাই। অধ্যায়ের নাম সকল, অতি আশ্চর্য্য; যথা, গাভী, মধুমক্ষিকা, পিপীলিকা, মাকড়সা,- হস্তী ইত্যাদি। এই প্রকার অসংলগ্ন হওয়া প্রযুক্ত কোরাণ পাঠ করণে বিবেচক লোকের কিছুই সুখ হয় না।

কোরাণে লিখিত ধর্ম্মশিক্ষার সারকথা এই। অগাধ নরকের মুখ পার হইতে সীরাৎ নামে এক সাঁকো আছে, তাহা কেশ অপেক্ষা সুক্ষ্ম এবং ক্ষুর অপেক্ষা ধারাল; তথাপি সাধু লোকেরা তাহা দিয়া অনায়াসে পার হয়, কিন্তু অধার্ম্মিকেরা নরকে পতিত হইবে। তাহাদের মধ্যে যাহারা মহম্মদি লোক তাহাদের পাপ যাবৎ দূরীকৃত না হয়, তাবৎকাল অর্থাৎ নয় শত বৎসর, কিম্বা এক কি দুই তিন সহস্র বৎসর, কিম্বা অতিশয় পাপিষ্ঠ হইলে সাত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি হইবে, সুতরাং তাহাদের গাত্র অঙ্গারবর্ণ হইবে। অন্য যত পাপি লোক তথায় পতিত হইবে, তাহারা আর কখন নির্গত হইতে পারিবে না। তাহারা প্রজ্বলিত বায়ুদ্বারা যন্ত্রণা পাইবে, ও তপ্ত জল তাহাদের উপরে ঢালা যাইবে, এবং কন্টক মাত্র তাহাদের খাদ্য হইবে। নরকের অগ্নিশিখার শব্দ গর্দ্দভের চীৎকারের সদৃশ, পরিমাণ দুর্গ তুল্য, ও রক্তিমা লালবর্ণ উষ্ট্রের সদৃশ হইবে। নরকবাসি এক ২ মনুষ্যের সহিত শৃঙ্খলবদ্ধ এক ২ ভূত সংযুক্ত হইবে। ঐ দুর্ভাগ্যদের বস্ত্র আল্কাতরাতে লিপ্ত হইবে, আর মলিন তপ্ত জল তাহাদের পেয় হইবে।

স্বর্গে সুখবৃক্ষ নামে এক বৃক্ষ আছে; তাহা এমন বিশাল যে

তাহার ছায়ার এক সীমাহইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত গমন করা অতি দ্রুতগামি অশ্বের এক শত বৎসরের মধ্যেও সাধ্য হয় না। সেই বৃক্ষের ডালে ফল ব্যতিরেকে পশু ও পক্ষী ও মৎস্যের পক মাংস টাঙ্গান আছে। তাহার মধ্যে এক জলজন্তুর পক যকৃৎ এমত বৃহৎ, যে তাহার অর্দ্ধাংশে সত্তরি সহস্র মনুষ্য অনায়াসে তৃপ্ত হইতে পারে। তথাকার আকাশ এমত নির্ম্মল যে এক সহস্র বৎসরের পথ দূরে স্থিত বস্তু সকল অনায়াসে দৃশ্য হয়। তথায় আহার করিলে কখন ঘৃণা হয় না, ও তথাকার মদিরা পান করিলে কখন মত্ত হয় না, আর তথাকার বৃক্ষেতে টাঙ্গান কিঙ্কিণী প্রভৃতি যন্ত্র নিরন্তর সুখদায়ক বাদ্য করে। প্রত্যেক মুসলমান লোককে তথায় বাহাত্তর জন হৌরী অর্থাৎ স্বর্গবেশ্যা দত্ত হইবে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কস্তূরীময়।

পুনরুত্থান সময়ে সাধু লোকেরা স্বর্ণময় সাজবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ উষ্ট্রেতে আরূঢ় হইবে; কিন্তু অধার্ম্মিকেরা আল্কাতরাতে লিপ্ত শাণবস্ত্র পরিহিত হইয়া তাপেতে এত ক্লেশ পাইবে, যে তাহাদের ঘর্ম্মে ভূমি আপ্লাবিত হওয়াতে জল তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত উঠিবে।

মৃত ব্যক্তির দেহ কবরে স্থাপিত হইলে সে অবিলম্বে ভূমি-মধ্যে উঠিয়া বসে, পরে কৃষ্ণবর্ণ দুই জন স্বর্গদূত আসিয়া পরমেশ্বরেতে এবং তাঁহার প্রেরিত মহম্মদকে কে উপযুক্ত বিশ্বাস করে কি না, এ বিষয়ে তাহার পরীক্ষা করেন। যদি তাঁহারা তাহার উত্তরে সন্তুষ্ট না হন, তবে লৌহময় মুদ্গর নির্দ্দয় রূপে তাহার রগে মারেন। পরে সপ্ত মস্তক বিশিষ্ট নিরানব্বই নাগ বিচারদিন পর্য্যন্ত নিরন্তর তাহাকে কামড়ায়, এবং তাহার মনও

আত্যন্তিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়। ঐ পরীক্ষায় বাধা কেন না হয়, এই জন্যে মহম্মদি লোকেরা মৃত দেহ সকল সিন্দুকে বন্ধ না করিয়া অমনি কবরের মধ্যে রাখে, এবং কবরের অভ্যন্তর খালি রাখে। তাহারা বোধ করে যে কবরপ্রাপ্ত শব যদ্যপি ক্ষয় পায়, তথাপি পৃষ্ঠহাড়ের নিম্নপ্রান্তে যে অস্থি আছে, তাহা ক্ষয় পায় না, কিন্তু সুতদ. শরীরের মূলরূপে বিচারদিন পর্য্যন্ত রক্ষা পায়।

এক দিন কোন উপদেশক মসজীদে মৃত লোকদের পরীক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা করিলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে এক জন পারসীক মহল্লোক উচ্চৈঃস্বরে কহিল, এই পরীক্ষার সত্য মিথ্যা জানিতে অনেক দিন অবধি আমার বড় বাঞ্ছা ছিল, অতএব চারি দিবস হইল আমার এক দাস মরিলে আমি তাহার মুখ শুষ্ক শস্যবীজে পরিপূর্ণ করিলাম, পরে গত কল্য কবরস্থান খুঁড়িয়া সেই মৃত ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, তাহা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় শস্যেতে পরিপূর্ণ আছে। অতএব ইহার মধ্যে কোন মনুষ্যের কিম্বা স্বর্গীয় দূতের সহিত সেই ব্যক্তির আলাপ যে হইয়াছে ইহা কোন মতে হইতে পারে না।

কোরানে ফরেস্তে অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতগণের বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে; বিশেষতঃ ইহা কথিত আছে যে তাহারা অগ্নিময়, আর প্রত্যেক মনুষ্যের সকল ক্রিয়া দেখিয়া তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতে প্রতিদিন দুই ২ জন স্বর্গদূত এক ২ মনুষ্যের রক্ষাতে নিযুক্ত হয়। এবলিস অর্থাৎ শয়তান প্রথমে ঐ সাধু দূতগণের মধ্যে এক জন ছিল, পরে পরমেশ্বরের নিকটে আদমকে প্রণাম করণের আজ্ঞা পাইলে সে কহিল, আমি

অগ্নিময় ঐ মৃত্তিকানির্ম্মিত মনুষ্যকে প্রণাম করা আমার অনুপযুক্ত কর্ম্ম। এই প্রকারে দর্প পূর্ব্বক পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে সে স্বর্গচ্যুত হইল।

মহম্মদি লোকেরা কহে, মহাবিচারদিনের পূর্ব্বে ধর্ম্মলোপ এবং পৃথিবীতে যুদ্ধের বৃদ্ধি হইবে, আর তারাগণ সমুদ্রে পতিত হইবে, আর চল্লিশ দিবারাত্রি অনবরত বৃষ্টি হইবে, আর খ্রীষ্টারি নামক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে; শেষে খ্রীষ্ট আসিয়া মদীনাতে কবর প্রাপ্ত হইয়া মহম্মদের সহিত পুনর্জীবিত হইবেন। আর জিব্রায়েল নামক দূত তুলা ধরিয়া একং মনুষ্যের ভাল মন্দ দুই প্রকার কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টা গুরুতর তাহা নিশ্চয় করিবেন।

পূর্ব্বকালে আরবি লোকদের মধ্যে শিশুহত্যা ও জুয়া খেলা অতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু কোরাণে তাহা নিষিদ্ধ হইল। তথাপি সতরঞ্চ খেলা নিষিদ্ধ নহে, কেননা তাহা বুদ্ধিচালনার উপায় বোধ হইল, কিন্তু সতরঞ্চে যে প্রকার বটিকা প্রচলিত ছিল, মুসলমানেরা তাহা দেবতার পুত্তলিকা বলিয়া ঘৃণা করিত। আত্যন্তিক সুদ গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। কোরাণের বচনানুসারে ঋণগ্রস্ত হওয়া ভারি পাপ। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া মরে, তাহার মঙ্গলার্থে মহম্মদ প্রার্থনা করে না। সেই পাপ এবং ধর্ম্মবিষয়ক কাপট্য ব্যতিরেকে অন্য সকল পাপ কাফর লোকদের হত্যারূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা নষ্ট হয়। দ্রাক্ষারস পান করিলে ক্রীত দাস চল্লিশ কশাঘাতে, ও স্বাধীন ব্যক্তি আশী কশাঘাতে প্রহারিত হইবে। দ্রাক্ষারসের নিষেধ দ্বারা মহম্মদি লোকদের মধ্যে মত্ততা নিবারিত হইবে, মহম্মদের এই আশার সিদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, বরং অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাহা-

দের মধ্যে তামাকুর এবং আফিং ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালীন গ্রীক ও রোমীয় লোকেরা বহু ভার্য্যা রাখিতে বাধা দিত, কিন্তু কোরাণের অনুজ্ঞাতে এক ২ জন মুসলমান চারি ২ ভার্য্যা, এবং যত চাহে ততই উপপত্নী রাখিতে পারে, তথাপি দুই ভগিনী এক স্বামির ভার্য্যা হইতে পারে না। ভার্য্যাকে বিদায় করা নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু পরদার গমনের দণ্ড প্রস্তরাঘাত দ্বারা প্রাণনাশ। যে কোন দেশে এক ২ স্বামির অনেক ২ ভার্য্যা থাকে, তদ্দেশনিবাসি মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস হয়, ইহার অনেক প্রমাণ আছে, বিশেষতঃ তুরুক দেশ তাহার স্পষ্ট উদাহরণ। মহম্মদি ধর্ম্মেতে স্ত্রীলোকদের অবজ্ঞা হয়। হিন্দুদের ন্যায় আরবি লোকেরাও কন্যার জন্মেতে আনন্দিত না হইয়া বরং দুঃখিত হয়। আর পুরুষের প্রতি অপরাধ করিলে যত দোষ হয়, স্ত্রীর প্রতি সেই অপরাধ করিলে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র দোষ হয়। আর তুরুকদের মধ্যে সামান্য লোকেরা বলে কেবল পুরুষের আত্মা অমর।

চৌর্য্য কর্ম্মের দণ্ড এই যে চোরের দক্ষিণ হস্ত কাটা যায়। প্রার্থনা করণ সময়ে মহম্মদি লোকেরা নম্রতা দেখাইবার নিমিত্তে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল ত্যাগ করিয়া থাকে। রমজান নামক মাসে উপবাস করা মহম্মদি লোকের কর্ত্তব্য। সেই সময়ে অনেকে দিবাতে থুথু গিলিতে কিম্বা কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ লইতে ভয় করে, কিন্তু সূর্য্য অস্তগত হইবামাত্র ভোজন পানে প্রবর্ত্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি তাহাতে ব্যস্ত থাকে। মহম্মদ উপবাসকে ধর্ম্মের দ্বার বলিতেন।

আর আপন ২ আয়ের দশমাংশ দরিদ্রদিগকে দান করা মহম্মদি লোকের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তাহারা বলে, প্রার্থনাদ্বারা ঈশ্বরের সম্মুখে যাইবার অর্দ্ধেক পথ গমন করা হয়, উপবাসদ্বারা মনুষ্য তাঁহার প্রাসাদের দ্বারে আনীত হয়; আর দানদ্বারা সে তথায় প্রবেশ করে।

মহম্মদের জীবনকালের পূর্ব্বাবধি আরব দেশস্থ লোকেরা আপন ২ বালকের ত্বক্‌ছেদ করিত, তাহাতে সেই রীতি মহম্মদি লোকদের মধ্যে প্রচলিত হইল। বালকের সাত বৎসর বয়স হইলে তাহার খত্না অর্থাৎ ত্বক্‌ছেদ করিতে হয়।

কোরাণে পরমেশ্বরের পবিত্রতার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্তু সেই পবিত্র পরমেশ্বরের সহিত পাপি মনুষ্যের সম্মিলন করিতে নিযুক্ত কোন মধ্যস্থের কথা, কিম্বা পাপ মার্জ্জনাতে উপযোগি কোন প্রায়শ্চিত্তের কথা, কিম্বা তদ্বিষয়ে চেতনাদায়ি বলিদানের কথা পাওয়া যায় না। মূসাদ্বারা দত্ত পরমেশ্বরের ব্যবস্থাতে পাপের বিষয়ে পাপি মনুষ্যকে চেতনা দেওনার্থে এবং আগামি ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু অগ্রে জানাইবার নিমিত্তে অনেক ২ বলিদান নিরূপিত ছিল; আর সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদেহে সপ্রকাশ ঈশ্বর হইয়া আপনার মৃত্যুদ্বারা পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং নিরন্তর জীবৎ থাকিয়া পাপি মনুষ্যের জন্যে মধ্যস্থালী করিতেছেন, আর তাঁহাতে বিশ্বাস করিলে পাপি মনুষ্য ইহকালে আন্তরিক শান্তি ও পরকালে অনন্ত পরমায়ু পায়, এবং খ্রীষ্টের প্রেমে আকর্ষিত হওয়াতে পবিত্র আত্মার সাহায্যে ক্রমে ২ পাপ ত্যাগ করিয়া ভাল মানুষ হইয়া উঠে, এই কথা খ্রীষ্টধর্ম্মের

আর। চেতনাপ্রাপ্ত পাপি লোকের প্রকৃত সান্ত্বনা মহম্মদি ধর্ম্মদ্বারা কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ পাপের দণ্ড এড়াইবার কোন উপযুক্ত উপায় সেই ধর্ম্মদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না। যাহা হারাণ ছিল তাহার অর্থাৎ পাপি মনুষ্যের অন্বেষণ ও রক্ষা করণার্থে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদের সেই প্রকার নম্র ও দয়ালু স্বভাব দেখা যায় না। যেমন রোগি লোকের চিকিৎসাতে প্রয়োজন, তেমনি পাপি লোকের ধর্ম্মেতে প্রয়োজন আছে, কিন্তু মহম্মদীয় ধর্ম্ম সুস্থ মনুষ্যের চিকিৎসা-স্বরূপ, অর্থাৎ পুণ্যাভিমানি মনুষ্যদের উপযুক্ত ধর্ম্ম।

সম্পূর্ণ ধৈর্য্য পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন ও তাঁহার নিরূপিত অবস্থাতে সন্তুষ্ট হওয়া মহম্মদীয় শিক্ষানুসারে মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। ইশ্‌লাম শব্দ ঐ ধৈর্য্যযুক্ত বিশ্বাস বুঝায়, আর যে মনুষ্যের ইশ্‌লাম আছে তাহাকেই মুসলমান বলা যায়। সেই ধৈর্য্যযুক্ত বিশ্বাস উৎপন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু করণে মহম্মদি শিক্ষানুসারে রূহ খোদশ অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মনুষ্যের উপকারী হন।

মহম্মদি লোকেরা আপনাদিগকে পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র জ্ঞান করে, এবং আপনাদের পরাক্রম পরমেশ্বরের গৌরববর্দ্ধক বলিয়া সাধ্যানুসারে অন্য মতাবলম্বিদিগকে উচ্ছিন্ন বা আপনাদের বশীভূত করিতে অক্লান্ত হয়, আর সেই অভিপ্রায়ের সিদ্ধি তাঁহাদের অসাধ্য হইলে তাঁহারা ঐ ইশ্‌লাম ধারণা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জয়ী হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। এই বিষয়ে মহম্মদি ধর্ম্মেতে ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মেতে অনেক প্রভেদ প্রকাশ পায়। যীশু কহিয়াছিলেন, আমার রাজ্য এই জগৎ সম্বন্ধীয় নয়। আর খ্রীষ্টধর্ম্মকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করণের উপায়

কেবল উপদেশ। সাংসারিক উপায়দ্বারা কিম্বা যুদ্ধদ্বারা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত করণের চেষ্টা নিরর্থক এবং পাপযুক্ত। কিন্তু মহম্মদি লোকেরা ঐহিক পরাক্রমের চেষ্টাকে ধর্ম্ম কর্ম্ম জানিয়া লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া বলেতে মহম্মদি মতাবলম্বী করিতে লজ্জিত হয় না।

হিন্দু প্রভৃতি দেবপূজক লোকদের শাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে কোরাণের শ্রেষ্ঠতা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। কেননা পরমেশ্বর একই ও সদ্গুণবিশিষ্ট, আর তিনি ন্যায়েতে জগতের শাসন করেন, এবং মুখাপেক্ষা বিনা ক্ষুদ্র ও মহান্ তাবৎ মনুষ্যকে সমান জ্ঞান করেন, এবং পরকালে সকলের বিচার করিবেন, প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞানের এই২ সারকথা কোরাণেতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, বিশেষতঃ সৃষ্ট বস্তুর কিম্বা প্রতিমার পূজা পরমেশ্বরের অপমানজনক অতি ভয়ানক পাপকর্ম্ম, এ বিষয়ে ঐ কোরাণ অতি দৃঢ় সাক্ষ্য দেয়।

মহম্মদ স্বভাবতঃ সুবক্তা ছিলেন, ইহার প্রমাণ কোরাণেতে পাওয়া যায়। আরবি লোকেরা কোরাণের রচনাকে সর্ব্বোত্তম রচনার দৃষ্টান্তরূপে গ্রাহ্য করে, আর বলিয়া থাকে, মৃত লোককে জীবনদান অপেক্ষা অবিদ্বান্ লোক কর্ত্তৃক কোরাণের রচনা অদ্ভুত কর্ম্ম। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে আরবি লোকেরাও টীকা ব্যতিরেকে কোরাণের কথা আর বুঝিতে পারে না, কারণ বারো শত বৎসরের মধ্যে আরবি ভাষার অনেক অন্যথা হইয়াছে।

তাবৎ মহম্মদি লোক কোরাণের প্রতি বড় সমাদর প্রকাশ করে। তাহার প্রধান বচন সকল যেন সর্ব্বসাধারণের মনে

থাকে, এই জন্যে মসজীদের ভিতরের দেওয়ালে লিখিত হয়। শুচি লোক ব্যতিরেকে আর কেহ এই গ্রন্থ স্পর্শ না করুক, এই কথা অনেক ২ কোরাণ গ্রন্থের বহির্ভাগে লিখিত আছে। আর তাহা পাঠ করিতে গেলে পাঠক অগ্রে বিধ্যনুসারে হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন করিয়া পশ্চাৎ পাঠ করে। যিহুদি লোকেরা ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগের বিষয়ে যেরূপ গণনা করিয়াছিল, মহম্মদি লোকেরাও সেই রূপে কোরাণে লিখিত শব্দ ও অক্ষর গণনা করিয়াছে। সেই অক্ষরের সংখ্যা তিন লক্ষ তেইশ সহস্র পোনের। মুসলমান লোকদের এক দল বলে, কোরাণ অসৃষ্ট অর্থাৎ অনাদি বস্তু, রমজান মাসে মহম্মদকে সমর্পিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য দল সেই কথা গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্ব কালে এই বিষয়ে মহম্মদি লোকদের মধ্যে বার ২ অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল।

মহম্মদীয় তীর্থযাত্রা।

হিন্দুলোকদের কাশী, মথুরা প্রভৃতি অনেক২ তীর্থ স্থান আছে। বর্ম্মাদেশীয় বৌদ্ধ লোকেরা গয়াতে তীর্থযাত্রা করে। যিহূদি লোকদের যিরূশালম, এবং রোমাণ কাথলিক লোকদের রোম নগর প্রধান তীর্থস্থান। সেই রূপে মক্কা ও মদীনা এই দুই নগর মহম্মদি লোকদের প্রধান তীর্থস্থান। সাধ্য হইলে এক বার মক্কাতে তীর্থযাত্রা করা প্রত্যেক মহম্মদীয় পুরুষের কর্ত্তব্য। সেই যাত্রার বিধি অনুসারে যাত্রিকেরা বিশেষ বস্ত্র পরিধান করে, এবং মস্তক অনাবৃত রাখে। তাহারা কোন সৌরভের আমোদ সেবা করে না, ও মস্তকের কেশ কাটে না, ও কোন

বৃক্ষ ছেদন করে না, ও মৃগয়া করে না, এবং চিল ও কাক ও ইন্দুর ও বিছা ও উন্মত্ত কুক্কুর এই পাঁচ প্রকার ক্ষতিজনক প্রাণী ব্যতিরেকে আর কোন প্রাণী বধ করে না। তাহাদের কেশে ও বস্ত্রে উকুনাদি যে ২ পোকা থাকে, তাহাও বধ করিতে নিষেধ, তথাপি গাত্রের একাঙ্গহইতে অন্য অঙ্গে স্থানান্তর করিলে দোষ হয় না।

যাত্রিকেরা মক্কাতে উপস্থিত হইয়া প্রথমে কাবা নামক মন্দিরে স্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাষাণকে চুম্বন করে; পরে বিশেষ ২ স্থানে বিশেষ ২ প্রার্থনা করিতে ২ সপ্ত বার ঐ মন্দির প্রদক্ষিণ করে; পরে শয়তানকে একবিংশতিটী প্রস্তর মারিয়া আরাফাৎ নামক পর্ব্বতে প্রার্থনা করে। কথিত আছে এক শত বৎসর পর্য্যটন করিলে পরে ঐ পর্ব্বতে হবার সহিত আদমের আর বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মহম্মদের কবরস্থানেও প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য, এবং এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত কাজির উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। যাত্রিকেরা প্রত্যেকে এক ২ পশু বলিদান করে, এবং যে জলেতে ঐ কাবার মেঝিয়া ধৌত হয় তাহা অতি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক পান করে; আর সেই মন্দিরহইতে ক্ষুদ্র ২ বস্ত্রখণ্ড আপদ নিবারণের উপায় বলিয়া আপন ২ দেশে লইয়া যায়।

পূর্ব্বকালে সেই তীর্থযাত্রা আত্যন্তিক সমারোহ বিশিষ্ট ছিল। এক জন কালীফ তীর্থযাত্রা কালে পানীয় দ্রব্য স্নিগ্ধ করণার্থে বরফ সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাঁহার বস্ত্রাদি সামগ্রী নয় শত উষ্ট্রের বোঝা ছিল। আর এক জন কালীফ ষষ্টি লক্ষ টাকার উপহার দিয়াছিল। সেই ব্যক্তি বাগদাদ অবধি মদীনা পর্য্যন্ত রাজপথে

অতি বহুমূল্য শতরঞ্চ পাতিয়া পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিলেন, তথাপি ভূমি স্পর্শ করিলেন না। আর এক জন কালীফের মাতা এমন সমারোহ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিলেন, যে তাঁহার এক লক্ষ বিংশতি সহস্র উষ্ট্রে প্রয়োজন হইল। আর এক জন কালীফ মক্কাতে অর্দ্ধ লক্ষ মেষ ও চল্লিশ সহস্র উষ্ট্র ও গোরু বলিদান করিয়াছিলেন।

এই বর্ত্তমান কালে যাত্রিকদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইয়াছে। মহম্মদি লোকেরা বলে, অল্প যাত্রিক হইলে ত্রুটি পূরণার্থে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারী হয়। সে যাহা হউক, অদ্যাপি প্রতিবৎসরে দেশ বিদেশহইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ লক্ষ জন মক্কাতে তীর্থযাত্রা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই ভারতবর্ষের লোক। ঐ তীর্থযাত্রা এমত ক্লেশদায়ক যে প্রতি বৎসরে অনেক২ যাত্রিক প্রাণত্যাগ করে, ও ন্যূনাধিক দশ সহস্র উষ্ট্র নষ্ট হয়। যাত্রিকেরা বাণিজ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া তীর্থস্থানে মেলা করিয়া ক্রয়বিক্রয় করে।

ঐ তীর্থযাত্রাতে পুণ্য হয়, এই মিথ্যা প্রত্যাশা করিয়া মহম্মদি লোকেরা এত ক্লেশ স্বীকার করে, বিশেষতঃ মদীনাতে মহম্মদের কবরস্থানে গিয়া, চল্লিশ বার প্রার্থনা করিলে নরক যন্ত্রণাহইতে রক্ষা হয়, তাহাদের এমত দৃঢ় বোধ আছে।

নানা বিষয়ে কোরাণের মধ্যে ভিন্নবাক্যতা প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাতে মহম্মদি লোকদের কোন সন্দেহ জন্মে না, কেননা তাহারা বলে, পরমেশ্বর এক বার যে আজ্ঞা দেন তাহা আর বার উপযুক্ত কারণ বশতঃ রহিত করিতে পারেন। সেই ভিন্ন-বাক্যতার উদাহরণ এই, মক্কাতে বাস করণ সম্বন্ধে মহম্মদ যখন

দুর্ব্বল ছিলেন, তখন কোরাণের যে কএকটী অধ্যায় লিখিলেন, তন্মধ্যে যাহার যে ধর্ম্মমত, তাহাকে সেই মত অনুসারে চলিতে দিবার আজ্ঞা পাওয়া যায়; কিন্তু পশ্চাৎ মদীনাতে বাস করণ সময়ে যখন তিনি পরাক্রমী হইয়াছিলেন, তখন যে কএকটী অধ্যায় লিখিলেন, তন্মধ্যে যুদ্ধদ্বারা মহম্মদি ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করণের আজ্ঞা দিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

মহম্মদি লোকদের আধুনিক অবস্থা।

মহম্মদি লোকদের পরাক্রম ও অন্য মতাবলম্বিদের প্রতি দৌরাত্ম্যকরণের ক্ষমতা পূর্ব্বকাল অপেক্ষা এখন ন্যূন হইয়াছে। স্পেন দেশে আর কোন মহম্মদি লোক নাই, আর সিবীরিয়া দেশে এবং কাস্পীয় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি অঞ্চল এবং উক্‌সাইন সমুদ্রের উত্তরতীর নিবাসি যে সকল মহম্মদি লোক পূর্ব্বে স্বাধীন কিম্বা তুরুকদের সাহায্য প্রযুক্ত পরাক্রমবিশিষ্ট ছিল, তাহারা এখন রুশীয়দের বশীভূত আছে। কিন্তু আশিয়ার মধ্য স্থানে ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এখনও কোটি২ মহম্মদি লোক বাস করে। আফ্রিকা নামক মহাদ্বীপের উত্তরাংশ অদ্যাপি মহম্মদি লোকদের হস্তগত আছে, তথাপি তাহার মধ্যে আল্‌জের নামক প্রদেশ ১৮৩০ শাল অবধি ফ্রান্স রাজ্যের বশীভুত আছে। আমেরিকা নামক মহাদ্বীপে মহম্মদি লোক নাই, এবং চীন রাজ্যেও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। পূর্ব্বকালে কোন ২ মহম্মদি সওদাগর বিদেশহইতে ঐ রাজ্যে আসিয়া তথায় বসতি করিয়া

চীন লোকদের নানা রীতি গ্রাহ্য করিয়া নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ পঞ্জিকা সংশোধনদ্বারা সেই দেশের উপকারী হইল, এবং অনাথ বালকদিগকে প্রতিপালন পূর্ব্বক মহম্মদি লোক করণদ্বারা আপনাদের ধর্ম্ম মত ব্যাপ্ত করিতে লাগিল, কিন্তু বড় কৃতকার্য্য হইল না। সেই উপায়দ্বারা ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত মালাবার নামক সমুদ্রতীরে মহম্মদি ধর্ম্মের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এই ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক আড়াই কোটি মহম্মদি লোক বাস করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ মান্য লোক পারসীকদের ন্যায় শিয়া দলভুক্ত, কিন্তু অধিকাংশ সামান্য লোক সুন্নি দলভুক্ত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মনুষ্য দেবপূজক। তাহাদিগকে উচ্ছিন্ন করিলে দেশ নরশূন্য হইবে, এই ভয়ে মহম্মদি লোকেরা তাহাদের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলে পরে আপনাদের ধর্ম্মবিধি লঙ্ঘন করিয়া এতদ্দেশীয় দেবপূজার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং কখন২ দেবপূজকদিগকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিল। আক্‌বর নামক বাদশাহ খ্রীষ্টীয় ও মহম্মদি ও য়িহূদি এই তিন ধর্ম্মেতে মিশ্রিত একটি নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহম্মদীয় উপবাস ও তীর্থযাত্রা রহিত করিলেন, এবং সকলকে দ্রাক্ষারস পান করণের অনুমতি দিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই সঙ্কল্পের বিপরীত ফল হইল, অর্থাৎ তাঁহার মরণানন্তর মহম্মদি কর্ত্তারা হিন্দু লোকদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। তথাপি তাহার পরেও নানক ও গুরু গোবিন্দ ও কবীর এই কএক জন যে২ নূতন ধর্ম্মমত স্থাপন করিল, তদ্দ্বারা হিন্দু ও মহম্মদি লোকদের ঐক্য করিতে চেষ্টান্বিত ছিল, বিশেষতঃ কবীরের মরণানন্তর তাহার মৃত দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিষয়ে

হিন্দু ও মুসলমান লোকদের মধ্যে ভারি বিবাদ উৎপন্ন হইল। ভারতবর্ষ নিবাসি মহম্মদি লোকেরা ইংরাজি বিদ্যা ও ইউরপীয় দেশাচার তুচ্ছবোধ পূর্ব্বক ঘৃণা করে। তাহাদের মধ্যে অত্যল্প লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। সামান্য মহম্মদি লোকেরা অতি অজ্ঞান, আর মান্য লোকেরা আপনাদের পরাক্রমহীনতাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট আছে। আর ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ মহম্মদি লোক দীর্ঘকালাবধি হিন্দু লোকদের মধ্যে বাস করাতে তাহাদের কাছে দেবপূজকদের উপযুক্ত জাতি প্রভেদ ইত্যাদি নানা রীতি শিক্ষা করিয়া গ্রাহ্য করাতে বিদেশি মহম্মদি লোকদের হাস্যাস্পদ হইয়াছে। এই অপমান ঘুচাইবার নিমিত্তে এবং পূর্ব্ববৎ স্বাধীন ও পরাক্রমী হইবার আশাতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর হইল তাহাদের মধ্যে কোন ২ লোক করাজি নামে এক নূতন দল স্থাপন করিল; সেই দল বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে অতি প্রচলিত হইয়াছে। বোধ হয় তাহার স্থাপনকর্ত্তারা মক্কাতে তীর্থযাত্রা গমনকালে পূর্ব্বোক্ত উয়াহবি লোকদের কথা শুনিয়া তাহাদের তুল্য হইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দক্ষিণে যাবা ও র্ধর্নিয় প্রভৃতি যে সকল উপদ্বীপ আছে তথাকার লবঙ্গ প্রভৃতি বণিক্ দ্রব্যের অন্বেষণে আরব দেশহইতে মহম্মদীয় সওদাগরেরা তথায় গমন করিয়া পাঁচ শত বৎসর হইল দেশ হস্তগত করিয়া লোকদিগকে মহম্মদি ধর্ম্ম অবলম্বন করাইল। যাবা নামক বৃহৎ দ্বীপ নিবাসি লোকেরা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের অনুগত হিন্দু ছিল, পরে বৌদ্ধমতাবলম্বী হইল, কিন্তু তৎকালে অতি শীঘ্র সকলে মুসলমান হইল। অদ্যাপি তথায় সহস্র ২ ভগ্ন দেবমন্দির দেখা যায়।

যাবার পূর্ব্বদিগে স্থিত বালি নামক উপদ্বীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি জাতিতে বিভক্ত হিন্দু লোকেরা অদ্যাপি বাস করিতেছে। বোধ হয় খ্রীষ্টের জন্মের ন্যূনাধিক বাইট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে যখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বৌদ্ধমতাবলম্বিরা প্রবল ছিল, তখন অনেক ২ ব্রাহ্মণ ও তাহাদের অনুগত লোকেরা স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে সমুদ্র যাত্রা করিয়া ঐ সকল উপদ্বীপে গমন করিয়াছিল। আর তৎকালে সমুদ্রযাত্রাদ্বারা লোকদের জাতি নষ্ট হইতে পারে, এমত ভয় কাহারও ছিল না, কেবল পশ্চাৎ অর্থাৎ বৌদ্ধমতাবলম্বিরা ভারতবর্ষহইতে বহিষ্কৃত হইলে পরে তাহাদের সহিত লোকদের সম্পর্ক নিবারণার্থে ঐ কথা কল্পিত হইল।

পারস্য দেশনিবাসি মহম্মদি লোকেরা পূর্ব্বে সন্নি দলভুক্ত ছিল, পরে ১৪৯৯ শালে যে ব্যক্তি রাজা হইলেন তাঁহার আজ্ঞাতে শিয়া দল প্রচলিত হইল। সেই সময় অবধি পারসীক লোকেরা সন্নি দলভুক্ত তুরুক ও আফগান লোকদের সহিত অনেক বার ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছে, নতুবা পারসীক লোকেরা নানা বিষয়ে ধর্ম্মেতে শৈথিল্য প্রকাশ করে। তাহাদের দেশে অনেক ২ ভগ্ন মসজীদ দেখা যায়, প্রায় কেহ মক্কাতে তীর্থযাত্রা করে না, এবং রাজকর্ম্মে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে প্রায় সকলে দ্রাক্ষারস পান করিয়া থাকে। কিন্তু পারসীক ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা রাজার দৌরাত্ম্যহইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করণার্থে বার ২ যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত তাহারা প্রশংসনীয়।

আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল নিবাসি মহম্মদি লোকেরা অদ্যাপি আরবি ভাষা ব্যবহার করিতেছে। তাহারা যদ্যপি আপন ধর্ম্ম

বিষয়ে বড় শৈথিল্য প্রকাশ করে, তথাপি অন্য মতাবলম্বিদের প্রতি সাধ্যমতে দৌরাত্ম্য করিতে কখন শিথিল হয়-না। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত তথাকার আল্জের ও তুনিস্ ও ত্রিপলি নামক তিন দেশের তিন রাজা তুরুক শুলতানকে বার্ষিক কর দিতে বাধিত হইলেও অতিশয় পরাক্রমী ছিল, এবং আপন ২ নাবিক সৈন্যদ্বারা নিরন্তর সামুদ্রিক চৌর্য্যবৃত্তি করত প্রতি বৎসর সহস্র ২ ইউরপীয় খ্রীষ্টীয়ান লোককে ধরিয়া ক্রীতদাসরূপে রাখিত। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজদের ভয়ে তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে হইল। তাহার মধ্যে আল্জেরের রাজা সর্ব্বাপেক্ষা অহঙ্কারী ও দুরন্ত ছিলেন। ১৮৩০ শালে ফেঞ্চ লোকেরা তাঁহার অত্যাচার অসহ্য জ্ঞান করাতে তাঁহার অতি দৃঢ় রাজধানী আক্রমণ পূর্ব্বক হস্তগত করিল। তদবধি পোনের বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে ২ সেই সমুদয় রাজ্য আপনাদের বশীভূত করিয়া অদ্যাপি ভোগ করিতেছে, কিন্তু সেই দেশে নিরন্তর এক লক্ষ সৈন্য রাখিতে হয়।

আরব দেশস্থ বেদুইন লোকেরা মহম্মদীয় ধর্ম্ম পালনে বড় ঠিক নয়। তাহারা বলে, সেই ধর্ম্ম আমাদিগের পক্ষে ভাল নয়; আমাদিগের বাসস্থান এই মরুভূমিতে জল পাওয়া ভার, তবে প্রতি দিন বিধিবৎ হস্তপাদাদি প্রক্ষালন করা আমাদিগের কি সাধ্য হয়? আমাদিগের কড়ি কিছুই নাই, তবে দান কর্ম্ম কি আমাদের সাধ্য হয়? আমরা বারো মাস উপবাস করিয়া থাকি, তবে রমজান মাসে বিশেষ উপবাস করণে আমাদের কি প্রয়োজন? পরমেশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার আরাধনা করণার্থে মক্কাতে যাওয়া কি আবশ্যক হইতে পারে? অল্প

বৎসর হইল ক্রীতদাসের ক্রয় বিক্রয় করা তুরুক সুলতান কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে আরবি লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

মুসলমান লোকদের মধ্যে তুরুকেরা মহম্মদি ধর্ম্ম পালনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যোগী আছে। তাহারা কপালের কথা অতি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, তথাপি মানুষিক ইচ্ছার স্বতন্ত্রতা অস্বীকার করে না। গৃহদাহ প্রভৃতি আপদ ঘটিলে তাহারা উদ্বিগ্নতার একটি লক্ষণও না দেখাইয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক কহে, আমাদের কপালে ইহা লিখিত ছিল। এমন হইলেও তুরুকেরা, ধর্ম্মকর্ম্মে পূর্ব্ববৎ উদ্যোগী আর নহে। অল্প লোক মক্কাতে তীর্থযাত্রা করে; আর যাহারা করে তাহারা তৎসম্পর্কীয় বানিজ্যদ্বারা লাভ পাইবার আশাতে করিয়া থাকে। সহরলোকদের মধ্যে অনেকে মহম্মদের নিষেধ না মানিয়া দ্রাক্ষারস পান করে। আর যাহারা দ্রাক্ষারস পান পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে তদপেক্ষা দশগুণ নেশাজনক ব্রাণ্ডি সরাপ পান করিতে ভয় করে না, কারণ মহম্মদের সময়ে সেই দ্রব্য সর্ব্বসাধারণের অবিদিত থাকাতে তিনি তাহা নিষেধ করেন নাই; অধিকন্তু তাহারা বলে, ঐ দ্রব্য অগ্নিদ্বারা প্রস্তুত হয়, অবশ্য সেই সর্ব্বপাবক অগ্নির গুণে তাহার অশুচি ভাগ সকল নির্ম্মলীকৃত হইয়া থাকিবে। আর আফিমের ব্যবহার তুরুকদের মধ্যে অতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্ত্রী রাখা কেবল ধনি লোকের সাধ্য।

প্রথমে আরবি লোকদের ন্যায় তুরুকেরাও বড় উৎসাহযুক্ত ছিল, পরে তদ্দ্বারা পরাক্রমী হইলে তাহারা অত্যাচারী ও কুৎ-

সিত সুখভোগে আসক্ত ও অলস ও স্থূলবুদ্ধি হইয়া উঠিল। তুরুক রাজ্যের ভূমি অতি উর্ব্বরা, কিন্তু তুরুকদের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তাহার অধিকাংশ নরশূন্য হইয়াছে। সেই দেশে যে এক কোটি তুরুক লোক থাকে, তাহারা আপনারা পরিশ্রম করে না এবং পরিশ্রমি প্রজাদিগকে উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে দেয় না।

যে মিসর দেশ তুরুক রাজ্যের অধীন আছে, তাহা দীর্ঘ কাল ব্যাপি দুরবস্থার পরে এই বর্ত্তমান কালে পুনর্ব্বার উন্নত হইতেছে, কারণ ১৮০৭ শালে মহম্মদ আলি নামক যে ব্যক্তি তাহার কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন, তিনি সেই দেশে ইউরপীয় বিদ্যা প্রচলিত করিতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অনবরত যত্ন করিতেন। আর ১৮৩৩ শালে ইংরাজি ডাক ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই উভয় দেশ-হইতে মিসর দেশে গমন করিতে লাগিল, তদবধি সেই দেশের বাণিজ্য অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। উক্ত মহম্মদ আলির পূর্ব্বে শত ২ বৎসর পর্য্যন্ত মামলুক নামক লোকেরা ঐ দেশে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিল। এই মামলুকেরা প্রথমে ক্রীতদাস ছিল, পরে তুরুকজাতীয় দেশাধ্যক্ষদের রক্ষক সৈন্য হইয়া অস্ত্র-ধারী ও সাহসিক ও একপরামর্শ থাকাতে কেবল প্রজাদিগকে বশে রাখিত তাহা নয়, বরং দেশাধ্যক্ষকেও ভয় দেখাইত, এই রূপে ক্রমে ২ পরাক্রমী হইয়া আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল, তথাপি তুরুক সুলতানকে বার্ষিক কর দিত। মহম্মদ আলি সেই দুরন্তদিগকে একেবারে নষ্ট করিলেন। কথিত আছে তিনিও বাল্যকালে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে সৈন্যবৃত্তি করিয়া ক্রমে ২ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে লেখা-পড়া শিখিলেন, কিন্তু বিদ্যার উৎকৃষ্টতা ভালরূপে বুঝিতেন, এই

জন্যে অনেক ২ মিসর দেশীয় যুব লোককে বিদ্যা উপার্জ্জনের নিমিত্তে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশে পাঠাইতেন, এবং অনেক ২ গ্রন্থ ঐ দুই দেশের ভাষাহইতে আরবি ভাষাতে অনুবাদন করাইতেন, এবং রণবিদ্যাতে ও দেশ শাসনের ধারাতে ইউরপীয় লোকদের বিশেষতঃ ফ্রেঞ্চ লোকদের অনুকারী হইতেন। উয়াহবি লোকদের পরাজয় ও তুরুক সুলতানের সহিত যুদ্ধ করণ বিষয়ক কথার উল্লেখ পূর্ব্বে হইয়াছে। সেই ব্যক্তির বংশ অদ্যাপি মিসর দেশে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। সম্প্রতি সুয়েজ অবধি সিকন্দরিয়া পর্য্যন্ত এক লৌহ পথ নির্ম্মিত হইতেছে, তদ্দারা অল্প দিনের মধ্যে দুই সমুদ্রের পরস্পর যোগ হইবে।

প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের নবমাধ্যায়ে যোহন প্রেরিত এই কথা লেখেন, "আমি স্বর্গহইতে পৃথিবীতে পতিত এক নক্ষত্রকে দেখিলাম, তাহাকে রসাতল কূপের চাবি দত্ত হইল। পরে সে ঐ কূপ খুলিলে ঘোরতর ধূম উঠিল, সেই ধূমহইতে পঙ্গপাল নির্গত হইয়া পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল। তাহারা মনুষ্যদিগকে বধ করিবার অনুমতি নয়, কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি পাইল। ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধার্থে সজ্জীভূত অশ্বগণের ন্যায়, ও তাহাদের মস্তকের মুকুট স্বর্ণের ন্যায়, ও তাহাদের কেশ স্ত্রীলোকের কেশের ন্যায় ও দন্ত সিংহদন্তের ন্যায়, এবং লাঙ্গুল বৃশ্চিকলাঙ্গুলের ন্যায় হুলবিশিষ্ট।" বোধ হয় এই দর্শন মহম্মদি লোকদের দৃষ্টান্ত ছিল। ঐ পতিত নক্ষত্র মিথ্যা উপদেশক মহম্মদকে বুঝায়। তিনি আপনার হস্ত-

ষ্ঠিত কোরাণরূপ চাবি দিয়া আন্তিরূপ কুপ খুলিলে কুশিক্ষারূপ এমত ধূম নির্গত হইল যে তাহাতে সত্যধর্ম্মরূপ আলো অন্ধকার হইয়া গেল। ঐ কুপহইতে নির্গত পঙ্গপাল আরবি লোকিদিগকে বুঝায়, কেননা তাহারা অতি বহুসংখ্যক ও দ্রুতগামী ও হিংস্রক ছিল। ভবিষ্যদ্বক্তৃগ্রন্থের অনেক স্থানে এক ২ দিন এক২ বৎসর বুঝায়, সেই গণনানুসারে পাঁচ মাসে দেড় শত বৎসর হয়। আর আরবি রাজ্য দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৬১২ শাল অবধি ৭৬২ শাল পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিষ্ণু থাকিল, কেননা ৬১২ শালে মহম্মদ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর ৭৬২ শালে বাগদাদ নগর নির্ম্মিত হইলে সুখভোগের অনুরাগদ্বারা আরবি রাজ্যের বৰ্দ্ধিষ্ণুতা লুপ্ত হইল। খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে অকারণে বধ না করিয়া করাধীন দাস করা মহম্মদের আদেশ ছিল। ঐ পঙ্গপালের আকৃতি যুদ্ধাশ্বের সদৃশ, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে আরবি লোক প্রায় সকলে অশ্বারোহি সৈন্য ছিল; কারণ সর্ব্বোত্তম অশ্ব আরব দেশে পাওয়া যায়। আর আরবি লোকদের শিরোভূষণ প্রায় রাজমুকুটের সদৃশ। তাহাদের দন্ত স্বাভাবিক ক্রূরতার দৃষ্টান্ত, আর কি জানি লাঙ্গুলের হুল তাহাদের মিথ্যা শিক্ষারূপ বিষয়ের সংহারক গুণ বুঝায়।

সমাপ্ত।